মোসলেম কর্ম্মবীর চরিতমালা

প্রথম খণ্ড।

হামেদ আলী প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

"Lives of greatmen all remind us
We can make our lives subtime,
And, departing leave behind us
Foot prints on the sands of time."
Henry W. Longfellow.

বগুড়া নিউ স্কুলবুক লাইব্রেরী হইতে

মোহাম্মদ জামালউদ্দীন তালুকদার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

মূল্য ॥৴০ আনা।

কলিকাতা, ৪ নং উইলিয়ম্‌স্‌ লেন
দাস যন্ত্রে
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মুসলমান সমাজে যে সকল কর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় মহাত্মার আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লইয়া "মোস্‌লেম কর্ম্মবীর চরিতমালা, প্রথম খণ্ড" প্রকাশিত হইল। তাঁহাদিগের অমূল্য জীবনী অনন্ত শিক্ষার ভাণ্ডারস্বরূপ। হিন্দু ভ্রাতৃগণ মুসলমান মহাপুরুষদিগের বিষয় কিছুই জানেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালী মুসলমান পাঠকগণকেও ভিন্ন জাতীয় এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মাগণের চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিতে হয়। তাঁহারা প্রায় স্বজাতীয় মহাপুরুষগণের জীবনী অবগত নহেন, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বারা সেই অভাব কথঞ্চিৎ দূরীভূত হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। চরিতমালার প্রথমখণ্ডের প্রতি পাঠকগণের স্নেহমসৃণ দৃষ্টিপতিত হইলে, সাধ্যমত অন্যান্য মহাপুরুষগণের জীবনীমালা খণ্ডশঃ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে কর্ম্মবীরের বড়ই অভাব। কর্ম্মস্পৃহা বলবতী না হইলে, জাতীয় অবনতিস্রোত রুদ্ধ হইবে না। তজ্জন্য এইগ্রন্থে আলোচ্য মহাপুরুষগণের কর্ম্মজীবনের অংশই প্রকটিত হইল। বলাবাহুল্য, তাঁহাদের অধিকাংশের জীবন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উভয় বিষয়ে সমুন্নত, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবন আলোচনায় ক্ষান্ত রহিয়াছি। এই গ্রন্থখানি সঙ্কলনে যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, তথাপি অনেক

ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইবার আশঙ্কা। তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন ত্রুটির বিষয় জানাইলে, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি,—বগুড়ার প্রসিদ্ধ উকিল সমাজহিতৈষী [illegible] জনাব মৌলবী সৈয়দ রিয়াজউদ্দীন কাজী বি, এল, সাহেব ইহার মুদ্রাঙ্কণে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন এবং আমার বাল্য-সুহৃদ সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত বামাচরণ চৌধুরী মহাশয় পাণ্ডুলিপির কোন কোন অংশ দেখিয়া দিয়াছেন। এই মহোদয়দ্বয়ের সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে আমি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতাম না, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

বগুড়া,
ফাল্গুন, ১৩১৬।

বিনীত,
হামেদ আলী।

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে
উপকরণ সংগ্রহের সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য ঐ সকল
গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

History of the Saracens.

Life of Sir syed Ahamed.

সায়েরে মোতাক্ষরিণ।

রিয়াজস্ সালাতিন।

তব্কায় মোহসেনিয়া।

হায়াতসাদি।

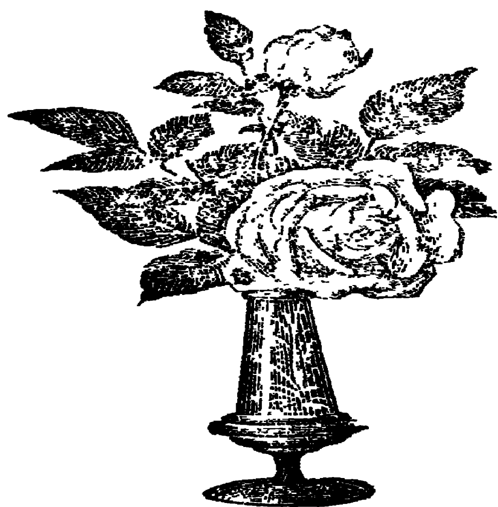
মোগলবংশ।

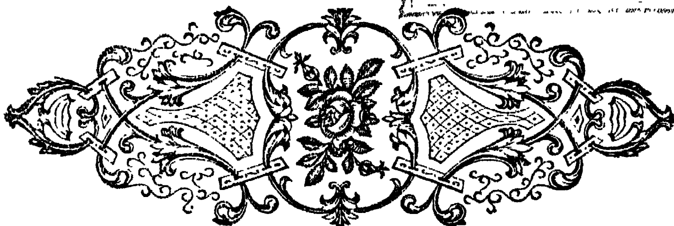
সাময়িক পত্রিকাদি।



সূচিপত্র।

	বিষয়			পৃষ্ঠা।
১।	সংসার কর্ম্মক্ষেত্র	...	...	১
২।	আদর্শ মহাপুরুষ—			
	হজরত ওমর	...	...	৯
৩।	স্বজাতি প্রেমিক—			
	সার্ সৈয়দআহ্মদ	...	...	২১
	হাজী মোহাম্মদ মোহসেন	...	...	৩৩
৪।	অধ্যবসায়ী পুরুষ—			
	আব্দুররহমান (প্রথম)	...	...	৩৯
	বাবর	...	...	৪৫
	মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ারখিলিজী	...	...	৫৬
৫।	সাহিত্যসেবী—			
	শেখসাদি	...	...	৬৩
	আবুলফজল	...	...	৭৫
	খাঁ বাহাদুর খোদাবক্স	...	...	৮৪
৬।	আদর্শ নরপতি—			
	খলিফা হারুণ-অর্-রশিদ	...	...	৯২
	খলিফা মামুন	...	...	১০৬
	সম্রাট আকবর	...	...	১২২
৭।	দিগ্বিজয়ী বীর—			
	সোলতান সালেহউদ্দীন	...	...	১৩৫
	ইমামউদ্দীনজঙ্গি	...	...	১৫৪
	মুসা	...	...	১৫৭
	তারিক	...	...	১৬১





মোস্‌লেম কর্ম্মবীর চরিতমালা

প্রথম খণ্ড

সংসার-কর্ম্মক্ষেত্র।

"God helps them that help themselves".

Benjamin Frank

প্রাণীজগতে মানুষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; পরম করুণাময় বিধাতা মা
যে সকল সৎগুণে বিভূষিত করিয়া অন্যান্য জীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব
করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানুষের কর্ম্মশীলতা অন্যতম। মানুষ প্রধ
শীল জীব। কর্ম্ম দ্বারা মানুষ সংসারের উত্তরোত্তর শ্রী
করিতেছে। কাল যাহা অসাধ্য ছিল, আজ তাহা সুসা
আজ যাহা কল্পনার অতীত, কাল হয়ত তাহা কার্য্যে
বিস্ময় উৎপাদন করিবে। মানুষের কর্ম্মস্পৃহা বলবতী
সমাজের এত উন্নতি পরিলক্ষিত হইত না। মানব
ইতিহাস পাঠ করিলে কর্ম্মশীলতার আশ্চর্য্য শক্তি উপ

রসে অন্তঃকরণ আপ্লুত হয়। যে মানুষ, যে সমাজ অথবা যে জাতির মধ্যে কর্ম্মস্পৃহা যত দূর প্রবল, সেই মানুষ, সেই সমাজ অথবা সেই জাতি সংসারে ততদূর উন্নত।

মানুষ শুধু আপনার জন্য ব্যস্ত হইলে সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে এত উন্নতি সাধিত হইত না। ইতর প্রাণীরা যেরূপ কেবল মাত্র নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য লালায়িত, মানুষ সেরূপ নহে। যে সকল কর্ম্মশীল মানুষ স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গের জন্য পরিশ্রম করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন না, স্বীয় সমাজ অথবা জাতির উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন এবং যে সকল মহাপুরুষের কর্ম্মশীলতা জাতি অথবা সমাজেও সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জগতের কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে প্রসারিত হয়, বর্ত্তমানের গণ্ডীতে আবদ্ধ না হইয়া ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিভৃত কক্ষ আলোকিত করে, তাঁহারা মানব জাতির অলঙ্কার স্বরূপ। যুগে যুগে সেই সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পুণ্য কাহিনী শ্রবণ করিলে অলস ও অবসন্ন হৃদয়ে উন্নতি-আকাঙ্ক্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাঁহাদের পবিত্র আদর্শ সম্মুখে থাকিলে কর্ম্মবীর সংসারের পর্ব্বত তুল্য বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া বন্ধুর কর্ম্মক্ষেত্রে অপ্রতিহত বেগে অগ্রসর হইতে সক্ষম হন।

মানুষের হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযোগী; কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিলে তাহাদের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্যথা তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রাকৃতিক বিধানানুসারেও মানুষ কর্ম্মশীল হইতে বাধ্য। এই কারণে আমরা কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে শারীরিক ও মানসিক উন্নত দেখিতে পাই। পক্ষান্তরে, যাহারা কর্ম্মবিমুখ হইয়া আলস্যে সময় কর্ত্তন করে, তাহাদের দেহ এবং মনোমন্দির অচিরে নানাবিধ রোগের আগার হইয়া উঠে।

এক শ্রেণীর লোক নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদী। তাহারা অন্ধ অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে ভাল বাসে। যত্ন; চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ কত আশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটিত করিতে পারে, তাহা তাহাদের অসাড় অন্তঃকরণে স্থান পায় না। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে সংসারে প্রায় উন্নতিলাভ করিতে দেখা যায় না। দুঃখের বিষয়, মুসলমান সমাজে আজকাল এইরূপ লোকের সংখ্যা অনেক অধিক। কারণ, কর্ম্মক্ষেত্রে যশস্বী হওয়া অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। দৃঢ়সঙ্কল্প ও কঠোর সাধনা ব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ হইবার আশা বড় কম। নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদীর ভাগ্যে অনায়াসলব্ধ আহার জুটিলেও যখন তাহা হস্ত দ্বারা গলাধঃকরণ ও দন্ত দ্বারা চর্ব্বণের প্রয়োজন, অন্ন মুষ্টি ভাগ্যের জোরে আপনি উদরস্থ হয় না, তখন বাধাবিঘ্নসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে বিনা আয়াসে যশস্বী হইবার আশা কি দুরাশা নহে? অবশ্য পরম করুণাময় ভগবানের সাহায্য ভিন্ন কোন কার্য্যেই সফলতা লাভ হয় না। কিন্তু "God helps them that help themselves," অর্থাৎ "যাহারা নিজেকে সাহায্য করে, ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করেন"—কর্ম্মবীরগণের জীবনে আমরা এই মহাবাক্যের সত্যতা পদে পদে দৃষ্টিগোচর করি। তাঁহারা ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহের প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, আলস্য, জড়তা ও বিলাসিতার সম্মোহন মূর্ত্তিতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন না; নিরাশার ভীষণ ভ্রূকুটি দর্শনে ভীত হন না; তাঁহারা প্রকৃত সাধকের ন্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, অন্ধ অদৃষ্টের প্রতীক্ষায় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন না; চেষ্টা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা অদৃষ্টকে খুজিয়া বাহির করেন।

আমরা প্রাথমিক মোস্‌লেম কর্ম্মবীরগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তাঁহারা নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদী ছিলেন না। ইসলামে

ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। পয়গম্বরশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদের (দরুদ) জীবনে তাহার জ্বলন্ত আদর্শ বিদ্যমান। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জন্মপরিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনে প্রায়ই সংসার ও কর্ম্মের প্রতি একান্ত বিরাগ এবং সন্ন্যাসের প্রতি অধিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। পাছে সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে মহাত্মা যিশু বিবাহ করিতে এবং সংসারী হইতে সাহস করেন নাই, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। শাক্যসিংহ গভীর নিশীথকালে সুষুপ্তা প্রিয়তমা যুবতী ভার্য্যার পবিত্র প্রণয় পাশ এবং প্রাণপ্রতীম শিশু সন্তানের স্বর্গীয় স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন, চৈতন্য সংসারের মায়া-জাল ছিন্ন করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করতঃ ঈশ্বর-প্রেমে নিমগ্ন হইয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্ম জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের জীবনের সেই আদর্শ, সেই জ্বলন্ত আত্মত্যাগ, সেই কঠোর সন্ন্যাস কয়জন গ্রহণ করিতে সক্ষম? সুখের বিষয়, মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদের (দরুদ) জীবনে আমরা দেবত্ব এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ আদর্শ দেখিতে পাই। তাঁহার পবিত্র জীবন ধর্ম্ম ও কর্ম্মের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থল। সেখানে একদিকে গভীর ধ্যাননিমগ্ন মহাযোগীর উৎকট তপস্যার দৃশ্য, অপর দিকে তোমার আমার ন্যায় দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ-শোক-বিপদপূর্ণ সংসার-সংগ্রামের চিত্র বিদ্যমান। তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, সংসারের দুঃখ কষ্ট শোকতাপ মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্য অথবা পর্ব্বতগুহায় আশ্রয়গ্রহণ করেন নাই। তিনি মেষ পালন, ব্যবসায় বাণিজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্যশাসনের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মযোগীর নিকট তাঁহার জীবন যেমন

পূর্ণ আদর্শস্বরূপ, কর্ম্মবীরের নিকটও তদনুরূপ। তিনি সংসারী হইয়াও পূর্ণ বৈরাগী, রাজাধিরাজ হইয়াও দীনহীন ভিক্ষুকের ন্যায় জীবন কর্ত্তন করিয়াছেন। পরস্পর বিপরীত প্রকৃতির ঈদৃশ অপূর্ণ মিলন অন্য কাহারও জীবনে দৃষ্টিগোচর হয় না। *

পবিত্র কোরাণ শরীফে হজরত আদমের (আঃ) সৃষ্টি উপলক্ষে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, (১) তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তালা কেবল মাত্র উপাসনার জন্য মনুষ্যসৃষ্টি করেন নাই। কারণ, স্বর্গীয় ফেরেস্তা (দেবদূত)-গণ সতত তাঁহার গুণকীর্ত্তনে নিমগ্ন আছেন। উপাসনা-কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা যথেষ্ট হইতেছে। মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য অন্যরূপ: মানুষের প্রকৃতি ও সংসারের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজে প্রতীয়মান হয় যে, সুধু যোগাসনে সমাধিস্থ হইয়া জীবন অতিবাহিত করা মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে। সংসারী মানুষের কর্ত্তব্যক্ষেত্র তদপেক্ষা বিস্তীর্ণ এবং বিচিত্রতাপূর্ণ। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গ লইয়া তাহাকে সংসার পাতিতে হইলে, সমাজ ও জাতির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে এবং পরম করুণাময় সৃষ্টি-কর্ত্তার উপাসনা করিতে হইবে; সুতরাং তাহার কর্ত্তব্য সংসার-বিরাগী সাধু পুরুষের অপেক্ষা গুরুতর এবং কঠিন। দুই একজন সাধু পুরুষ সংসারের কার্য্যকোলাহল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বরোপাসনায় নিমগ্ন হইতে পারেন, তদ্দ্বারা সমাজের অনিষ্ট না

* হজরত মোহাম্মদের (দরুদ) পবিত্র কর্ম্মজীবন প্রত্যেক কর্ম্মবীরের আদর্শস্বরূপ। এই গ্রন্থে যে সকল মহাপুরুষের জীবনী আলোচিত হইয়াছে, তাঁহাদের সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবন আলোচনা করিলে, পাছে তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়, এই আশঙ্কায় আমরা তাঁহার জীবনী আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিলাম।

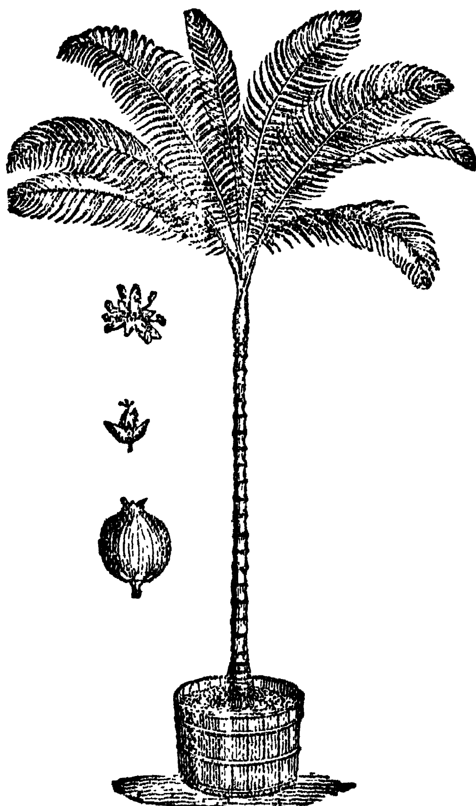
(১) সূরা বকর, ৩ রকু।

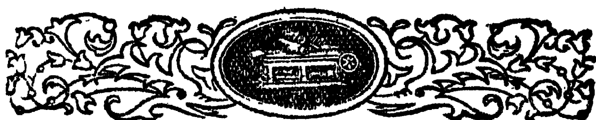
হইয়া ইষ্টেরই সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা মানব সাধারণের ধর্ম্মরূপে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব। তাহা হইলে সুখের সংসার আজ শ্মশানে পরিণত হইত, ঈশ্বরের অজ্ঞেয় সৃষ্টি-রহস্যের আশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ বিচিত্রতা পরিলক্ষিত হইত না।

আর শুধু ঈশ্বরোপাসনাই কি ধর্ম্ম? জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে ঈশ্বরের অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করা কি ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে? প্রত্যেক ধর্ম্ম, বিশেষতঃ ইসলামে ইহার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সামাজিক জীব মানুষকে ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে কতকগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে হয়, না করিলে প্রত্যবায় আছে। যেমন,—দয়া, পরোপকারিতা প্রভৃতি। এই সমস্ত কর্ম্ম-জীবনের কার্য্য। সুতরাং সাংসারিক মানুষের ধর্ম্ম কখন কর্ম্মশূন্য নহে। বিশেষতঃ অকপট ভক্তির সহিত যে পরাৎপর বিশ্বনিয়ন্তার গুণকীর্ত্তন করা উপাসনার প্রধান অঙ্গ,—সংসারত্যাগী যোগীর একমাত্র সাধনা; তিনি প্রেম-পারাবার, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অতুল প্রেমের নিদর্শন, অনন্ত জীবমণ্ডলী তাঁহার প্রেমে নিমজ্জিত। অতএব জীব-জগতের কল্যাণের জন্য, সংসারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কর্ম্মবীরের সাধনা তাঁহারই প্রীত্যর্থে আরোপিত হয়! সুতরাং তাহা ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গ বিশেষ। যদি কেহ কোন ব্যক্তির অনুগ্রহলাভের আশায় তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, কিন্তু তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে অজ্ঞান অথবা বাতুল মনে করিব। সেইরূপ যে যোগীবর কেবল মাত্র করুণাময় ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া জীবনকর্ত্তন করেন, ঈশ্বরের সৃষ্টজীবের প্রতি কর্ত্তব্য-পালন করেন না, তাঁহার জীবন একদেশদর্শিতা দোষে দূষিত; কর্ম্ম ভিন্ন সে কর্ত্তব্য প্রতিপালন হয় না।

কর্ম্মক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন। যে সকল মহাপুরুষ কর্ম্মজীবনে উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এই দুই গুণ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। সঙ্কল্প কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, সাধনা বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া সিদ্ধির পথে লইয়া যায়। জীবন অল্পকাল স্থায়ী, তাহাও অনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু মানব জীবনের দায়িত্ব গুরুতর। এই অনির্দ্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে সংসার কর্ম্মক্ষেত্রের কার্য্যকোলাহলে নিযুক্ত থাকিয়া পরলোকের সম্বল-মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করা প্রত্যেক বিবেচক ব্যক্তির কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে পরিবার প্রতিপালন, সমাজ ও জাতির উন্নতি চেষ্টা, স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির পরিচালনা করাও আবশ্যক। অন্ততঃপক্ষে স্বীয় ব্যক্তিগত সুখ স্বচ্ছন্দতার উপায় বিধান না করিয়া নিস্তার নাই। এই সমস্ত কার্য্যেই কর্ম্মের প্রয়োজন। সময় নাই বলিলে চলিবে না। যাঁহারা সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহারা নানা কার্য্য করিয়াও সময় পাইয়াছেন; তাঁহারা সময়ের সদ্ব্যবহার জানিতেন, সময় তাঁহাদের আজ্ঞাপালন করিত। আমরা সময়ের ব্যবহার জানি না; সময় আমাদের অলক্ষ্যে চলিয়া যায়; দেখিতে দেখিতে জীবন-নাটকেরও অভিনয় শেষ হয়; কাজ পড়িয়া থাকে। "সময়ের অভাব" অলসের আপত্তি, কর্ম্মবীরের উক্তি নহে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সংসারী মানুষের অভাবের আর অভাব নাই, কিন্তু অর্থের অভাব বিস্তর। অর্থ না হইলে ভালরূপে ধর্ম্মকার্য্যও নির্ব্বাহ হয় না। অর্থাভাবে যাহার জঠরজ্বালা নিবারিত হয় না, পরিধানে বস্ত্র জোটে না, হতভাগ্য স্ত্রী পুত্রগণ সতত আকুল ক্রন্দনে যাহাকে ব্যাকুল করে, সে কিরূপে স্থিরচিত্তে উপাসনা করিবে, কিরূপে হজ্জ, জাকাত, দান, স্বদেশ ও সজাতিহিতৈষিতা প্রদর্শন করিবে? মুসল-

মানগণের সাংসারিক দুর্দ্দশার একটি কারণ দরিদ্রতা। সংসারের এই মূল্যবান পদার্থ অর্থও সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মের আয়ত্বাধীন। সুতরাং সাংসারিক মানুষের পক্ষে ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের তুল্য প্রয়োজন। জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষাও প্রবল সাধনা ভিন্ন ইহার কোনটিতেই সিদ্ধিলাভ হয় না।





হজরত ওমর বেন্‌-অল্‌ খাত্তাব।

হজরত ওমরের অপর নাম—আবু হফ্‌জ; তাঁহার উপাধি—ফারুখ (সত্যাসত্যের প্রভেদকারী।) তাঁহার পিতার নাম,—খাত্তাব। তিনি কোরেশ বংশসম্ভূত। হজরত মোহাম্মদের ঊর্দ্ধতন অষ্টম-পুরুষ ও তাঁহার নবম পুরুষ এক ব্যক্তি—তাঁহার নাম কাব। ওমর অমিত পরাক্রম-শালী সাহসী বীর পুরুষ, তাঁহার সুদৃঢ় বপুঃ ও বীরত্বব্যঞ্জক ভীম মূর্ত্তি দর্শন করিলে গর্ব্বিত বীর পুরুষের অন্তঃকরণেও আতঙ্কের সঞ্চার হইত।

ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে হজরত ওমর মুসলমানদিগের ঘোর শত্রু ছিলেন। এমন কি, তিনি হজরত মোহাম্মদের প্রাণবধের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ অত্যন্ত কৌতূহল-পূর্ণ। তিনি নির্ভীক প্রকৃতি ও তেজস্বী বীর পুরুষ ছিলেন। একদা কোরেশগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া তিনি হজরত মোহাম্মদের প্রাণ বধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি উভয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহন করিয়াছেন। তাঁহার জ্বলন্ত ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইল। তিনি ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলবৎ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ভগ্নীপতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভগ্নীপতি সয়িদ তখন পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ-শরীফ পাঠ করিতে-ছিলেন। ওমর কোরাণের উচ্চভাবপূর্ণ বাক্যলহরী শ্রবণ করিয়া

মুগ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই সময় চল্লিশ জন মাত্র ব্যক্তি পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে মহা তেজস্বী বীর পুরুষ ইস্লামের প্রধান শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, যাঁহার প্রচণ্ড তরবারি মুষ্টিমেয় মণ্ডলীর ধ্বংসসাধনে উত্তেজিত হইয়াছিল; সেই বীরবর এক্ষণে ইসলামের দাসত্বে, সেই তীক্ষ্ণধার তরবারি এক্ষণে তাহার রক্ষায় নিয়োজিত হইল। মুসলমানেরা এতদিন দুর্দ্দান্ত কোরেশগণের নির্য্যাতন ভয়ে অতি গোপনে ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু নির্ভীক ওমর প্রকাশ্যভাবে পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিলেন। তাঁহার সাহস ও বিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া মুসলমানগণ সর্ব্ব প্রথম পবিত্র কাবা মন্দিরে প্রকাশ্য উপাসনা করিতে সক্ষম হইলেন।

যখন দিন দিন কোরেশগণের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যখন মুসলমানগণের পক্ষে গৃহের বাহির হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল; তখন তাঁহারা গোপনে মদিনায় পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওমরের বীর হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত সেরূপ দুর্ব্বলতার আবির্ভাব হইল না। তিনি কটিদেশে সুতীক্ষ্ণ করবাল ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বীরের ন্যায় মদিনা যাত্রা করিলেন। একটি মাত্র বিপক্ষ প্রাণী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইল না।

ত্রয়োদশ হিজরীর ২২শে জমাদিওস্সানি (৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট) তারিখে হজরত আবু বকরের লোকান্তরের পর হজরত ওমর সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এতদিন তিনি ইস্লামের একজন প্রধান ব্যক্তি ও বিচারক ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সমগ্র মণ্ডলীর ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। তিনি প্রথমে আরব দেশে সুশাসন ও শান্তি স্থাপন করিলেন। খলিফা আবু বকরের সময়

মুসলমানদিগের সহিত পারস্য সম্রাটের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। সম্রাট আরবদিগকে চাল্‌ডিয়া হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রবল একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ওমর প্রসিদ্ধ সেনাপতি আবু ওবেদ ও মসান্নাকে পারসিকদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। আবু ওবেদ প্রধান সেনাপতির পদে বরিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতায় আরব সৈন্য প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইল। আবু ওবেদ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইউফ্রেটিস্ নদীর পশ্চিম তীরে বুয়াইব নামক স্থানে আবার ভীষণ যুদ্ধ হইল। এবার পারসিকগণ বিজয়শ্রীর অধিকারী হইতে পারিল না। তাহারা পরাজিত ও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। মুসলমানেরা চাল্‌ডিয়া অধিকার করিয়া হিরা নগরে প্রবেশ করিলেন। পারস্যের নবীন ভূপতি অতুল উৎসাহী ইয়েজ্‌দ জার্দ উদীয়মান মুসলমান-শক্তির উচ্ছেদবাসনায় এক লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মসান্না অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া এই বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। তিনি মরু প্রান্তরের নিকট শিবির স্থাপন করিয়া সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ওমরের আদেশে সাদ তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই দুরন্ত জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

সাদ এক্ষণে ত্রিশ সহস্র আরব সৈন্য লইয়া পারসিকদিগের সম্মুখীন হইলেন এবং পঞ্চদশ হিজরীর মোহাররম্ মাসে প্রসিদ্ধ কাদেসিয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে বিষমরূপে পরাজিত করিলেন। চাল্‌ডিয়া ও মেসোপটা-মিয়া প্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত মোস্‌লেম-পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন হইল। তৎপর তিনি নগরের পর নগর অধিকার করিতে করিতে চালডিয়ার রাজধানী মাদাইন অধিকার করিলেন। ষোড়শ হিজরীর সফর মাসে

মাদাইন অধিকৃত হইল। ৬৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রসিদ্ধ জলুলা যুদ্ধে মহাবীর সাদ আবার পারসিকদিগকে পরাজিত করিলেন। যখন জলুলা ও মাদাইনের লুণ্ঠিত বিপুল বিলাসসামগ্রী মদিনায় প্রেরিত হইল, খলিফা ওমর তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। পারিষদগণ কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,—"এই সমস্ত লুণ্ঠিত বিলাস দ্রব্যের মধ্যে মুসলমানগণের ভবিষ্যৎ পতনের বীজ লুক্কাইত রহিয়াছে।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিফলিত হইয়াছিল। মরুবাসী বিলাসশূন্য সবল ও কষ্টসহিষ্ণু আরব সন্তানগণ যখন সমৃদ্ধিশালী পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তখন বিজিতগণের বিলাসিতা সংক্রামক হইয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল।

যখন মুসলমানেরা হলওয়ান অধিকার করিলেন, তখন পারস্যরাজ সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। পারস্যের পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতমালা উভয় সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইল। পারস্য উপসাগরের উত্তরস্থ প্রদেশ পূর্ব্বদিকে পর্ব্বত পর্য্যন্ত আরবদিগের অধিকারভুক্ত হইল। খলিফা সৈন্যদিগকে এই নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিলেন। হজরত ওমর নববিজিত প্রদেশের শাসন-শৃঙ্খলা ও উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। হজরত আলীর পরামর্শানুসারে জরিপ-কার্য্য আরম্ভ হইল। কৃষকগণের করভার হ্রাস ও তাহাদিগকে ভূমির স্থায়ী অধিকার প্রদত্ত হইল। প্রধান প্রধান জমীদারদিগের রাজস্ব নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত হইল। ওমর কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য খাল খনন ও আবশ্যক মত কৃষকদিগকে তকাবি * দানের ব্যবস্থা করিলেন। ভূমি বিক্রয়-প্রথা রহিত হইল। পারস্যরাজের খাস মহাল, মৃগয়া-অরণ্য প্রভৃতির আয় আরব ঔপনিবেশিকদের মধ্যে বিতরিত হইতে লাগিল।

---

* কৃষিকার্য্যের উন্নতি জন্য ঋণ দেওয়ার নাম তকাবি।

পারস্যরাজ ইয়েজ্‌দজার্দ আরবগণের নিকট পরাজিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি স্বীয় প্রণষ্ট গৌরব ও হস্তচ্যুত প্রদেশ-সমূহ উদ্ধারের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। পারসিকগণ মধ্যে মধ্যে আরব অধিকার আক্রমণ করিতে লাগিল এবং বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিল। মেসোপটামিয়াবাসী আরবেরা তদ্দর্শনে ভীত হইয়া খলিফার নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। খলিফা অনুসন্ধান করিয়া যখন বুঝিলেন, মুসলমানেরা বিজিত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি-গণের প্রতি অত্যাচার অথবা রাজ্যের সীমাবৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই বরং পারস্যরাজ সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন; তখন তিনি সীমান্ত প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি নোমান আরব সৈন্যের নেতৃত্বভার প্রাপ্ত হইলেন। এলবার্জ পর্ব্বতের পাদদেশে নেহাওয়ান্দ নামক স্থানে ৬৪২ খৃষ্টাব্দে ভীষণ যুদ্ধ হইল। পারসিকগণ সংখ্যায় আরবদিগের ছয় গুণ ছিল। তথাপি তাহারা বিজয়-গৌরব অধিকার করিতে পারিল না। পারস্য দেশ মুসলমান রাজ্যভুক্ত হইল। মেসোপটামিয়ার ন্যায় খলিফা সেখানেও সুশাসন প্রচলন ও শিল্প কৃষির উন্নতিবিধান করিলেন। প্রজাগণকে ধর্ম্ম ও মতসম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইল। কেবল ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজা (জিম্মি)-দিগকে যুদ্ধকার্য্যের পরিবর্ত্তে মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কর প্রদান করিতে হইত।

হজরত আবুবকর জীবিত থাকিতেই রোমানদিগের সহিত আরব-গণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। আবু ওবেদা, আমর, এজিদ ও সারাবিলের অধীনে পঁয়ত্রিশ সহস্র মুসলমান শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। হজরত আবুবকরের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে হজরত ওমর খলিফা পদে নিযুক্ত হইলে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস্‌ দুই

লক্ষ চল্লিশ সহস্র সৈন্যসহ এরমুক নাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর তটে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট এই ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হয়। কিন্তু রোমানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। সমগ্র দক্ষিণ সিরিয়া ইস্‌লাম-পতাকা-শোভিত হইল।

হজরত ওমর জ্ঞানী ও বিচক্ষণ আবু ওবেদাকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন; খালেদ তাঁহার সহকারী নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহারা অত্যল্প আয়াসে দামস্কস্, হেমৃস, হামা, কিনিস্‌রিন, আলেপ্পো, আন্টি-ওক প্রভৃতি নগর অধিকার করিলেন। আমর পালেষ্টাইন প্রদেশের অনেক স্থান অধিকার করিলেন। তৎপরে অজ্‌নাদিনের প্রসিদ্ধ সমরে রোমান শাসনকর্ত্তা আর্টাবিন মুসলমানদিগের হস্তে পরাজিত হইলেন। তিনি অল্প মাত্র সহচর সহ জেরুসালেম নগরে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। জাফা, নেবনাস্, আস্‌কালন, গাজা, রামলেহ্, একার, বৈরুতাস্, সিদন, লেওডিসিয়া, আপামিয়া এবং গাবুলা নগর মুসলমান-দিগের হস্তগত হইল। তাঁহারা এক্ষণ পবিত্র নগর জেরুসালেম অবরোধ করিলেন।

খৃষ্টানগণ বিপুল বিক্রমে পবিত্র নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অতীত হইল,—তাঁহারা মুসলমান-দের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা হীনবল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ মুসলমান সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন, খলিফা স্বয়ং উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পবিত্র নগর তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। আবুওবেদা খলিফার নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিয়া তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করিলেন। খলিফা জেরুসালেম যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি একজন মাত্র অনুচরসহ

যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরিধানে সামান্য খের্কা, খাদ্যের জন্য শুষ্ক রুটি ও খোর্মা ছিল। ক্ষুধার সময় অনুচরসহ একই পাত্রে তিনি সেই আহারীয় ভোজন করিতেন।

হজরত ওমর জেরুসালেমের নিকটবর্ত্তী হইলে, মুসলমান সেনানায়কগণ যথোচিত অভ্যর্থনাসহকারে তাঁহাকে শিবিরে লইয়া গেলেন। অনবরত সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। খৃষ্টান ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। খলিফার জেরু-সালেম প্রবেশের সময় নির্দ্ধারিত হইল। যথাসময় তিনি স্বাভাবিক বেশ ভূষা পরিধান করিয়া গমনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মুসলমান সেনা-নায়কগণ তাঁহাকে সেইরূপ সামান্যভাবে গমন করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের একান্ত অনুরোধে তিনি উত্তম পরিচ্ছদ পরি-ধানপূর্ব্বক সুদৃশ্য বেগবান তুরঙ্গমে আরোহণ করিলেন। অশ্ব তাঁহাকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল মাত্র অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় থাকিয়া সেনাপতিদিগকে বলিলেন,—"দেখ, এই সুসজ্জিত অশ্ব ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ আমাকে বিলাসী ও অহঙ্কারী করিয়া তুলিতেছে।" এই বলিয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বকীয় জীর্ণ খের্কা পরিধান করিলেন এবং উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া পবিত্র নগরাভিমুখে অগ্রসর হই-লেন। জেরুসালেমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সফ্রনিয়াস্ ও সম্ভ্রান্তবর্গ ভুবন-বিজয়ী মুসলমানগণের নেতার জন্য নগর বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। তাঁহারা প্রবল প্রতাপান্বিত হজরত ওমরের বেশভূষা ও সরলতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণ করিলেন। বিনা রক্তপাতে পবিত্র নগর অধিকৃত হইল।

আর্ম্মেনিয়ান ও কুর্দ্দ জাতি সময় সময় মুসলমান-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করিত। তাহাদিগের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরিত হইল

এবং উক্ত প্রদেশদ্বয় মুসলমানগণ অধিকার করিলেন। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বসন্তের প্রারম্ভে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস পুনরায় বিপুলবাহিনীসহ সিরিয়া প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। নগরের পর নগর তাঁহার অধিকৃত হইতে লাগিল। পরিশেষে মুসলমানদিগের সহিত রোমানদের একটি ভীষণ সংগ্রাম হইল। রোমানগণ সংখ্যায় মুসলমানদিগের বিংশতি গুণ অধিক ছিলেন, তথাপি তাঁহারা পরাজিত হইলেন। সিরিয়া প্রদেশ আবার আরবদিগের অধীনতা স্বীকার করিল। কেবল মাত্র সেসারিয়া নগর অনেক দিন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। অপর দিকে নবীন সেনাপতি আইয়াজ সমগ্র সিলিসিয়া প্রদেশ অধিকার করিলেন এবং কৃষ্ণসাগরের তীর পর্য্যন্ত মোস্‌লেম বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন।

এই সময় খলিফা আরবদিগকে জলযুদ্ধে পারদর্শী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং একটি প্রবল আরবীয় নৌসেনা বিভাগ গঠন করিলেন। আরবেরা রোমান নাবিকদিগকে হেলেসপন্টে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত হইল। রোমানগণ মিসর হইতে কয়েকবার সিরিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। খলিফা ওমর চারি সহস্র মাত্র সৈন্যসহ বীরবর আমরকে মিসরে প্রেরণ করিলেন। রোমানগণ প্রসিদ্ধ আলেক্‌জান্দ্রিয়া দুর্গে আশ্রয় লইলেন। দীর্ঘকাল অবরোধের পর উক্ত নগর মুসলমানদের হস্তগত হইল। দক্ষিণে আবিসিনিয়া ও পশ্চিমে লিবিয়া পর্য্যন্ত সমগ্র মিসর মুসলমানগণ অধিকার করিলেন। ওমরের আদেশে অন্যান্য দেশের ন্যায় মিসরেও কৃষিকুলের উন্নতি ও ভূমির উর্ব্বরতা শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা হইতে লাগিল। কৃষকগণের প্রতি ভূমির স্বামীত্ব প্রদত্ত হইল। পুরাতন খাল সমূহের জীর্ণ সংস্কার হইল। ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্ত্তী বহু

প্রাচীন খাল খনন করা হইল। কপ্টস্ নামে অভিহিত মিসরের খৃষ্টান-গণের প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহার প্রদর্শিত হইতে লাগিল। এই সময় মিসরের পশ্চিম প্রান্ত নিবাসী জাতিসমূহের সহিত মুসলমানদের বিরোধ উপস্থিত হইল। আমর বার্কা পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিলেন।

অষ্টাদশ হিজরীতে উত্তর আরব ও সিরিয়া প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। বিপন্নগণের করুণ আর্ত্তনাদে বৃদ্ধ খলিফা ওমর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সিরিয়া প্রদেশে গমন করিয়া লোকের দুঃখ কষ্ট নিবারণ জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়োজিত হই-লেন। ফিরোজ (ডাক নাম—আবুলুলু) নামক একজন খৃষ্টান ক্রীতদাস একদা হজরত ওমরের নিকট তাহার প্রভু মগয়রার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল এবং তাঁহার বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। সে জলন্ত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। হিজরী ২৩ অব্দের ২৭শে জেলহজ্জ বুধবার যখন হজরত ওমর প্রত্যূষে মসজেদে ফজর নামাজ পড়িতেছিলেন ; তখন অকস্মাৎ আবুলুলু দৌড়িয়া আসিয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা তাঁহার দেহে ছয়টী গুরুতর আঘাত করিল এবং সেই অস্ত্র দ্বারা স্বীয় কণ্ঠচ্ছেদন করতঃ মৃত্যু মুখে পতিত হইল। পর দিন বৃহস্পতিবার ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হজরত ওমর নশ্বর মানব দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে গমন করিলেন। তিনি ৩৩ বৎসর বয়সে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যখন হজরত ওমরের জীবনের কোন আশা ছিল না, তখন প্রধান-

বর্গ তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ আব্দুল্লাকে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন ওমর বলিলেন,—"আমি আমার পরিবারস্থ কাহাকেও এই গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ উচ্চ পদে নির্ব্বাচন করিতে ইচ্ছা করি না, তাহা হইলে আল্লাহের নিকট আমি লজ্জিত হইব।" পরে তিনি খলিফা পদের উপযুক্ত ছয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন,—তাঁহারা,—ওসমান, আলী, সাদ, তলহা, জোবেয়ার ও আব্দুর-রহমান এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনকে খলিফা মনোনীত করিতে বলেন। তিনি শাসন সম্পর্কীয় গুরুতর বিষয় মীমাংসার জন্য হজরত মোহাম্মদের পঞ্চাশ জন প্রধান সহচরকে লইয়া একটী মন্ত্রণা সভা গঠন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

হজরত ওমর দশ বৎসর ছয় মাস চারি দিন খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আকস্মিক পরলোক গমনে উদীয়মান মুসলমান শক্তির বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। তিনি দুর্দ্দমনীয় আরবগণের নেতৃত্ব করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব, তেজস্বিতা, দৃঢ়তা ও ন্যায়-পরতা দেখিয়া ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র সকলেই তাঁহাকে ভয় করিতেন। তাঁহার গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা, তীব্র বৈরাগ্য ও বালকের ন্যায় সরলতা সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ওমরের জীবন উচ্চ আদর্শে পূর্ণ; তিনি সংসারে থাকিয়া ও যোগী, বিপুল সাম্রাজ্য ও প্রভূত ক্ষমতার অধীশ্বর হইয়াও বিলাস ব্যসনশূন্য ফকীর ছিলেন। যখন আরবের মরু প্রান্তরে এক নব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিয়া জগতের লোক তাহার বিনাশ সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। যখন অতুল শক্তিসম্পন্ন খৃষ্টবাদী রোমান সম্রাট ও মিশরাধিপতি এবং অগ্নিপূজক পারস্যরাজ মুষ্টিমেয় আরবের ধ্বংশের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন; তখন ওমরের বীরত্ব ও বিচক্ষণতা

তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তিনি আরবগণের অন্তঃ-করণে এক বৈদ্যুতিক-শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

হজরত ওমরের বিলাস শূন্যতা ও সরলতা অতুলনীয়। রাহাতোল কলুব গ্রন্থে উল্লেখ আছে, একদা রোমান সম্রাট তাঁহার প্রভূ-শক্তি ও ক্ষমতা অবগত হইবার নিমিত্ত কতিপয় গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মদিনায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ওমর তাঁহার খের্কা শেলাই করিতেছেন। তখন দূতগণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মওলানা রোমে উক্ত হইয়াছে, একবার রোমের দূত মদিনায় উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন, খলিফার কোন প্রাসাদ নাই; উচ্চ জীবনই তাঁহার প্রাসাদ। তিনি এক তরুচ্ছায়াতলে ওমরকে নিদ্রিতাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দূত ইসলাম জগতের অদ্বিতীয় অধিপতির এইরূপ বিলাস শূন্যতা নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন; তিনি ওমরের সহিত আধ্যাত্মিক আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ওমরের সার্দ্ধদশ বৎসর শাসনকালে মুসলমান শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল। এই অল্প সময় মধ্যে আরবগণ পৃথিবীর তাৎকালিক প্রধান দুই রাজ-শক্তি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ও মিসর-দেশ ইসলাম পতাকাভুক্ত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ওমরের সময় ছত্রিশ সহস্র নগর ও জনপদ ইসলাম রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সম্মিলন হজরত ওমরের জীবন মধুর করিয়াছিল। তিনি নব বল দৃপ্ত মোসলেম মণ্ডলীর নেতৃত্ব পদে নির্ব্বাচিত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও অহঙ্কার প্রকাশ অথবা ভোগ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করেন নাই। সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায় নিষ্কামযোগী প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি সংসারী, অথচ নির্লিপ্ত! সংসারের প্রলোভন

তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি আদর্শনেতা, আদর্শ বীর পুরুষ, আদর্শ বিচারক ও আদর্শ মহাপুরুষ! তাঁহার মহান আদর্শে অনুপ্রানিত হইয়া মরুবাসী আরবগণ দশ বৎসরের মধ্যে জগতে শৌর্য্য-বীর্য্য জ্ঞান গরিমার অপূর্ব্ব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন।





সার্ সৈয়দ আহমদ।

সৈয়দ আহমদ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর দিল্লীনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃ মাতৃ উভয় কুল সম্ভ্রান্ত এবং মোগলরাজত্ব কালে বিশেষ গণ্যমাণ্য ছিলেন। তাঁহার পিতামহ, সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের অধীনে পাঁচ শত অশ্বারোহী ও সহস্র পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। পিতা সৈয়দ মোহাম্মদ তকি একজন সংসার বিরাগী সাধু পুরুষ, সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তিনি বাদশাহের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সৈয়দ আহমদের মাতামহ একজন প্রতিভাশালী রাজনৈতিক পুরুষ, সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁহাকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বাল্য কালেই সৈয়দ আহমদের প্রতিভা ও তেজস্বিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার মাতা সুশিক্ষিতা মহিলা, সৈয়দ আহমদ মাতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম উনবিংশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বিদ্যাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া সংসার ভার গ্রহণ করিতে হইল। এ পর্য্যন্ত তিনি ইংরাজী শিক্ষা করেন নাই। তিনি ইংরাজ কোম্পানীর অধীনে দিল্লীর সদর আফিসে ফৌজদারী বিভাগের সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে এই কার্য্য গ্রহণ করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ তৎকালে ইংরাজের অধীনে চাকরি করা এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা সম্ভ্রান্ত

মুসলমান সমাজে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় ছিল। স্বাধীন প্রকৃতি সৈয়দ আহমদ আত্মীয়গণের নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি আগ্রহের সহিত উদীয়মান ইংরাজের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আগ্রা বিভাগের কমিশনরের আফিসে নায়েবমুন্‌শীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। কমিশনর হামিল্টন সাহেব তরুণ বয়স্ক সৈয়দের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য্য তৎপরতা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুপারিস অনুসারে সৈয়দ আহমদ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফতেপুর সিক্রির সব জজ পদে উন্নীত হইলেন। তৎপর তিনি দিল্লী ও রোহটকে কার্য্য করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিজনৌরে বদলি হইয়াছিলেন। এই সময় সিপাহী বিদ্রোহের প্রবল আন্দোলনে ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইল।

ইহার কিছু পূর্ব্বে হইতে সৈয়দ আহমদ সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ "আইনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা" (Transcript & Analysis of the Regulations) পাঠে সার রবার্ট হামিল্টন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "দিল্লীর ধ্বংশাবশেষের পুরাতত্ব" (Archaeological History of the Ruins of Delhi) নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহাতে ১৪০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর উত্থান, পতন, রাজপরিবর্ত্তন, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের ফরাসী ভাষার অনুবাদ পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের "রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী" সৈয়দ আহমদকে উক্ত সভার সভ্য পদে মনোনীত করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে বিজনৌরে প্রথম বিদ্রোহ উপস্থিত হইল; তখন সৈয়দ আহ্‌মদ তথাকার সবজজ। ভয় ব্যাকুল ইংরাজ নরনারী

ও বালক বালিকাগণ একটী গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্রোহিগণের দলপতি নওয়াব মাহমুদ খাঁ বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া সেই গৃহ অবরোধ করিলেন। ইংরাজগণের আত্মা শুকাইয়া গেল। তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর করাল ছায়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। সৈয়দ আহমদ তাঁহাদিগের এক মাত্র আশাস্থল। তিনি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া বিপন্ন ইংরাজগণকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু কৌশল ভিন্ন তাঁহাদিগের প্রাণ রক্ষার উপায় দেখিলেন না। তাঁহার অনেক চেষ্টায় বিদ্রোহী নওয়াব বিজনৌর জেলা পাইলে ইংরাজগণের প্রাণ রক্ষা করিবেন স্বীকার করিলেন। তাহাই স্থিরীকৃত হইল। কালেক্টর মিঃ সেক্সপিয়ার নওয়াবের হস্তে বিজনৌর সমর্পন করিলেন। তখন নওয়াব তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। বিংশতি জন ইংরাজ নরনারী ও বালক বালিকা মিরাটে প্রস্থান করিলেন। সৈয়দ আহমদ বিজনৌরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অল্পদিন মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত কতিপয় জমিদার সম্মিলিত হইয়া বিদ্রোহিগণকে পরাজিত করিলেন। সৈয়দ আহমদ আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত মিরাটের কমিশনরের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। স্পেশাল কমিশনর মিঃ ক্রাক্রেফ্‌ট উইলসন্ সাহেব তাঁহাকে বিজনৌরের শাসন ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচার করিয়া বিজনৌর শাসন করিতে লাগিলেন। ডিপুটী কালেক্টর মোহাম্মদ রহমত খাঁ এবং তহশীলদার মীর তোরাব আলী তাঁহার সহকারী নির্ব্বাচিত হইলেন।

এক মাস শান্তিতে অতিবাহিত হইবার পর বিদ্রোহিগণ আবার প্রবল পরাক্রমে বিজনৌর আক্রমণ করিল। সৈয়দ আহমদ অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া মিরাটে উপস্থিত হইলেন। পলায়নকালে তিনি বিদ্রোহী-

দিগের হস্তে দিল্লী পতনের সংবাদ পাইয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজেরা দিল্লী পুনরধিকার করিলেন। তখন সৈয়দ আহমদ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—চতুর্দ্দিক শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছে, তাঁহার গৃহ জনমানব শূন্য, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। তিনি অতি কষ্টে তাঁহার মাতার সন্ধান পাইলেন। এক বিশ্বাসী সহিসের গৃহে তাঁহার স্নেহময়ী জননী অনাহার ও অনশনে অবস্থিতি করিতেছিলেন; পরিবারস্থ আর সকলে বিদ্রোহিগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, সৈয়দ আহমদ মাতাকে লইয়া মিরাট গমন করিলেন। কিন্তু শোকতাপের প্রবল আঘাতে বৃদ্ধার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছিল; তিনি এক মাস পরে প্রাণাধিক পুত্রকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অমর লোকে চলিয়া গেলেন।

রোহিলখণ্ড সৈন্যদল সংগৃহীত হইলে সৈয়দ আহমদ মিঃ সেক্‌সপিয়ারের সঙ্গে রুরকি পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন; এবং আমসথ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি বিজনৌরে পূর্ব্ব কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মোরদাবাদে স্থানান্তরিত হইলেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টের যে অপরিসীম উপকার করিয়াছিলেন; আত্মীয় স্বজন বিষয় সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ইংরাজ নরনারীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; গবর্ণমেণ্টে সেই উপকারের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার নিজের ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনকাল পর্য্যন্ত মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি ও নানাবিধ উপহার প্রদান করিলেন। সদাশয় ইংরাজগণ এই মহোপকারী বন্ধুর উপকার ভুলিতে পারেন নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সার জন ষ্ট্রাচি বাহাদুর আলিগড়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তি অধিকতর সাহস ও বৃটিশ রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করেন নাই। আমি বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। *

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ "ভারতে বিদ্রোহের কারণ" নাম দিয়া উর্দ্দু ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক গবেষণা ও বিদ্রোহের হেতু যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি "ভারতের রাজভক্ত মুসলমান" নামে আর একখানি পুস্তিকা-প্রচার করিয়াছিলেন। মুসলমানগণকে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ বলিয়া ইংরাজদিগের মনে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, এই পুস্তকে তিনি তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

বিদ্রোহান্তে আবার দেশে শান্তির বাতাস বহিতে লাগিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ গাজীপুরে বদলি হইলেন। তাঁহার জীবন চরিত লেখক কর্ণেল গ্রাহাম তখন গাজীপুরে পুলিসের আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি সৈয়দের গুণে মুগ্ধ হইয়া অকৃত্রিম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা এই সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। ইংরাজী ভাষা জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ, সৈয়দ আহমদ স্বয়ং ভালরূপ ইংরাজী জানিতেন না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা-প্রচারের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তিনি ১৮৬৪

---

* "No man ever gave nobler proofs of conspicuous courage & loyalty to the British Government than were given by him (Syed Ahamed) in 1857, no language that I could use would be worthy of the devotion he showed"

Sir John Strachey on 11-12-1880.

খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি গাজীপুরে একটী বিজ্ঞান সভা স্থাপন করিলেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও চেষ্টায় এই সভা হইতে ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, শিল্প, কৃষি ও অর্থনীতি বিষয়ক বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তাঁহার উপদেশে ও জলন্ত বক্তৃতায় ইংরাজী শিক্ষার প্রতি লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুই মাস মধ্যে গাজীপুরে ভিক্টোরিয়া কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ আলীগড়ে স্থানান্তরিত হইলেন। বদায়ুনের শিক্ষা বিষয়িনী সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি আবেগময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে গবর্ণর জেনাবল লর্ড লরেন্স বাহাদুর শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টার জন্য তাঁহাকে একটী সোণার মেডেল ও মেকলের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছিলেন। ‡

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বেনারসে বদলি হইলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রেল সৈয়দ আহমদ তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার বন্দোবস্তের জন্য বিলাত যাত্রা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মাহমুদ বারিষ্টারি পাশ করিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ও দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ হামেদ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে সৈয়দ আহমদ লর্ড লরেন্স, ডিউক অব আরগাইল প্রমুখ উচ্চ পদস্থ ইংরাজগণের সহিত পরিচিত হন এবং ভারত প্রত্যাগত তাঁহার অনেক সাহেব বন্ধুর সাক্ষাৎ পান।

‡ Inscription on the medal—Presented by the Viceroy of India in public Durbar to Syed Ahamed, a loyal and valuable servant of the Queen, in recognition of his continueous & successful efforts to spread the light of literature & sceince among his countrymen Agra, 20th November 1866.

সকলেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তিনি সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন। তিনি বিলাতের অনেক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। কেম্‌ব্রিজের শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন; তাঁহার সন্তান-দ্বয়কে তথায় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের জন্য সেই প্রণালীতে একটী বিদ্যালয় স্থাপনের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি "মোহাম্মদের জীবনী সম্বন্ধে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড" প্রকাশ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাহা তিনি তুরস্কের সোলতান ও মিসরের খেদিবকে এক একখানি পত্র সহ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার সহিত ইসলামের কিরূপ সুন্দর সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে; তাহাই উক্ত পুস্তক ও পত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা, গ্রন্থ ও পত্রাবলী উদারতায় পূর্ণ। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, কিন্তু গোঁড়ামী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে সৈয়দ আহমদ স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া কাশীতে সব জজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। বিলাত ভ্রমণ দ্বারা তাঁহার উদার জ্ঞান পিপাসু অন্তঃকরণে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি গুরুতর দায়িত্ব পূর্ণ রাজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সমাজ সেবায় বিরত ছিলেন না। এই সময় তিনি "মুসলমান সমাজ-সংস্কারক" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদিগের যে কুসংস্কার ছিল, তাহা দূর করিবার জন্য তিনি ক্রমাগত তাহাতে লিখিতে লাগিলেন। নয় বৎসর যাবত তাঁহার সেই সকল জ্ঞান পূর্ণ প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়া মুসলমান সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে সামান্য লাঞ্ছনা ও

অপবাদ সহ্য করিতে হয় নাই। স্থিতি শীল মোল্লাগণ তাঁহাকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। কেহ তাঁহাকে বিধর্ম্মী, কেহ নাস্তিক, কেহ শয়তানের প্রতিনিধি বলিতে লাগিলেন। অনেকে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মক্কা শরীফের মৌলবিগণকে পর্য্যন্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা সৈয়দ আহমদকে কাফের প্রভৃতি জঘন্য আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার ধ্বংশের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কোন কোন দুরাত্মা বিনামী পত্র দ্বারা তাঁহার প্রাণবধের ভয় প্রদর্শন করিল। কিন্তু কর্ম্মবীর সৈয়দ আহমদ ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইলেন না। তিনি জানিতেন, সংসারে যাঁহারা মানব জাতির কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের উন্নতির চেষ্টা করেন, অধিকাংশ মানুষ তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিয়া থাকে। কিন্তু মহাত্মাগণ কখন তাহাতে ভীত হইয়া অভিষ্ট-সাধনে বিমুখ হন না। অদূর ভবিষ্যতে আবার সেই সকল অত্যাচারী ব্যক্তি অথবা তাহাদের বংশধরগণ সেই সকল মহাপুরুষের স্তুতিগানে সৌভাগ্য মনে করে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন হাণ্টার সাহেব মুসলমানদিগকে রাজভক্তি হীন উল্লেখে, "ভারতীয় মুসলমানগণ কি বিবেকানুসারে মহারাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে বাধ্য ?" (Our Indian Musalmans; Are they bound in conscience to rebel against the Queen?) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন; তখন সৈয়দ আহমদ যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রতিবাদে জেহাদ ও ওহাবি বিদ্রোহেরও প্রকৃত কারন বর্ণিত হইয়া ডাক্তার হাণ্টারের মত খণ্ডিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করার পর হইতে সৈয়দ আহমদ

তাঁহার অভিলষিত কলেজ স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ তিনি মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কতিপয় শিক্ষিত মুসলমানকে লইয়া একটী সমিতি গঠন করেন। কি কারণে মুসলমানগণ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে আপন আপন সন্তানগণকে আশানুরূপ প্রেরণ করেন না, কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্প বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইতে পারে, তাহাই এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল। সমিতি উক্ত বিষয়ে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য তিনটী পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রেল সমিতি এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া "মোহামেডান এঙ্গলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ ফণ্ড কমিটি" স্থাপন করিলেন। ইহাই প্রসিদ্ধ আলীগড় কলেজের ভিত্তি স্বরূপ।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে মে কলেজ খোলা হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী ১লা জুন হইতে প্রথমতঃ অল্প সংখ্যক ছাত্র লইয়া স্কুল বিভাগের কতিপয় শ্রেণীর পাঠের কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ পেন্‌সন লইয়া সরকারিকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি ৩৭ বৎসর অত্যন্ত প্রশংসা ও প্রতিপত্তির সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আলীগড়ে অবস্থিতি করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার জীবনের সমগ্র শক্তি কলেজের উন্নতির জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষাট বৎসর, তিনি অসাধারণ যত্নে জীবনে সুখ স্বচ্ছন্দতা ও মান সম্ভ্রম যথেষ্ঠ অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ এবং দ্বিতীয়পুত্র পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেডেণ্টের পদলাভ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় এই বৃদ্ধ বয়সে অনেকেই জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তি সুখে অতিবাহিত করিবার জন্য লালায়িত

হইতেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদ তখন স্বজাতির মঙ্গলের জন্য ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া বহির্গত হইলেন। তিনি ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শি ও শিখ সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। একদা তিনি হায়দরাবাদে গমন করিলে, তাঁহার জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন হয় কিন্তু সৈয়দ আহমদের অনুরোধে ভোজ স্থগিত হইয়া সেই অর্থ কলেজের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। দেশীয় রাজা ও নওয়াবগণ তাঁহাকে যথেষ্ঠ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সার উইলিয়মমুর, গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন প্রমুখ উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী তাঁহার সাধু উদ্যমে প্রীত হইয়া কলেজের পৃষ্ঠ পোষক হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যাঁহাদের জন্য বৃদ্ধ বয়সের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট তিনি অত্যল্প সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। বরং অধিকাংশ মুসলমান তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয়। মুসলমানগণের বাদশাহী খেয়াল তখন ছুটে নাই। আমীর ওমরাহ গণের সন্তান সন্ততি নিজ নিজ বাটীতে সামান্য রূপ শিক্ষা পাইত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা প্রায়ই লেখা পড়ার ধার ধারিত না, আমোদ প্রমোদে বৃথা সময় অতিবাহিত করিতে তাহারা লজ্জা বোধ করিত না। বীরত্বের একটা ফাঁকা গর্ব্ব তাহাদের মধ্যে তখনও বিদ্যমান ছিল, সেই বৃথা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া তাহারা লেখা পড়া অপেক্ষা তরবারি অধিক পছন্দ করিত। গবর্ণমেন্ট স্কুল পাঠশালায় লোকে ছেলে পাঠাইতে আপত্তি করিত, কারণ তাহাদিগের ধারণা ছিল, ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণকে লোকে পাদরি বলিয়া ঘৃণা করিত।

হিন্দুদিগের অবস্থাও অধিক উন্নত ছিল না। যাঁহারা সরকারি বিদ্যালয়ে সন্তান প্রেরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে সমাজ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং সৈয়দ আহমদকে কিরূপ অসুবিধা ও প্রতিকুলতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মৌলবী মোল্লাগণ চিরকাল স্থিতিশীল, তাঁহারা সৈয়দ আহমদের নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন; সৈয়দ আহমদ—কাফের, মরদুদ, মানাউল. শয়তান, প্রভৃতি এক নিশ্বাসে তাঁহার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেন। সেই কাফেরের প্রতিষ্ঠিত কাফেরি বিদ্যালয়! সেখানে ছেলে পাঠাইলে নিশ্চয় সে কাফের হইবে! দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সকল উন্নতি বিরোধী স্থিতিশীল ধর্ম্মান্ধগণের মত দ্বারাই দেশের জন সাধারণ পরিচালিত। অতএব সৈয়দ আহমদকে ঘোর প্রতিকুলতার মধ্যে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই কর্ম্মবীর ক্ষণ কালের নিমিত্ত বিচলিত হন নাই।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বড় লাট লর্ড লিটন বাহাদুর সৈয়দ আহমদকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি লর্ড রিপন বাহাদুর কর্ত্তৃক দ্বিতীয় বার উক্ত সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে সকল বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "দাক্ষিণাত্যের কৃষকগণের সাহায্য সম্বন্ধে বিল" (The Dekhan Agreculturists Relief bill) এবং "বাধ্য করিয়া টীকা দেওয়া," (Compulsory Vaccination) বিষয়ক বক্তৃতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি বড়লাট সভার সদস্য থাকা কালে প্রসিদ্ধ শিক্ষা কমিশন স্থাপিত হইয়াছিল। সৈয়দ আহমদ ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র সৈয়দ মাহমুদ উক্ত কমিশনের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কমিশনে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষা বিষয়ক অভিজ্ঞতা

ও উদারতায় পরিপূর্ণ। সৈয়দ আহমদ ভারতের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ সার সালার জঙ্গের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সার সালার জঙ্গ আলীগড়ে আগমন করিয়া কলেজ পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় সৈয়দ আহমদ হায়দরাবাদ হইতে অনেক অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনেকদিন হইল সৈয়দ আহমদ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার সাধনা বৃক্ষ ক্রমে ফল পুষ্পে অধিকতর সুশোভিত হইতেছে। তিনি বৃদ্ধ বয়সের সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতির উন্নতি জন্য যে অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছেন, কত বাধা বিঘ্ন পদ দলিত করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে। আলিগড় কলেজ ভারতীয় মুসলমানের গৌরবের বিষয়। যতদিন আলীগড় কলেজ বিদ্যমান থাকিবে; ততদিন সৈয়দ আহমদের নাম বিলুপ্ত হইবে না।



হাজী মোহাম্মদ মোহসেন

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়াছে; অষ্টাদশ শতাব্দী জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্ব সংসারে পদার্পন করিয়াছে। ভারতবর্ষে প্রবল প্রতাপ মুসলমান-শাসন-দণ্ড সায়াহ্ন কালীন তপনের ন্যায় ক্রমশঃ হীন প্রভা ধারণ করিতেছে। দস্যু প্রকৃতি মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত হইয়াছে। দেশ অরাজকতা পূর্ণ, মুসলমানগণ প্রতিদিন শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি হীন হইয়া অবনতি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন। বঙ্গীয় মুসলমানগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। এই দুঃসময়ে হুগলী নগরে একজন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া সজাতির উন্নতি জন্য বিপুল সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পুণ্যময় জীবনী সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

আগাহাজীফয়জুল্লা একজন পারস্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তিনি ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং হুগলীর প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য আগা মোহাম্মদ মোতাহেরের মৃত্যুর পর তদীয় রূপ লাবন্যবতী যুবতী বিধবা পত্নী জয়নাব খানমের পাণি গ্রহণ করিয়া বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। হিজরী ১১৪৩ অব্দে (১৭২৫ খৃষ্টাব্দে)

আগাহাজী ফয়জুল্লার ঔরসে জয়নাব খানমের গর্ভে হুগলীনগরে মোহাম্মদ মোহসেন গ্রহণ করেন।

বালক মোহসেন বৈপিত্রেয়া ভগ্নী মরিয়মের সহিত পরমসুখে বাল্যজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন সিরাজী নামক একজন বহুদর্শী শিক্ষক তাঁহাদিগের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিন মধ্যে মোহসেন আরবি ও পারসি ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিলেন। সিরাজী নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌতুহলপূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মোহসেনের অন্তঃকরণে দেশ ভ্রমণ বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল।

মোহসেন ক্রমে বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন; তাঁহার অনিন্দ্যরূপলাবণ্যে যৌবনসুলভ মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিল। শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মানসিক সৌন্দর্য্য অধিকতর বিকসিত হইল। যৌবন কালোচিত অহঙ্কার দাম্ভিকতা প্রভৃতি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি পবিত্রতার সহিত যৌবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার পরিণয়ের প্রস্তাব উঠিল। কিন্তু বাল্যকাল হইতে যে অদম্য জ্ঞানপিপাসা ও দেশপর্য্যটন বাসনা তাঁহার অন্তঃকরণে বদ্ধমুল হইতেছিল, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে, অতএব মোহসেন বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন।

মোহম্মদ মোহসেন অধিকতর জ্ঞানালোচনার আশায় বঙ্গের রাজধানী মোরশেদাবাদ নগরে গমন করিলেন এবং তথায় নানাদেশাগত বিদ্বম্মণ্ডলীর নিকট বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণ গরিমার কথা নওয়াবের কর্ণগোচর হইল। নওয়াব তাঁহাকে নিজসন্নিধানে আহ্বানপূর্ব্বক একটি সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিলেন।

মোহাম্মদ মোহসেন কয়েক বৎসর যাবত প্রশংসার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তাঁহার আশৈশব-পোষিত-পর্য্যটন-বাসনা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় তাঁহার জনক জননী জীবিত ছিলেন কি না, জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মরিয়মথানমের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না, তিনি কনিষ্ঠকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি ক্ষুণাক্ষরে জানিতে পারিলে, মোহসেনের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, অতএব মোহসেন গোপনে মোরশেদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া বিপদশঙ্কুল দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন।

তখন এতদ্দেশে বাষ্পীয়যানের প্রচার হয় নাই এবং দস্যু তস্করাদির ভয় ও অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্ভীকহৃদয় মোহাম্মদ মোহসেনের অন্তঃকরণে অনুমাত্র ভয়েরসঞ্চার হইল না। তিনি অটল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, অর্ণবযানে আরোহণ-করতঃ উত্তাল তরঙ্গময় বারিধিবক্ষঃ উত্তীর্ণ হইয়া আরবদেশে উপস্থিত হইলেন এবং হজ্জব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। এই সময় ভয়াবহ মরুপ্রান্তরবর্ত্তী কারবলাভূমি দর্শন বাসনা তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি মক্কাশরীফ হইতে কারবলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইউফ্রেটিস নদীর তটে প্রকৃতির অতি কঠোরস্থানে কারবলা প্রান্তর অবস্থিত, ইহার চতুর্দ্দিকে দিগন্ত প্রসারিত মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। মোহাম্মদ মোহসেন উষ্ট্রে আরোহণকরতঃ গমন করিলেন। মস্তকের উপর সূর্য্যের প্রখর কিরণজাল, নিম্নে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত

বালুকা ও প্রস্তররাশি! বীর হৃদয় মোহসেন অবিচলিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একদা কতিপয় ভীষণ প্রকৃতি দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। তিনি অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া উদ্ধার পাইলেন, এবং এরাক প্রদেশের একটি ভজনালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় জনৈক সদাশয় ভদ্রব্যক্তি তাঁহার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন। মোহসেন তাঁহার আতিথেয়তা ও অনুগ্রহে মুগ্ধ হইয়া কতিপয় বৎসর তথায় অবস্থিতি করিলেন এবং আরবিসাহিত্য ও আরবসমাজের আচার ব্যবহার সুন্দররূপে শিক্ষা করিলেন।

মোহসেন এরাক হইতে পারস্য দেশে গমন করিলেন এবং তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মভূমি প্রসিদ্ধ নগর ইস্পাহানে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে অনেক দিন অবস্থান করিয়া তিনি অধিবাসিগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার গুণের সৌরভ আরব, এরাক ও পারস্য দেশে বিকীর্ণ হইল। তিনি প্রকৃতির শান্তিনিকুঞ্জ খোরাসানে গমন করিয়া তাপসগণের সমাধিমন্দির ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

এই সময় কতিপয় পারস্যদেশীয় বণিক ভারতবর্ষে আগমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মোহাম্মদ মোহসেন তাঁহাদিগের সঙ্গে বহুকালের পর জন্মভূমি দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলেন। দেখিতে দেখিতে ত্রিশ বৎসর অনন্তকালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। জগতে কত কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যুবক মোহসেন গৃহ হইতে দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন; এক্ষণ বৃদ্ধ মোহসেন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি হুগলীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—তাঁহার স্নেহময়ী ভগ্নী মরিয়ম খানম সংসারশ্মশানে একাকিনী শোকতাপপূর্ণ

জীবনের দিন গণনা করিতেছেন। তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া মরিয়ম্‌-খানমের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মোহসেনের হস্তে সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া নির্জ্জনে করুণাময় আল্লাহতালার আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন।

সন্ন্যাসী আবার সংসারী হইলেন। এ সংসার কিরূপ? স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবেষ্টিত-সংসার ইহা নহে। মোহসেন অবিবাহিত অবস্থায় যৌবন কর্ত্তন করিয়াছেন; এক্ষণও তিনি অবিবাহিত রহি-লেন। তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে, স্নেহময়ী ভগ্নী মরিয়মখানম্‌ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ভগ্নীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। প্রথমতঃ দুষ্টলোকের চক্রান্তে তাঁহাকে কিছু গোলযোগে পড়িতে হইয়াছিল কিন্তু তিনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে ও সত্যের প্রভাবে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি হইল; মোহাম্মদ মোহসেনও দয়ার ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। যেথানে দীনহীনের করুণ ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইত, সেইখানেই মোহসেনের সাহায্যের হস্ত প্রসারিত হইত। তিনি রাত্রিকালে ছদ্মবেশে দরিদ্রগণের কুটীরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতেন, সাধ্য মত তাহাদের সাহায্য করিতেন এবং কোন কোন ব্যক্তির আজীবন ভরণ-পোষণভার গ্রহণ করিতেন। এইরূপে তিনি প্রকাশ্যভাবে ও গোপনে কত বিপন্নের বিপদ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তিনি ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া-ছিলেন কিন্তু বিলাসিতা কাহাকে বলে জানিতেন না, অতি সামান্যভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি বিষয়মদগর্ব্বিত

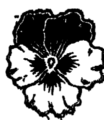
ধনশালী অপেক্ষা দরিদ্র সাধুগণের সংসর্গ অধিকতর ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার গৃহও ঈদৃশ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি স্বয়ং সামান্য আহারে তৃপ্তিলাভ করিতেন কিন্তু অতিথি আগন্তুকগণের জন্য তদীয় ভোজনাগার নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকিত।

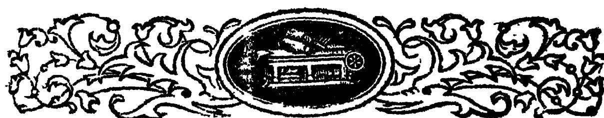
মোহাম্মদ মোহসেনের জীবন প্রধানতঃ ধর্ম্মালোচনা ও পরোপকার ব্রতে অতিবাহিত হইয়াছিল; কিন্তু শারীরিক উন্নতির প্রতিও তিনি অমনোযোগী ছিলেন না; তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করতঃ ফজরের নামাজ পড়িতেন এবং দুই তিন ক্রোশ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। তিনি অশ্বারোহণ ও তরবারি পরিচালনায় অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার আরবি হস্তাক্ষর মুক্তামালার ন্যায় সুন্দর ছিল এবং তিনি স্বহস্তে ৭২ খানি কোরাণ শরীফ লিখিয়াছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর হুগলীর আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে অকূল শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া মোহাম্মদ মোহসেন অমরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি তদীয় বিপুল সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ (ওয়াকুফ) করিয়াছিলেন সেই সম্পত্তির আয় দ্বারা উভয় বঙ্গের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা সমুহে সহস্র সহস্র দরিদ্র মুসলমান ছাত্র বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃলাভ করিতেছে। ধন্য মহাত্মা মোহসেন! কে বলে তুমি মরিয়াছ?*

---

* ইঁহার বিস্তৃত জীবনী জানিতে ইচ্ছা হইলে মৎ প্রণীত "মোহসেন চরিত" দেখুন।





আব্দুর রহমান (প্রথম)।

৭৫০ খৃষ্টাব্দে স্রোতস্বিনী জবের তীরে উম্মিয়া ও আব্বাস বংশীয়গণের মধ্যে যে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল; তাহাতে উম্মিয়া বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিজয়ী আব্বাস বংশের নেতা আব্দুল্লা-বিন-আলী পরাজিত শত্রুর প্রতি কণামাত্র করুণা-প্রদর্শন করিলেন না। তিনি কেবল নির্দ্দয়রূপে তাহাদিগকে হত্যা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, হতাবশিষ্ট আব্বাসবংশীয় পলাতকগণের পশ্চাতে গুপ্তচর ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে যথাতথা বধ করিতে লাগিলেন। হতভাগ্যগণ শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্য ও পর্ব্বতগুহায় পলায়ন করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। এই দুর্ভাগ্যগণের মধ্যে এক যুবক বার্ব্বার রাজ্যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম আব্দুর রহমান। আব্বাস বংশীয় খলিফা হিসামের পুত্র মাবিয়ার ঔরসে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি জবযুদ্ধের পর কিরূপে দুঃখ কষ্ট ও বিপদরাশির মধ্যে সিরিয়া হইতে সুদূর বার্ব্বার দেশে গমন করিয়াছিলেন; কিরূপে ভীষণ বিপদ ও মৃত্যুর করাল ব্যাদন হইতে নিজ জীবনরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে; উপন্যাসের কাহিনী বলিয়া অনুমান হয়।

এই অতুল অধ্যবসায়ী বীর যুবক অসভ্য বার্ব্বার রাজ্যে নিরাশ্রয়

অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে কতবার নিজ পূর্ব্ব সৌভাগ্য, প্রিয়তম জন্মভূমি, স্নেহ ভক্তিও ভালবাসার আধার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের কথা মনে করিতেন, কতবার নিকটবর্ত্তী সুখসমৃদ্ধিশালী স্পেন রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন, কত অতীতকাহিনীর মনোমুগ্ধকর চিত্র অকস্মাৎ তাঁহার মানসপটে উদিত হইত। প্রকৃতির এই মনোরম রাজ্য যে একদা তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ-গণের লীলা নিকেতন ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। আবার স্বয়ং ঐ দেশে একটি সাম্রাজ্যস্থাপনের বাসনা তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিত।

ক্রমে কল্পনা আশায়, আশা বিশ্বাসে, বিশ্বাসকার্য্যে পরিণত হইল। বীর যুবক বিশ্বাসী অনুচর প্রেরণপূর্ব্বক স্পেনবাসী সগোত্র ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন। তাহারা তাৎকালিক শাসন-শক্তির ঘোরতর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিল; সুতরাং প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সাহসী আব্দুররহমানকে আহ্বান করিল। ৭৫৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বীরপুরুষ স্পেন রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ইমেন আরবগণ দলে দলে তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আব্দুর রহমান এক বিপুলবাহিনী সংগ্রহ করিলেন। অবশেষে তিনি শাসনকর্ত্তা ইউসফের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে মাসারা নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। আব্দুর রহমান প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। শাসনকর্ত্তা বিস্তর ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া পরাজিত হইলেন। ১৪১ হিজরী অব্দে তিনি আর একবার স্বীয় অদৃষ্ট পরীক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু এবার শাসন-কর্ত্তা পরাজিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন। আব্দুর রহমান

স্পেনের সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

যে যুবক একদিন কপর্দ্দক সম্বলহীন অবস্থায় বার্ব্বারগণের অনুগ্রহে জীবনধারণ করিতেন, সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে যাঁহার মস্তক রক্ষা করিবার সামান্য পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত ছিল না, যাঁহার প্রাণ অন্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত, আজ সেই নিরাশ্রয় যুবক স্পেন দেশের অধিপতি! ধন্য আব্দুর রহমান, তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠা; ধন্য তোমার অধ্যবসায় ও অমানুষিক চেষ্টা।

আব্দুর রহমান এই অসাধারণ আয়াসলব্ধ রাজ্য শান্তিতে উপভোগ করিতে পারিলেন না। স্বাধীন প্রকৃতি আরবগণ ব্যক্তিগত প্রাধান্যকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত; বার্ব্বরগণ আরবদিগের এই প্রকৃতির অনুকরণ করিয়াছিল। উভয় জাতি স্পেন দেশকে বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত করিতে অভিলাষ করিত। আব্দুর রহমান যখন সুশাসন দ্বারা দেশ শান্তিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের তাহা মনঃপূত হইল না। তাঁহারা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসিরাজ পেপিন ও তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র সারল্‌ম্যান বিদ্রোহিগণকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কার্ডোভা অধিপতির অধীনস্থ শাসন কর্ত্তৃগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যে চেষ্টা করিতেছিলেন, এই উভয় রাজা তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলতঃ ফ্রাঙ্কিস্‌ রাজগণের উত্তেজনায় অধিকাংশ সময় বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। কিন্তু আব্দুর রহমানের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় তাঁহারা সফল মনোরথ হইতে পারিতেন না। তিনি দেশে শান্তিস্থাপন ও বিদ্রোহিতা নিবারণ জন্য অনেক সময় নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু দেশকাল পাত্র বিবেচনায় তাহা নিন্দনীয়

বিবেচিত হয় না। সুখের বিষয়,—বিদ্রোহী আরব দলপতিগণ একতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া সমবেত শক্তিদ্বারা রাজক্ষমতার বিলোপসাধনে প্রয়াস পান নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে কার্য্যকারিতা ক্ষমতার নিতান্ত অভাব ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে অধ্যবসায়ী আব্দুর রহমান বিদ্রোহিগণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া নিজরাজ্য শান্তিময় করিলেন। আরব সম্ভ্রান্তগণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। কিন্তু প্রথমে যেমন তিনি সর্ব্বসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, এক্ষণ আর তদ্রূপ রহিলেন না। পূর্ব্বে তিনি যথেচ্ছা একাকী গমনাগমন করিতেন, এক্ষণে দেহরক্ষক সৈন্য ভিন্ন কার্ডোভা নগরীর রাজপথেও ভ্রমণ করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা অতঃপর বেতনভূক সৈন্যের উপর নির্ভর করিত। যখন তিনি বিদ্রোহী সম্ভ্রান্তগণকে দমন করিতে নিয়োজিত ছিলেন, তখন স্পেনের মুসলমানগণ প্রতিবেশী খৃষ্টানদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেছিল। খৃষ্টানগণ তাহা-দিগের গ্রাম, নগর ও ক্ষেত্র সকল উৎসন্ন করিতেছিল, তাহাদিগকে হত ও বন্দীকৃত করিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিত। এই ঘোর অরাজকতা ও বিপ্লবের মধ্যে আরবদিগের অধিকৃত স্থানের উত্তরাংশ অনেক দূর পর্য্যন্ত হস্তচ্যুত হইয়াছিল। আল্‌ফন্সোর পুত্র ফ্রয়েলা লুগো অপর্টু্য, সালামান্‌কা, ক্যাস্‌টাইল, জামোরা ও সেগোভিয়া অধিকার করিয়াছিলেন।

৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আব্দর রহমানের জনৈক বিদ্রোহী সামন্ত পিরানিস্‌ পর্ব্বত মালা উত্তীর্ণ হইয়া ফরাসী সম্রাট সার্‌ল ম্যানের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে স্পেন আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিলেন। সম্রাট এই সুযোগে স্পেন দেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার বাসনায় বিপুল সৈন্যসহ অভিযান করিলেন এবং অতুল পরাক্রমে সমস্ত

বাধা বিঘ্ন তৃণবৎ পদদলিত করিয়া সারাগোসা নগরের সম্মুখে উপনীত হইলেন। হোসেনবিন্ ইয়াহিয়া অল্ আন্‌সারির প্রতি এই দুর্গের কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি ভীম পরাক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিলেন। ফ্রান্স অধিপতি সে আক্রমণ বেগ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি পরাজিত হইলেন। যে বিদ্রোহী আরবের উত্তেজনায় তিনি এই বিপদকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি সন্দেহ হইল। তিনি সেই আরবকে বন্দী করতঃ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন তিনি পিরানিস পর্ব্বত অতিক্রম করিতে ছিলেন, তখন রণসেস্ ভেলস গিরি শঙ্কটে সোলেমানের পুত্রদ্বয় মাতরুহ ও আইসান্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগের দেহ রক্ষক সৈন্যদল শত্রু কর্ত্তৃক খণ্ড বিখণ্ড হইল এবং কতিপয় উৎকৃষ্ট দেহ রক্ষক সৈন্য জীবন লীলা সম্বরণ করিল। ইহার পর সারলম্যান ও আব্দুর রহমাণের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল।

স্পেন দেশে আব্দুর রহমানের সর্ব্বতোময়ী প্রভুত্ব দৃঢ় রূপে স্থাপিত হইল। মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্র হইলেও মোটের উপর তিনি নব রাজ্য স্থাপনে ও তাহার শাসন বিষয়ে কৃত কার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ৩৩ বৎসর রাজত্ব করার পর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১৭৩ অব্দে) আব্দুর রহমান ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বিদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্র নিবারণ জন্য সময় সময় তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেও সাধারণতঃ তাঁহার অন্তঃকরণ কঠিন ছিল না। তিনি একজন বিদ্যানুরাগী নরপতি ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনল আথির বলেন—তিনি সবল, দীর্ঘ ও কৃশকায় ছিলেন; তনি সুশিক্ষিত, সুকবি, অধ্যবসায়ী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভবিষ্যদ্দর্শী, কর্ম্ম নিপুন, ও সদয় প্রকৃতি ছিলেন। শাসন দক্ষতা ও পরিশ্রম গুণে তিনি খলিফাকুলতিলক মনসুর সদৃশ। তাঁহার

রাজত্ব কালে কার্ডোভানগরী সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি ও প্রশস্তরাজোদ্যান সমূহে পরিশোভিত হইয়াছিল। তিনি এক প্রকাণ্ড মসজেদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার নির্ম্মাণ সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১৫৬ অব্দে) আববাস বংশীয় খলিফা মনসুরের নামে খোত্তবা পাঠ স্বরাজ্য মধ্যে রহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কখন আমিরোল মোমেনিন উপাধি ধারণ করেন নাই। তিনি কেবল মাত্র আমীর উপাধিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

বাবর।

বহুদিন হইল দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে। তাতারের অন্তর্গত ফারগণা (বর্ত্তমান কোকন) তন্মধ্যে একটি। ফারগণা প্রকৃতির ভীষণতার মধ্যে শান্তিনিকেতন, চতুর্দ্দিকে চির তুষারাচ্ছন্ন শৈলমালা গগন স্পর্শ করিতেছে, মধ্যে ফল শস্য পূর্ণ কারগণা রাজ্য। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে তৈমুরলঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ মির্জা ওমরশেখ ফারগণার শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন। তিনি ভারত বর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পিতা।

ফারগণার চতুর্দ্দিকে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে তৈমুর বংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সতত বিবাদানল প্রজ্বলিত থাকিত। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ওমর শেখের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা সোলতান আহম্মদ ও শ্যালক মোহাম্মদ খাঁ মিলিত হইয়া ফারগণা রাজ্য আক্রমণ করেন। এই আত্মীয় বিরোধে ওমর শেখ জীবনাহুতি প্রদান করিলেন।

বাবর তখন একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক, তাঁহার শৈশবের ধুলিখেলা ও আমোদ প্রমোদের মধুর কাল উত্তীর্ণ হয় নাই। সেই সময় তাঁহাকে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিতে হইল। চতুর্দ্দিকে বিপদের করাল মূর্ত্তি মুখব্যাদন করিয়া ফারগণা গ্রাস করিতে উদ্যত, দুই প্রবল শত্রু রাজ্যের দ্বার দেশে উপস্থিত। বালক শত্রুর গতি রোধে নিরাশ হইয়া সন্ধির চেষ্টাকরিলেন। আহম্মদ মির্জা ও মোহাম্মদ খাঁ উভয়ের সহিত তাঁহার রক্তের সম্বন্ধ, তিনি তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ ফারগণা শাসন করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের পাষাণ হৃদয় পিতৃহীন

ঘনিষ্ট আত্মীয় বালকের কাতরোক্তিতে বিচলিত হইল না। তাঁহারা প্রবল বেগে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বালক বাবর তখন অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া শত্রুর গতি প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইলেন। দৈব তাঁহার সহায় হইল। মির্জা আহম্মদের বহু সৈন্য পথিমধ্যে এক প্রবল স্রোতস্বিনীর তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাঁহার শিবিরে মহামারী উপস্থিত হইল, তখন তিনি বাবরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অপরদিকে মোহাম্মদ খাঁ ফারগণার রাজধানী আখসি অবরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু বাবরের পরাক্রমে দীর্ঘকালেও কিছু করিতে না পারিয়া ভগ্ন মনোরথে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ভীষণ বিপদের হস্ত হইতে ফারগণা আপাততঃ রক্ষা পাইল।

তৈমুরের রাজধানী সমর খন্দ অধিকারের বাসনা বাবরের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে বদ্ধ মুল হইয়াছিল। সিংহাসনারোহণের পর কয়েক বৎসর, ফারগণায় যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায়, তিনি সেই আশা চরিতার্থের আয়োজন করিতে পারেন নাই। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর, তখন তিনি সমরখন্দ অধিকার করিলেন। বহুদিনের অতৃপ্ত আশালতা ফলবতী হইল। কিন্তু বাবর অধিকদিন তাহা উপভোগ করিতে পারিলেন না, তাঁহার সাহস ও বীরত্বের অনুরূপ সৈন্যবল ও যুদ্ধোপকরণ ছিল না। সুতরাং দুই রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব হইল। তিনি সমর খন্দে অবস্থান কালে তম্বল নামক জনৈক বিশ্বাস ঘাতক সেনাপতি ফারগণা অধিকার করিলেন। বাবর যেমন তাড়াতাড়ি ফারগনা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, ওদিকে উজবেগগণ সুযোগ বুঝিয়া সমরখন্দ অধিকার করিয়া বসিল। এক সময়ে উভয় রাজ্য হারাইয়া তিনি বিষম বিপদে পতিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বীরহৃদয় বিচলিত

হইলনা। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে আবার ফারগণা অধিকার করিলেন।

সমর খন্দের প্রলোভন বাবরকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি ২৫০ জন মাত্র সাহসী যোদ্ধা লইয়া গোপনে সমরখন্দ অধিকারের জন্য যাত্রা করিলেন। একদা গভীর নিশীথকালের নিস্তব্ধতায় যখন চরাচর আচ্ছন্ন, প্রাণীকুল নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে শায়িত, তখন ৮০ জন বিশ্বাসী অনুচর সহ বাবর দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অকস্মাৎ উজ্বেগগণকে আক্রমণ করিয়া নগর অধিকার করিলেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যে উজ্বেগ দলপতি সাইবানি তাঁহাকে সমরখন্দ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। দুর্ভাগ্য কখন একাকী আসে না। বাবর এই সময় পুনরায় ফারগণা হারাইলেন। তিনি উরাটপিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে মেষ পালকগণের আশ্রয়ে তিনি কালযাপন করিতে লাগিলেন; কখন নগ্ন পদে মাঠে মাঠে তাহাদের মেষপাল চারণা করিতেন, কখন শীতল তরুচ্ছায়াতলে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের গল্প গুজব ও বীর গাথা শুনিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে রাজ্যলালসার প্রবল অনল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, এতবিপদ আপদ এত প্রতিকূল ঘটনা-স্রোতের মধ্যেও অধ্যবসায়ের বাতাস তাহা নির্ব্বাপিত হইতে দেয় নাই। বাবর অনেক চেষ্টায় মাতুলগণের সাহায্যে পুনরায় ফারগণা অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী সাইবানি আবার ফারগণা কাড়িয়া লইলেন। বাবর তরঙ্গালোড়িত শুষ্ক তৃণের ন্যায় সংসার-সমুদ্রে আবার ভাসিয়া চলিলেন।

বৎসরাধিক কাল বাবর মোগলিস্থান ও সুদমাতে অবস্থান করিলেন। আশার ক্ষীণ রেখা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি বল্‌খের নিকটবর্ত্তী তরমুজে গমন করিলেন, তথাকার অধিপতি বাখর

তাঁহাকে সানন্দে গ্রহণ করিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। উজবেগ-গণের প্রতাপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সুতরাং ফারগণা পুনরুদ্ধারের আশা বৃথা! বাবর তাঁহাকে কাবুল আক্রমণ করিয়া ভাগ্য-লক্ষ্মীর পরীক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে বাবরের পিতৃব্য কাবুলাধিপতি উলুগবেগ পরলোক গমন করিলে তাঁহার শিশুপুত্র আব্দুর রেজ্জাক পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুকিমবেগ নামক মোগল তাঁহাকে বিদূরিত করিয়া কাবুল অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫০৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বাবর সাত সহস্র সৈন্যসহ কাবুল যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। অর্থাভাবে তিনি সৈন্যগণের ভালরূপ পোষাক পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন না; সঙ্গে দুইটী মাত্র বস্ত্রাবাস ছিল। মুকিমবেগ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক কান্দাহারে প্রস্থান করিলেন। কাবুল বাবরের হস্তগত হইল।

১৫০৬ খৃষ্টাব্দে তৈমুর বংশের চিরশত্রু উজবেগ অধিপতি সাইবানি বিপুল বিক্রমে খোরাসান আক্রমণের আয়োজন করিলেন, তৈমুর বংশীয় বৃদ্ধনরপতি সোলতান মির্জা হোসেন তৎকালে খোরাসানের অধিপতি ছিলেন, তিনি ভীত হইয়া বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাবর ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে হিরাট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি খোরাসানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সোলতান মির্জা হোসেন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় সম্মিলিত হইয়া পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করতঃ বিলাসস্রোতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বাবর হিরাটনগরে গমন করিলেন। যুগল নরপতি সেখানে সমরা-য়োজনের পরিবর্ত্তে আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন। রণ-ভেরীর দুন্দুভি-ধ্বনির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের শিবির হইতে সুমধুর সঙ্গীত লহরী উত্থিত

হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের সহবাসে চতুর্দ্দিকে প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া বাবর প্রথম সুরাপান অভ্যাস করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি কখন সুরা স্পর্শ করিতেন না। হিরাটে তিনি যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিলেন, কালে তাহাই অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। যাহা হউক তিনি এই বিলাস-নিমগ্ন-ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সাহায্যের আশায় নিরাশ হইয়া ভগ্ন মনোরথে কাবুল যাত্রা করিলেন।

ভীষণ শীতকাল, গভীর তুষারপাতে পথ ঘাট আচ্ছন্ন। পথপ্রদর্শকের ভ্রমবশতঃ বাবর জনশূন্য দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি কখন নিজের সুখের জন্য চেষ্টা করিতেন না। ভীষণ বিপদের মধ্যেও তিনি সাধারণ সৈন্যের সঙ্গে একইরূপে অবস্থান করিতেন; সৈন্যগণও প্রভুর ঈদৃশ ভালবাসার প্রতিদানে জীবনদান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। বাবর অসাধারণ কষ্ট সহ্য করিয়া কাবুলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র খাঁন মির্জ্জা ইতিমধ্যে সিংহাসনাধিকার করিয়াছিলেন। বাবর প্রথমতঃ অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়ের মাতামহী শাহ বেগমের পদ চুম্বন করিলেন এবং খাঁন মির্জাকে আলিঙ্গন করিয়া সহাস্যমুখে বাক্যালাপ করিতে লাগি-লেন। তীক্ষ্ণধার তরবারির সাহায্যে যাহা হইত না, বাবরের সস্নেহ ব্যবহারে তাহা সহজে সাধিত হইল। খাঁন মির্জ্জা নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কান্দাহারে প্রস্থান করিলেন। কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিন দিন বাবরের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাসখন্দ ও সৈরাম হইতে কাবুল এবং গজনী পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে এবং সমরখন্দ; হিসার, কুন্দেজ ও ফারগণা রাজ্যে তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হইল।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন অনেকের জীবনেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বাবরের জীবনে ইহার যেরূপ প্রাদুর্ভাব, অন্য কোন মহাপুরুষের জীবনে তদ্রূপ প্রায় দেখা যায় না। তাঁহার অদৃষ্টে আবার একটা আবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। একজন পরাক্রান্ত উজবেগ সেনাপতির হস্তে পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া তিনি সমস্ত রাজ্য হারাইলেন; কেবল মাত্র কাবুল তাঁহার অধিকারে রহিল।

আশাই অধ্যবসায়ী কর্ম্মবীরের একমাত্র সম্বল। বাবর অধ্যবসায়ের জলন্ত আদর্শ। পরাজয়ের পর পরাজয়, বিপদের পর বিপদ মুহুর্মুহুঃ তাঁহাকে ভীষণ ভ্রুকুটি প্রদর্শন করিয়াছে; কিন্তু তিনি ক্ষণকালের জন্য আশা ও অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তাহা হইলে কি তিনি এই সমস্ত পর্ব্বত প্রমাণ বিপদ আপদ ও প্রতিকূল ঘটনা পদ দলিত করিয়া ভারতবর্ষের রত্ন-সিংহাসনে মোগল-বংশের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন?

যখন তিনি তৃতীয়বার বহু সাধের সমরখন্দ হইতে বিতাড়িত হইলেন; তখন ভারতবর্ষ-বিজয়-বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। অনেক দিন হইতে ভারতের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার চেষ্টা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এব্রাহিম লোদী যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; তখন এ দেশে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ভ্রাতা বিদ্রোহী হইলেন। পিতৃব্য আলা উদ্দীন কাবুলে পলায়ন করিয়া বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সুচতুর বাবর এ সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি আলা উদ্দীনকে সাহায্য করিবার জন্য পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে দিবলপুরের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়া কোন গুরুতর কারণ বশতঃ কাবুলে ফিরিয়া গেলেন। অল্প কাল মধ্যে আলা উদ্দীন দৌলতখাঁ

কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বাবরের নিকট কাবুলে প্রস্থান করিলেন। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে বাবর পুনরায় দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ পঞ্জাবে উপস্থিত হইলেন। দৌলত খাঁকে পরাজয় করিয়া তিনি পাণিপথে শিবির স্থাপন করিলেন। দিল্লীর সম্রাট এব্রাহিম এক লক্ষ সৈন্যসহ তাঁহার গতিরোধে দণ্ডায়মান হইলেন। ২০শে এপ্রেল পূর্ব্ব গগনে সূর্য্যের লোহিত কিরণ জাল বিকসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল। শোণিতস্রোতে রণস্থল প্লাবিত হইল। দুই প্রহর পর্য্যন্ত প্রবলবেগে যুদ্ধ চলিল। পঞ্চদশ সহস্র আফগাণ রত্ন-প্রসবিণী ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য জীবন-শোণিত দান করিল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী মোগলের অঙ্কশায়িনী হইলেন। এব্রাহিম সমরক্ষেত্রে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিলেন। দিল্লী ও আগ্রা বাবরের অধিকৃত হইল। তিনি রাজ-কোষে সঞ্চিত অপরিসীম ধনরাশি হস্তগত করিয়া সৈন্য সামন্ত ও অনুগত ব্যক্তিগণের মধ্যে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিলেন। দাস দাসী ও শিবির সঙ্গী দোকানদার হইতে সুদূর ফারগণা, খোরাসান, কাস্গর ও পারস্যের বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত কেহই বঞ্চিত হইলেন না। গুন ও মর্য্যাদানুসারে তিন লক্ষ হইতে এক মুদ্রা পর্য্যন্ত ব্যক্তি বিশেষকে প্রদত্ত হইয়াছিল। বাবর স্বয়ং কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিতরণেই অর্থের সার্থকতা জ্ঞান করিতেন। এইরূপ অকাতর দানের পর যাহা অবশিষ্ট ছিল; তাহা রাজ্যের সাধারণ ধনাগারে সঞ্চিত হইল।

বাবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন—চতুর্দ্দিকে বিপদ রাশি ঘনীভূত হইয়াছে। প্রধান প্রধান স্বাধীন ও করদ রাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; প্রজাবর্গ নব-শক্তির অভ্যুত্থানে ভীত হইয়া বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিল। তাঁহার সেনাপতিগণের অনেকে ভারতবর্ষের জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের

অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাবর অনেক প্রকারে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। কিন্তু শীঘ্র নব বিজিত রাজ্য নিরুপদ্রব করিতে পারিলেন না।

চিতোরের পরাক্রান্ত রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রিতে যে ভীষণ সমরের অভিনয় হইল, তাহাতে বাবরের অলোক সাধারণ বীরত্বে সংগ্রাম সিংহ পরাজিত হইলেন। এই ভীষণ সমরে বাবর বিজয়শ্রীর অধিকারী না হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত রাণার পক্ষে দিল্লী অধিকার করা কঠিন হইত না। তাহা হইলে ভারতের বক্ষঃ হইতে সম্ভবতঃ মুসলমানের গৌরব-রবি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইত।

ইহার পর রাজপুত বীর মেদিনী রায়ের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইল। বাবর মেদিনী রায়ের অধিকৃত চাঙ্গেরী দুর্গ অবরোধ করিলেন। রাজপুতগণ প্রবল পরাক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা অধিকদিন বাবরের বিক্রম প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। দুর্গবাসিগণ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। চাঙ্গেরী বাবরের অধিকৃত হইল। বিহার-প্রদেশে ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। বাবর তথায় শান্তি-স্থাপন করিলেন।

এইরূপে বাবরের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে, অতুল শৌর্য্য বীর্য্যে তাঁহার সৌভাগ্য গগণ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। তাঁহার অসাধারণ ভুজবলে বিপক্ষ স্বাধীন নরপতি ও বিদ্রোহী সামন্তগণ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বহু কালের প্রপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার সদ্গুণে মুগ্ধ হইল; তাঁহার অনুগ্রহ ও দানশীলতায় কাবুল ও তুর্কি সেনানায়কগণ ক্রমশঃ স্বদেশের মমতা ভুলিয়া ভারতবর্ষের প্রতি

অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। বাবর ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি অচলা-ভক্তি রাখিয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হইলে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াও কেশাগ্র ছিন্ন করিতে সক্ষম হইবে না। বহু কালের পর তাঁহার আশালতা ফলবতী হইল; কঠোর সাধনা দ্বারা এই কর্ম্মবীর ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভ করিয়া পর্ব্বত প্রমাণ বিপদ রাশি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর, আবার তৈমুর-রাজধানী সমরখন্দ বিজয়-বাসনা তাঁহার অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠিল, তিনি রাজকুমার হুমায়ুনকে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ সমরখন্দ বিজয়ার্থ প্রেরণ করিলেন। হুমায়ুন অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু বিজয়শ্রীর অধিকারী হইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি বিফল মনোরথ হইয়া ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐ বৎসরের শেষ ভাগে হুমায়ুন প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন; তাঁহার জীবনের আশা রহিল না। বাবর অত্যন্ত পুত্রবৎসল পিতা, তিনি হুমায়ুনকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন; নিজের জীবন দিয়াও পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি অক্লান্ত চেষ্টাও পরিশ্রমে পুত্রের শয্যা পার্শ্বে বসিয়া স্বয়ং শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু বাবরের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল, তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন না। ২৬শে ডিসেম্বর তাঁহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে প্রস্থান করিল। কাবুলের শৈলমালার পাদদেশে একটি সুন্দর উদ্যান বাটিকা, চতুর্দ্দিকে বিবিধ কুসুম রাশির সৌরভে আমোদিত, সম্মুখে কুল কুল নাদিনী পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর স্ফটিক নিভ সলিল রাশি।

বাবর কতদিন প্রকৃতির এই শান্তি নিকেতনে বসিয়া কার্য্য কোলাহল পূর্ণ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেন, অন্তঃকরণ নির্ম্মল আনন্দরসে অভিষিক্ত হইত। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে প্রকৃতির এই মনোরম স্থানে তাঁহার দেহ মহাসমারোহে সমাহিত হইয়াছে। কারুকার্য্যখচিত মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত সুন্দর সমাধি মন্দির তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

মহাত্মা বাবর একজন আদর্শ কর্ম্মবীর; তাঁহার জীবন অধ্যবসায় ও সাধনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি শত্রুকুল পরিবেষ্টিত পৈতৃক সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু সেই কৈশোর জীবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি সুখ শান্তি উপভোগ করিতে পারেন নাই। কত উত্থান পতন, কত বিপদ রাশির মধ্য দিয়া তদীয় কর্ম্মময় জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; কখন বিজয়-গৌরব ভূষিত হইয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, কখন অকস্মাৎ শত্রুহস্তে সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছেন; কখন বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়াছেন, কখন পর্ব্বত ও অরণ্যে মেষ চারণা করিয়াছেন কিন্তু একদিনের জন্যও তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লতা নষ্ট হয় নাই। কঠোর সৈনিক জীবনের মধ্যেও তিনি কতকগুলি সুকুমার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কবিতা রচনা ও সঙ্গীত শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। স্থপতি বিদ্যা ও কৃষি কার্য্যেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল।

দোষের মধ্যে তিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন। অনেকে বলেন,—অপরিমিত পান দোষই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে রাণা সংগ্রাম সিংহের সহিত যুদ্ধের সময় সহসা এই ইসলাম শাস্ত্র বিগর্হিত পান দোষের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মে; তখন হইতে তিনি আর কখন মদ্য স্পর্শ করেন নাই।

বাবর কিরূপ কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য

হইতে হয়। তিনি বিশাল কায়া গঙ্গানদী সন্তরণ পূর্ব্বক পার হইতেন এবং একবারে চল্লিশ ক্রোশ পথ অশ্বারোহণে গমন করিতে পারিতেন। তিনি সরল হৃদয়, দানশীল ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ পরায়ণ ছিলেন। আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে কেহ গুরুতর অপরাধ করিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিলে, তিনি অকপট চিত্তে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন। তিনি অসাধারণ বীরত্ব ও অধ্যবসায় গুণে আমুনদীর তীর হইতে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচ বৎসর মাত্র তিনি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে অধিকাংশ সময় যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি রাজ্যের উন্নতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।

মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজি।

আফ্‌গানিস্থানের অন্তর্গত ঘোর প্রদেশ বীর কুলপ্রসবিনী। এ ক্ত-ম্মার উদ্দীন মোহাম্মদ্ বখ্‌তিয়ার তথাকার সম্ভ্রান্ত খিলিজি বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতে বীর জাতি-সুলভ-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই অসীম সাহস, অতুল অধ্যবসায় ও শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে শারীরিক সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের গঠন কদাকার ছিল। কিন্তু তিনি একজন অসাধারণ অধ্যবসায়ী বীর পুরুষ, তাঁহার হৃদয়ে জ্বলন্ত উন্নতি আকাঙ্ক্ষানল প্রজ্বলিত ছিল। তৎকালে সোলতান শাহা-বুদ্দীন ঘোরী গজনী সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন; বখ্‌তিয়ার খিলিজি প্রথমতঃ তাঁহার নিকট গমন করিয়া সৈনিক বিভাগে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু সমর-বিভাগের কর্ত্তা তাঁহার শারীরিক গঠন নিরীক্ষণ করিয়া প্রীত হইলেন না; সুতরাং তাঁহাকে বিফল মনোরথে গজনী পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু তিনি বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না; অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময় ভারতবর্ষ আফগান ও তাতার বীরগণের লীলা নিকেতন স্বরূপ ছিল। অধ্যবসায়ী যুবক বখ্‌তিয়ারের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। যেমন সঙ্কল্প, সঙ্গে সঙ্গে সাধনার আরম্ভ। বখতিয়ার গজনী হইতে হিন্দুস্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কত দুরারোহ পর্ব্বতমালা, দুস্তর কাণ্ডার, শ্বাপদ শঙ্কুল গভীর অরণ্য এবং বেগবতী স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরে উপনীত হইলেন এবং সম্রাট কোতবউদ্দীনের

সৈনিক বিভাগে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এখানেও ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না।

ওঘলবেগ তৎকালে দোয়াব প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। দুর্ভাগ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত বখ্‌তিয়ার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভি-প্রায় জ্ঞাপন করিলেন। এতদিনের পর তাঁহার ভাগ্যাকাশ কিঞ্চিৎ মেঘ মুক্ত হইল। তিনি ওঘলবেগের অধীনে সৈনিক-বিভাগে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় কার্য্য দক্ষতাগুণে অল্প দিন মধ্যে দোয়াবের সেনাপতি পদ-লাভ করিলেন এবং জীবিকা স্বরূপ দুইটি জাইগীর প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে তিনি অযোধ্যায় হিসাম উদ্দীনের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বীরত্বে অযোধ্যা প্রদেশ মোস্‌লেম-পতাকা-শোভিত হইয়াছিল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহা সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। কোতবউদ্দীন গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যশস্বী বখ্‌তিয়ারকে নিজ সন্নিধানে আহ্বান করিলেন এবং গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বিহার ও মুঙ্গেরের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন।

বঙ্গের পাল নৃপতিবংশ সেনারাজগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বিহার প্রদেশে প্রলায়ন করেন। সেই বংশের শেষ রাজা গোবিন্দপাল তৎ-কালে বিহারের রাজধানী ওদন্তপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে মহাবীর বখ্‌তিয়ার দুই শত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বিহার প্রদেশে ইস্‌লামের প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। বিজয়মাল্যভূষিত হইয়া যখন তিনি সম্রাট-সভায় উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বীরত্ব কাহিনী চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া-ছিল। সম্রাট অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বহুমুল্য খেলাত প্রদানকরতঃ প্রধান অমাত্য শ্রেণীভূক্ত করিলেন। এই সময় তাঁহার জীবননাশের

জন্য একটি ভীষণ চক্রান্ত জাল বিস্তৃত হইয়াছিল। বখ্‌তিয়ারের আলোক সাধারণ গুণ গরিমা ও যশের প্রভা সভাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণের গৌরব হানি করিয়াছিল, তাঁহাদের ঈর্ষা-কলুষিত-চিত্ত তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে নিয়োজিত হইয়াছিল। একদা যখন রাজসভায় তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের প্রশংসাবাদ হইতেছিল। তখন ঈর্ষাপরায়ণ অমাত্যগণ সোলতানের নিকট বলিলেন,—"বখ্‌তিয়ার মত্ত মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয় অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছুক।" বখ্‌-তিয়ার সভায় উপস্থিত ছিলেন, সোলতান বিস্ময়ের সহিত তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সাহসী বীরের বদনমণ্ডলে আতঙ্কের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না, তিনি অবিচলিত ভাবে মস্তক নত করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বখ্‌তিয়ার এক মদমত্ত হস্তীর সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভীম গদাঘাতে হস্তী চীৎকারকরতঃ রণস্থল পরিত্যাগ করিল। বখ্‌তিয়ারের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইল। সোলতান কোতবউদ্দীন অতীব প্রীত হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিলেন; সদাশয় বখ্‌তিয়ার নিজ হইতে কিছু অর্থ দিয়া ঐ সমস্ত উপঢৌকন দরিদ্রগণকে দান করিলেন।

তিনি কিছুদিন বিহারে সুশাসন স্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন। তৎপরে বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন তৎকালে বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, নদিয়া নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। শাসন কার্য্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ৬০০ অব্দে) মহাবীর বখ্‌তিয়ার বঙ্গদেশ অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি এত দ্রুতবেগে অগ্র-সর হইয়াছিলেন যে, যখন তিনি নদিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন,—তখন সপ্তদশ জন মাত্র অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে আসিতে সক্ষম হইয়া-

ছিল। তাঁহার আক্রমণ সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে রাজধানী মধ্যে প্রচারিত হইল। নাগরিকগণ এই আকস্মিক আক্রমণে ভীতি বিহ্বলচিত্তে যে যে দিকে সুবিধা পাইল, পলায়ন করিতে লাগিল। বখ্‌তিয়ার রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা অন্তঃপুরের পশ্চাৎ দিকস্থ গুপ্ত দ্বার দিয়া নৌকাযোগে কামরূপাভিমুখে পলায়ন করিলেন। বঙ্গদেশে মোস্‌লেম পতাকা উড্ডীন হইল। বখ্‌তিয়ার বাঙ্গালার পূর্ব্ব রাজধানী লক্ষ্মৌতির সংস্কার সাধন করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। লক্ষ্মৌতি দক্ষিণ ভাগের এবং দেবকোট (১) উত্তর ভাগের রাজধানী নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি সম্রাট কোতবউদ্দীনের অধীনে বঙ্গদেশ শাসন করিতে লাগিলেন; এবং প্রায় দুই বৎসরকাল নববিজিত প্রদেশের শাসন সংস্কারে ব্যাপৃত রহিলেন।

তাঁহার কর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ে আবার নূতন আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি তিব্বত ও চীন বিজয়ের বাসনা করিলেন, এবং ১২০৫ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ৬০২ অব্দে) দশ বার হাজার সৈন্যসহ বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইলেন। (২) পথিমধ্যে কোঁচ প্রদেশের অধিপতি আলীমেচ তাঁহার নিকট পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং পথপ্রদর্শকস্বরূপ তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। বখ্‌তিয়ার বর্দ্ধন কোটনগরে (৩) উপনীত হইলেন। সেই নগরের প্রান্ত দিয়া বাঘমতী

(১) দিনাজপুরের ১৫।১৬ মাইল দক্ষিণ দমদমার নিকট দেবকোটের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

(২) তিনি কোন পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমরা এস্থলে অধিকাংশের মতানুসরণ করিলাম।

(৩) রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান বর্দ্ধনকুঠি (তাবকাত-ই-নাসেরি)। রিয়াজ-উস্‌-সালাতিনে এই নগরের নাম—বরমণ গতি বা আবর্দ্ধন উল্লেখ আছে।

বা নমকন্ধী নাম্নী বিশালকায়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা ছিল, তাহা আয়তন ও গভীরতায় গঙ্গার প্রায় ত্রিগুণ। (১) বীরবর বখ্‌তিয়ার তাহা পার হইবার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি নদীর তীর দিয়া ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দশ দিবস পরে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন,—নদীর উপর বিংশত্যাধিক খিলানবিশিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড সেতু বিরাজ করিতেছে। তিনি সানন্দচিত্তে তাহার উপর দিয়া অপর তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। যখন কামরূপ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন,—তখন তথাকার অধিপতি তাঁহাকে বাধা দিয়া এক বৎসরের জন্য অভিযান স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি সে অনুরোধ গ্রাহ্য না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবং ষোড়শ দিবস পরে তিব্বত দেশের গড়বেষ্টিত এক সুদৃঢ় দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ভীম পরাক্রমে দুর্গ আক্রমণ করিলেন, তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, উভয়পক্ষে বহুসংখ্যক সৈন্য অনন্তশয্যায় শয়ন করিল কিন্তু বখ্‌তিয়ার দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি তথায় শুনিতে পাইলেন,—পাঁচ ক্রোশ দূরে এক বহু জনাকীর্ণ সুদৃঢ় নগর বিদ্যমান আছে। (২) পঞ্চাশৎ সহস্র তুর্কী অশ্বারোহী বীর পুরুষ তথায় অবস্থান করে। বখ্‌তিয়ার এই সময় নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনারস্রোতে পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং

(১) বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রফেসার ব্রকম্যান সাহেব বর্ত্তমান করোতোয়াকে এই নদী বলিয়া অনুমান করেন। বর্দ্ধনকুঠি করতোয়া তীরে অবস্থিত। করতোয়া পূর্ব্বে এক বিশালকায়া নদী ছিল, তাহারও বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) তবকাত-ই-নাসেরি গ্রন্থে এই নগরের নাম করমবতন বা করমবিন এবং রিয়াজ-উস্‌-সালাতিনে-করমুবাটান বা করবাটান উল্লেখ আছে। অদ্যাপি ইহার স্থান নির্ণীত হয় নাই

তিনি তিব্বত বিজয়ের বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরাজ্যাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে বিষম দুরবস্থায় পড়িতে হইল। দেশের অধিবাসিগণ ঘরবাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে পর্ব্বত ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা যাহা লইয়া যাইতে অক্ষম হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট করিয়াছিল। এমন কি পশুর আহার্য্য খড় ও তৃণ ক্ষেত্র সমূহ দগ্ধীভূত হইয়াছিল। মানুষ ও পশুর খাদ্য সংগ্রহের কোন উপায় ছিল না। বখ্‌তিয়ার খিলিজির সৈন্যগণ ক্ষুধার জ্বালায় অশ্ব মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে লাগিল। পঞ্চদশ দিবস এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত সেতুর নিকট উপস্থিত হইলেন। আশা ছিল, নদী উত্তীর্ণ হইলে কষ্টের লাঘব হইবে। কিন্তু হায়, দুর্ভাগ্য কখন একাকী আসে না। তিনি সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেতু ভগ্ন। অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার স্থাপিত রক্ষি সৈন্য বিতাড়িত এবং সেতু বিনষ্ট হইয়াছে। তখন দুশ্চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কামরূপী সৈন্যগণ এই দুরবস্থার মধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে তিনি একটি দেবালয় মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কামরূপী সৈন্য ও দেশের অধিবাসী বৃন্দ দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে বাঁশের খুঁটির প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে অবরোধ করিবার চেষ্টা করিল। বখ্‌তিয়ার দেখিলেন, তথায় থাকিলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং তিনি প্রবলবেগে এক দিকের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া বহির্গত হইলেন।

তিনি প্রথমতঃ বাঁশ ও কাঠের ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া নদী পার হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কামরূপী সৈন্যের অত্যাচারে তাহাতেও সুবিধা হইল না। তখন অগত্যা তিনি সৈন্যসহ সন্তরণ পূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু সেই প্রবল স্রোতস্বিনীর তরঙ্গ মধ্যে

অধিকাংশ সৈন্যের জীবন লীলার অবসান হইল। কাহারও মতে সহস্র কাহারও মতে তিন শত মাত্র অশ্বারোহীসহ তিনি নদী উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত আলীমেচের আতিথ্যে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া দেবকোটে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুচরগণের শোচনীয় মৃত্যুজনিত শোকে তাঁহার অন্তঃকরণে নিদারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জ্বরও কাশিতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অধিকদিন তাঁহাকে এই শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। অচিরে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাঁহার সকল দুঃখের অবসান করিল। হিজরী ৬০২ অব্দে মহাবীর বখ্‌তিয়ার দেবকোটে পরলোক গমন করিলেন।

বখ্‌তিয়ার খিলিজি অধ্যবসায়ের অবতার, বীরত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি সুদূর আফগানিস্থানের এক ক্ষুদ্র প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া অসাধারণ যত্ন, চেষ্টা ও বীরত্বপ্রভাবে ভারতের ইতিহাসে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যে যুবক একদিন স্বদেশের সৈনিক-বিভাগে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া অকৃত কার্য্য হইয়াছিলেন, দিল্লীর রাজসভা শারীরিক গঠন দর্শন করিয়া ঘৃণা পূর্ব্বক যাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারই অপূর্ব্ব বীরত্বে পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে মোস্‌লেম-বিজয়-পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন হইয়াছিল। যত দিন বীরত্ব ও অধ্যবসায়ের আদর থাকিবে, ততদিন অতুল অধ্যবসায়ী মহাবীর গাজী এক্তিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজির নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে না।





শেখসাদি।

পৃথিবীতে যে সকল মহাকবি জন্মগ্রহণ করিয়া অমৃতময়ী কবিতা রচনা দ্বারা অমরত্বলাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের কাব্য-রসাস্বাদনে সাহিত্য-সেবিগণ স্বর্গসুখ উপভোগ করেন, যাঁহাদের পবিত্র নাম ধ্বংশশীল কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া যুগযুগান্তর উজ্জ্বলভাবে রহিয়াছে, মহাত্মা শেখসাদি তন্মধ্যে একজন। তাঁহার প্রকৃত নাম,—শরফ্‌উদ্দীন, মোস্‌লেহ্ এবং সাদি উপাধি, শেখ মোস্‌লেহ্‌উদ্দীন সাদি অল্‌সিরাজী তাঁহার পুরা নাম, সংক্ষেপে তিনি শেখ সাদি নামে পরিচিত। তিনি হিজরী ৫৭১ অব্দে (১১৭৫ খৃষ্টাব্দে) পারস্য দেশের অন্তর্গত সিরাজনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আব্দুল্লা সিরাজের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা আতাবেক সাদ জঙ্গির অধীনে রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উন্নত চরিত্র-গৌরবের জন্য সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ শেখসাদি বাল্যকালে পিতৃহীন হন। তাঁহার জননী পুত্রের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। সিরাজনগর বহুদিন হইতে মুসলমানগণের শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। কিন্তু তৎকালে সিরাজের রাজনৈতিক গগণ গভীর কুয়াসাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে বিপ্লব ও অরাজকতার বিকটমূর্ত্তি বিরাজমান ছিল। সেখানে নিরীহ পণ্ডিত মণ্ডলী এবং সাহিত্যসেবিগণের নিরাপদে অবস্থিতি করা কঠিন হইয়াছিল। শেখ সাদি বাল্যকাল হইতেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি যখন বুঝিলেন,—সিরাজে থাকিয়া বিদ্যা-

লোচনার সম্যক সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; তখন তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বোগদাদে গমন করিলেন এবং প্রসিদ্ধ নিজামিয়া মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হইলেন। বোগ্‌দাদ তৎকালে মুসলমান সমাজের শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। সেথানে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং নানাদেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমবেত হইতেন। শেখসাদি যে সকল আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা গভীর শাস্ত্রবিশারদ মহাপণ্ডিত ওলামা আবুলফরজ আব্দুর রহমাণ এব্‌নে জৌজি সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাল্যকাল হইতে সাদি সাধু পুরুষগণের সংসর্গ অধিক ভাল বাসিতেন। বোগ্‌দাদে আসিয়া তাঁহার সেই বাসনা চরিতার্থের বিশেষ সুযোগ ঘটিল। তিনি অবসর কাল দরবেশ ও ফকীরগণের সহবাসে অতিবাহিত করিতেন। ক্রমে তিনি বিবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়েও অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার উন্নত চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার এবং গভীর জ্ঞান সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি নানা শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শেখ সাদি যখন বোগ্‌দাদে গমন করেন, তখন আব্বাস বংশীয় শেষ খলিফা মোস্তছমবিল্লা বোগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন আব্বাস বংশের পতনের সময় কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবের নিদর্শন তিরোহিত হয় নাই। তাঁহার পাঠ্যাবস্থার শেষ সময়ে দুর্দ্দান্ত তাতারগণের আক্রমণে সেই অমরাপুরী তুল্য বোগদাদনগরী লণ্ড ভণ্ড হইয়াছিল। নির্ম্মম হালাকু খাঁর সৈন্যের হস্তে লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনপ্রদীপ চির নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। স্বজাতির এই ভীষণ দুর্দ্দশা

নিরীক্ষণ করিয়া সাদির হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তৎকালে যে সকল শোকোদ্দীপক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়।

শেখ সাদির পর্য্যটনস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশ ভ্রমনে বহির্গত হইয়াছিলেন। সারগোর উস্‌লি * লিখিয়াছেন,—এশিয়াখণ্ডে ইব্‌নে বতুতা ভিন্ন শেখ সাদির অপেক্ষা প্রসিদ্ধ পর্য্যটকের বিষয় তিনি জানিতে পারেন নাই। সাদি এশিয়া মাইনর, বার্ব্বার, আবিসিনিয়া, মিসর, সাম, পালেষ্টাইন, আর্ম্মেনিয়া, আরব, পারস্য, তাতার, ভারতবর্ষ, রুদবার, দিলম, কাসগড়, ও জৈহুন নদীর তীরভূমি পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি চারিবার ভারতবর্ষে আগমন করেন, তন্মধ্যে একবার ছদ্মবেশে সোমনাথ মন্দিরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার এবং পৌত্তলিকতার বৃত্তান্ত অবগত হন। তাঁহার সোমনাথে অবস্থিতির বিবরণ অত্যন্ত কৌতুহল পূর্ণ। সেবার তিনি পশ্চিম ভারতবর্ষের অনেক স্থান পরিভ্রমন করিয়া সমুদ্র পথে হেজাজে গমন করিয়াছিলেন। জলপথে পারস্যোপসাগর, ওমান উপসাগর, ভারত মহাসাগর; আরব সাগর, বহর কুলজম, বহররুম প্রভৃতি সমুদ্রে গতায়াত করিয়াছেন। তিনি চতুর্দ্দশবার পদব্রজে সুদূর মক্কাশরীফে উপস্থিত হইয়া হজ্জব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। তিনি ধনবান বিলাসী ভ্রমণকারীর ন্যায় প্রচুর অর্থ ও লোক জন সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইতেন না। দরবেশগণের ন্যায় সামান্য

* ইনি একজন ইংরাজ. ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌর নওয়াব সাদত আলীখাঁর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন, পরে ভারত গবর্ণমেণ্টের দূতস্বরূপ পারস্যে প্রেরিত হন। তিনি পারস্যের প্রসিদ্ধ কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেন। সেকালে বাষ্পীয়যানাদির প্রচলন অথবা সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা ছিল না। পথঘাট নানাবিধ বিপদ শঙ্কুল ছিল। তথাপি শেখসাদি কিরূপে রিক্তহস্তে অসহায় অবস্থায় এশিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডের বহুদেশ, নগর ও গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি একমাত্র করুণাময় ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি অচলা-ভক্তি রাখিয়া বৃক্ষলতা পরিশূন্য ভয়াবহ মরুভূমি, শ্বাপদ শঙ্কুল গগনস্পর্শী গিরিমালা, উত্তাল-তরঙ্গ পূর্ণ দুস্তর সমুদ্র বক্ষঃ উত্তীর্ণ হইতেন। তিনি কতবার ভীষণ বিপদের সম্মুখে পতিত হইয়াছেন, কতবার মৃত্যুর করাল কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। কিন্তু সাহস ও অধ্যবসায়চ্যুত হন নাই, সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই। ধন্য তাঁহার সাহস, ধন্য অধ্যবসায়।

যখন খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে ভীষণ ধর্ম্মযুদ্ধ প্রজ্জলিত হইয়াছিল যখন পালেষ্টাইন, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি প্রদেশ ধর্ম্মের নামে রক্তস্রোতে প্লাবিত হইতেছিল, তখন শেখসাদি দামস্কস্‌ নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি কোন কারণ বশতঃ দামস্কস্‌বাসিগণের প্রতি বিরক্ত হইয়া পালেষ্টাইনের এক গভীর অরণ্যে নির্জ্জনবাস আরম্ভ করেন। ঘটনাক্রমে কতিপয় দুর্দ্দান্ত খৃষ্টান যোদ্ধা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ধৃত করে এবং বন্দী করতঃ শিবিরে লইয়া যায়। শত্রুগণ তাঁহাকে ত্রিপলির দুর্গ সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। সাদির কষ্টের অবধি ছিল না। একদা ঘটনাক্রমে তিনি হলবের জনৈক পরিচিত সদাশয় অধিবাসীর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি স্নেহপরবশ হইয়া অর্থদণ্ড প্রদান করতঃ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং নিজ আবাসে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই দয়ালু ব্যক্তির এক যুবতী দুহিতা ছিল, তিনি সাদির গুণ গ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে সেই কন্যা সম্প্রদান

করিতে ইচ্ছা করিলেন। সাদি অবিবাহিত যুবক, তাঁহার অনিন্দ্য রূপরাশি মানসিক সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত লইয়া অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। তিনি উদ্ধার কর্ত্তার বাসনা অতৃপ্ত রাখিতে পারিলেন না। যথা নিয়মে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিন্তু সাদি বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিলেন না। তাঁহার ভার্য্যা রূপসী কিন্তু সেরূপে বিনয় নম্রতা প্রভৃতি রমণী সুলভ সদ্‌গুণের নিতান্ত অভাব ছিল। তাঁহার উগ্রচণ্ডা-মূর্ত্তি ও অশান্ত ব্যবহারে সাদি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন,—"আমি এক দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া তদপেক্ষা কঠিনতর দাসত্বে আবদ্ধ হইয়াছি।" জগতের অনেক মহা-পুরুষের অদৃষ্টে মুখরা ভার্য্যালাভ দেখা যায়। মহাত্মা সক্রেটিস্ তাঁহার স্ত্রী জান্থিপার অত্যাচারে নিয়ত প্রপীড়িত হইতেন। পারস্য কবি-কুল-ভূষণ সাদির ভাগ্যেও সেইরূপ উৎপীড়ন ঘটিয়াছিল।

সাদ জঙ্গির রাজত্বকালে শেখ সাদি জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন। তখন সিরাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়। অত্যাচার ও অরাজকতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। বালক সাদির করুণ অন্তঃকরণে স্বদেশের এইরূপ দুর্দ্দশার চিত্র অঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল, বড় দুঃখে, বড় কষ্টে তিনি জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসী হইয়া-ছিলেন। তাহার পর অনেক দিন অতীত হইয়াছে। বালক সাদি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, এতদিন তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করেন নাই। অকর্ম্মণ্য নৃপতি সাদজঙ্গি মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র কতলগ খাঁ আবুবকর পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া-ছেন। তাঁহার সুশাসনগুণে সিরাজ পুনরায় সুখ-সৌভাগ্য ফিরিয়া পাইয়াছে। আবু বকরের যশোগৌরব দেশে বিদেশে বিঘোষিত হইতেছে। শেখ সাদি তাহা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

বহু দিনের পর স্বদেশের স্নেহ নিকেতনে ফিরিয়া যাইতে বাসনা করিলেন।

প্রায় ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সাদি সিরাজে প্রত্যাগমন করিয়া কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। পারস্যাধিপতির প্রধান মন্ত্রী খাজা শমস্‌উদ্দীন এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বোগদাদের শাসনকর্ত্তা আলা উদ্দীন কবিবরের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার অভাব অসুবিধা মোচন করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিতেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—সাদি একজন বিখ্যাত পর্য্যটক ছিলেন। তিনি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মানব তত্ত্বের গভীর রহস্য মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। এই পর্য্যটন লালসায় তিনি কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা তদীয় অমর কবিতা লহরীর বর্ণে বর্ণে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। তাহা পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান গরিমা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জ্বলন্ত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীর পদপ্রান্তে বসিয়া তিনি যে উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সময় তাহা বৃদ্ধি করিয়াছিল, ঈশ্বর প্রেম এবং ভূয়োদর্শন তাহা বিশুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার মানব-তত্ত্ব ও সৃষ্টি রহস্যজ্ঞান অতি গভীর। কবিতা লেখেন অনেকে কিন্তু স্বভাব নির্ঝরিণীর ন্যায় ভাবের জীবন্ত উৎস ফুটাইতে পারেন কয়জন? সাদির কবিতা এইরূপ ভাব তরঙ্গের লহরীমালা। তিনি দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে রাজাধিরাজের সুরম্য অট্টালিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নরনারীর হৃদয় যেন তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যের ছত্রে ছত্রে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পারমার্থিক তত্ত্বেও তিনি সুপণ্ডিত, তাঁহার কবিতা মুসলমানের হৃদয়ে যেরূপ ইস্‌লামের পবিত্র জ্যোতিঃ

বিকীর্ণ করে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর অন্তরেও সেইরূপ ভগবদ্ভক্তির প্রস্রবণ খুলিয়া দেয়। সাদি কেবলমাত্র কবিতা লিখিয়া যশস্বী হন নাই; তাঁহার গদ্যরচনাও উৎকৃষ্ট।

তিনি যৌবন কাল শিক্ষা, সাধু সংসর্গ ও পর্য্যটনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে জন্মভূমির শান্তি নিকেতনে বসিয়া কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রসিদ্ধ গোলেস্তাঁ ও বোঁস্তাঁ নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। তদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি তত প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই, তাঁহার চরিত্র অতি অমায়িক এবং তিনি একজন শ্লেষকারী ছিলেন, আদর্শ ধর্ম্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ এবং সকল অবস্থায় সন্তোষ তাঁহার স্বভাব উজ্জ্বল করিয়াছিল। তাঁহার কবিতার ভাষা সরল, লালিত্যপূর্ণ, ভাব সুগভীর, বর্ণে বর্ণে সজীবতা ক্রীড়া করে। গ্রীসে হোমার, ইংলণ্ডে সেক্স পিয়ার এবং ভারতবর্ষে কালিদাস অপেক্ষা পারস্যে সাদিরগৌরব ন্যূন নহে।

রচনা‌্লী।

কাব্যই কবির জীবনী। কবিতার আলোচনা না করিলে কবির জীবনচরিত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু মহাকবি সাদির কবিতার সমালোচনা করিতে চেষ্টা করা মাদৃশজনের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। জহুরি না হইলে কি রত্নের গুণাগুণ বর্ণণা করা যায়? এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার রচনার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম এবং প্রসিদ্ধ কয়েকখানির সামান্য মাত্র পরিচয় দেওয়া গেল।

১। পান্দনামা (নীতি কাব্য)

২। বেদায়া।

৩। বোঁস্তা।

৪। গোলেস্তাঁ।

৫। দেওয়ান (আদি রসাত্মক কবিতা গ্রন্থ)।

৬। আরবি ও পারসি কাসিদা (দীর্ঘগাথা)।

৭। মরসিয়া (শোকাত্মক গীতি)।

৮। মোয়াম্মাত (আরবি ও পারসি মিশ্র কবিতা)।

৯। শমস্‌উদ্দীন আবুলফারার প্রশংসা পূর্ণ কবিতা।

১০। ব্যঙ্গ ও হাস্য রসাত্মক কবিতা।

১১। বিবিধ গদ্য রচনা।

১২। গজল।

১৩। কুলিয়াতে সাদি।

পান্দনামা।—সরলনীতিকাব্য। তরুণ বয়স্ক শিক্ষার্থিগণের উপযোগী করিয়া রচিত। ভাষা সুললিত, ছন্দের লালিত্য মধুর, চরণগুলি একবার অধীত হইলে সহজে স্মৃতিচ্যুত হয় না। সম্ভবতঃ ইহাই সাদির রচিত প্রথম কবিতা পুস্তক, তথাপি ইহাতে প্রথম উদ্যম সুলভ কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় না।

বেদায়া,—কবি ইহাতে স্বভাববর্ণনা এবং পরমেশ্বরের প্রতি জীবের অনুরোগ ও শ্রদ্ধার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ইহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ।

বোস্তা (সৌরভকানন),—নীতি বিষয়ক পদ্য গ্রন্থ, ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে বিরচিত। ন্যায় পরায়ণতা, সৌজন্য, প্রেম, বিনয়, দয়া, পরিতোষ,

শিক্ষা, কৃতজ্ঞতা, অনুরাগ ও উপাসনা এই দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। রচনা প্রণালী সরল ও সুললিত, কোন স্থানে কষ্ট কল্পনার লেশমাত্র নাই। নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশগুলি কবিবরের মানবতত্ত্বের গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। অনুবাদে আসলের সৌন্দর্য্য থাকে না, কতিপয় স্থানের ভাবার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"হে বুদ্ধিমান যুবক, সাধু কি অসাধু কাহারও নিন্দা করিও না। যদি তুমি প্রকৃত অসাধু ব্যক্তির নিন্দা কর, সে তোমার শত্রু হইল; আর যদি সাধুজনের অসাক্ষাতে নিন্দা কর, তাহা হইলে ত পাপ কার্য্যই করিলে।"

"আজ তুমি নিজ ধন পরকে দান করিতে ইতস্ততঃ করিও না, যেহেতু কাল (হয়ত) সেই ধনাগারের চাবি তোমার হাতে থাকিবে না।

"(আল্লাহ্ তালার বিচ্ছেদজনিত) যাতনা অনুভব করুক, অথবা (তাঁহার সঙ্গলাভ জনিত) আনন্দ উপভোগ করুক। যাঁহারা একবার পরমেশ-প্রেমে পাগল হইয়াছেন, তাঁহাদের সময় সর্ব্বদা সুখেই কাটিয়া যায়।"

"যতক্ষণ পার প্রণয়-রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইও না। প্রেমে প্রাণ হারাইয়াও সাদি এখন বাঁচিয়া আছে।"

"যে আপন ভাগ্য ও উপজীবিকা লইয়া সন্তুষ্ট নহে, তাহার ঈশ্বর জ্ঞানলাভ হয় নাই অথবা সে কখন ঈশ্বর সেবা শিখে নাই।"

"তুষ্টির পরিতৃপ্তিই বস্তুতঃ মানবকে সম্পদশীল করিতে পারে।"

গোলেস্তাঁ। (কুসুমকানন বা গোলাপবাগ)—১২৫৮ খৃষ্টাব্দে রচিত, ইহার অধিকাংশ গদ্যসন্দর্ভে পূর্ণ। নরপতিগণের রীতিনীতি, দরবেশ-গণের আচার ব্যবহার, তৃপ্তির মাহাত্ম্য, জরা ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি কতি-

পর অধ্যায়ে বিভক্ত, আকারে খুব বৃহৎ না হইলেও ইহার সমস্তই অমূল্য, সমস্তই সারবান। গোলেস্তাঁ মহাকবির প্রতিভার পূর্ণ-বিকাশ। এই চিরবসন্ত বিরাজিত পুষ্পকুঞ্জের তুলনা মিলে না। সবগুলি কুসুম চিরবিকশিত এবং চির সৌরভময়। ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান, লাটিন প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় গোলেস্তাঁর অনুবাদ হইয়াছে। ইউরোপের প্রসিদ্ধ পাঠাগারসমূহে ইহা সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই অতুলনীয় গ্রন্থসম্বন্ধে আমরা দুই জন ইংরাজ পণ্ডিতের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

অধ্যাপক ইষ্টউইক বলেন,—"The Gulistan of Saadi has attained a popularity in the East which perhaps has never been reached by any Europian work in the Western World." ভাবার্থ,—"প্রাচ্য ভূখণ্ডে সাদির গোলেস্তাঁ যেরূপ আদরণীয়, পাশ্চত্য দেশে বোধ হয় কোন গ্রন্থ সেরূপ নহে।"

ক্লাউষ্টন সাহেব বলেন,—"It (Gulistan) comprises more wisdom and wit than a score of old English folios could together yield to the most devoted reader. The School-boy lips out his first lessons in it ; the man of learning quotes it and a vast nnmber of his expressions have become proverbial" ভাবার্থ,—"মনোযোগী পাঠক একত্রে বিংশতি খণ্ড প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থ অপেক্ষা ইহাতে (গোলেস্তাঁর) অধিক তত্ত্বজ্ঞান ও চিন্তাশীলতা প্রাপ্ত হন। বিদ্যালয়ের বালক প্রথমেই ইহার পাঠ উচ্চারণ করে, শিক্ষিত ব্যক্তি ইহা উদ্ধৃত করেন এবং ইহার বহুসংখ্যক উক্তি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে।"

তিনি আরও বলেন,—"There is no need to form an

abstruct or epitome of a work in which nothing is superfluous nothing valueless." ভাবার্থ,—"এই গ্রন্থের সার সঙ্কলন অথবা সংক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ ইহার কোন অংশ অতিরিক্ত বা নিরর্থক নহে।"

সাদি প্রকৃতির কবি। তিনি প্রকৃতিরূপ বিশালগ্রন্থের প্রতিস্তর অন্বেষণ করিয়া গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই অনন্ত বিশ্বব্যাপিয়া যে সজীবতা, যে বিচিত্রতা ক্রীড়া করিতেছে, তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রাণ নিহিত আছে, তাই তিনি বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করতঃ তাঁহারই প্রেম সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই গভীর জ্ঞান, সেই দুর্লভ ভগবৎ প্রেম জ্বলন্ত ভাষায় প্রকাশ করিবার উপযুক্ত লিপিকুশলতা প্রদান করিয়াছিলেন। এমন সিদ্ধতপস্বী, এমন অভিজ্ঞ মহাপুরুষ না হইলে কি তাঁহার লেখনী হইতে তেমন সরল, সতেজ, সারবান রচনাবলী নিঃসৃত হইতে পারিত? তিনি ইতিহাস, দর্শন, নীতি, রহস্য, পরিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের রচনায় সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সে রচনা পাঠে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, সংসারী, সংসারত্যাগী, নৃপতি ও ভিক্ষুক তুল্যরূপে বিমুগ্ধ ও উপকৃত হন; নির্জ্জীব ব্যক্তি সজীবতালাভ করেন। সাদির রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,—"হর্‌লব্‌জে সাদি হাপ্‌তাদ ও দোমানি" অর্থাৎ সাদির প্রত্যেক শব্দের দ্বিসপ্ততি প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে।

ক্লাউষ্টন সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন,—Six Centuries have passed away since the gifted sage penned his Gulistan, and his fame has not only continued in his own land and throughout the East general.y but has spread into

all European countries and across the Atlantic, where long after the days of Saadi still stood the forests premival." ভাবার্থ,—মহাপণ্ডিত (সাদি) গোলেস্তাঁ রচনা করিবার পর ছয় শতাব্দী অতীত হইয়াছে। তাঁহার যশ সুধু স্বদেশ এবং প্রাচ্য দেশসমুহে আবদ্ধ নাই, তাহা আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে যেথানে সাদির আবির্ভাবের বহুকাল পর পর্য্যন্ত প্রাচীন আরন্যানী বিরাজিত ছিল এবং সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে ব্যাপৃত হইয়াছে।"

সাদি দীর্ঘ জীবনলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম কেহ ১০২, কেহ ১১০, কেহ ১২০ বৎসর উল্লেথ করিয়াছেন। অধিকাংশের মতে তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ৬৯১ হিজরীর (১২৯২ খৃষ্টাব্দের) সওয়াল মাসের এক শুক্রবার তাঁহার প্রাণবায়ু নশ্বর দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অমর লোকে প্রস্থান করিয়াছে। তাঁহার পরলোকগমনে সিরাজের আবাল বৃদ্ধবণিতা শোকে অভিভূত হইয়াছিল। সিরাজের উপকণ্ঠে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে, তদবধি সেই স্থান বিদ্বৎ-সমাজের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ পারস্য কবি নিজামী তাঁহাকে "বুলবুলে সিরাজ" এবং মীর সৈয়দ আলী মোসতাক "সহস্র সঙ্গীতালাপী বুলবুল" (Nightingale of thousand songs) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সাদির নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাঁহার অমর কবিতা আজ পর্য্যন্ত লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি আকর্ষণ করিতেছে। যতদিন পারসি ভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন সাদির নাম বিলুপ্ত হইবে না।

আবুল ফজল।

আবুল ফজল আরববংশ সম্ভূত। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ শেখ মুসা আরব দেশ হইতে আসিয়া সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত বেলগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ শেখ খাজির অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে আজমীরের নিকটবর্ত্তী নাগরে বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল কিন্তু সকলেই শৈশব কালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তজ্জন্য তাঁহার মানসিক কষ্টের সীমা ছিল না। অবশেষে মোবারক জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতা মাতা অত্যন্ত সুখী হইলেন, হইবারই ত কথা! কিন্তু খাজির অধিকদিন এ সুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। অল্পদিন মধ্যে তিনি কালের করাল কবলে পতিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁহার পরিবারস্থ অনেকেই মরিয়া গেল। কেবল বালক মোবারক ও তাঁহার জননী জীবিত রহিলেন. মোবারক পরম মাতৃভক্ত ছিলেন এবং অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নাগর হইতে বাসস্থান উঠাইয়া কিছুদিন আহম্মদাবাদে ও পরে হিজরী ৯৫০ অব্দে আগ্রার অপর পারে রামবাগে বাস করিতে লাগিলেন। এই মোবারক আবুল ফজলের পিতা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ আবুল ফৈজীও একজন মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং সম্রাট আকবরের সভার বিখ্যাত কবি ছিলেন। ভারতের মোস্‌লেম কবি-কুলের মধ্যে আমীর খসরুর নিম্নেই তাঁহার স্থান।আবুল ফজল, ফৈজী অপেক্ষা চারি বৎসরের কনিষ্ঠ। তিনি ১৫৫১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে আগ্রানগরে জন্ম গ্রহণ করেন; পিতার যত্নে তাঁহার বাল্য শিক্ষার কোনরূপ ক্রটী হয় নাই।

আবুল ফজল দিবানিশি নির্জ্জনে মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। বালকের এই গভীর সাধনা বিফল হয় নাই। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর মাত্র, তখনই তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান দর্শন করিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ফৈজীর অসাধারণ কবিত্ব ইতি মধ্যে গুণগ্রাহী সম্রাট আকবরের অনুগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ফৈজীকে সভাসদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফৈজী রাজানুগ্রহলাভ করিয়া অতিশয় প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। আবুল ফজলের বয়ঃক্রম যখন সপ্তদশ বৎসর, তখন ফৈজী তাঁহাকে সম্রাটের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহার গুণ-গ্রাম ও গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে আকবর মুগ্ধ হইলেন। বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি অসাধারণ শাস্ত্র জ্ঞানের জন্য গৌরবান্বিত "আল্লামী" উপাধি-লাভ করিলেন। ক্রমে সম্রাট সভায় তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইল। সংসারে গুণের আদর সর্ব্বত্র। আবুল ফজল বিদ্বান, বুদ্ধিমান, উদার, ন্যায়পরায়ণ, সদ্বিবেচকও ধীর প্রকৃতি ছিলেন। আকবরের নিকট গুণবানের আদর যথেষ্ঠ, তাঁহার সভায় আবুল ফজলের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আকবর তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সম্রাট যখন বাঙ্গলা ও বিহার অধিকার জন্য গমন করিয়াছিলেন; তখন আবুল ফজল আগ্রাতে ছিলেন। সম্রাট তাঁহার বিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা বিহার অধিকৃত হইলে, যখন তিনি বিজয় গৌরবে ভূষিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন; তখন পণ্ডিতবর আবুল ফজল কোরাণ শরীফের আয়তু-উল-কুরসি (বিজয় পরিচ্ছদ) নামক পরিচ্ছদের টীকা

লিখিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার উপহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

আবুল ফজল একজন উদার প্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ। তিনি রাজ্যের উন্নতি ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে সম্রাটকে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত বিধানানুসারে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উদার নৈতিক শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল এক হাজার সৈন্যের মুনসব নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি দিল্লীর দেওয়ানী পদলাভ করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতা পরলোক গমন করায়, মাতৃভক্ত আবুল ফজল অত্যন্ত শোকাকুল হন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি দুই হাজার সৈন্যের মুনসব পদে উন্নীত হন। ক্রমে ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। রাজকুমার সেলিম দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া একাধিকবার বিদ্রোহী হন; পিতার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন অধিকার করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। কিন্তু প্রভুভক্ত মন্ত্রী আবুল ফজল প্রতিবারেই তাঁহার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতেন। সেলিম তজ্জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। একবার তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সম্রাট আবুল ফজলের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তিনি পুনরায় সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে আবুল ফজল কালীয় দমন এবং মহা ভারতের কিয়দংশ পারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তদীয় পিতা মোবারক মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহার পর দুই বৎসর অতি বাহিত না হইতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিবর ফৈজী ও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। গুণবান পিতা এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের পরলোক গমনে তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল।

আবুল ফজল ক্রমে আড়াই হাজারী মুনসেব পদে উন্নতি লাভ করিলেন। এই সময় দক্ষিণাপথে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। সোলতান মোরাদ দক্ষিণাপথের শাসন কর্ত্তা; তিনি অধিকাংশ সময় আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন, শাসন কার্য্য নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। বাহাদুর খাঁ বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। এই সকল গোলযোগ নিবারণের জন্য সম্রাট আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। অত্যাচার ও অনিয়মে রাজকুমার মোরাদের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল; শাহপুরের নিকট তিনি জীবন লীলা সম্বরণ করিলেন। আবুল ফজল উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে বিষম গোলযোগ; তিনি অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করিলেন। অল্পদিন মধ্যে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি বৈতালা, তানমুট এবং শতনন্দা অধিকার করিয়া মোগল রাজ্যভুক্ত করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে নির্ব্বাপিতপ্রায় বহ্নি পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। খান্দেশে যুদ্ধ বাধিল। আকবর তখন উজ্জয়িনীতে ছিলেন, বাহাদুর শার অধিকৃত আসির গড় অধিকার করা তাঁহার একান্ত বাসনা। কুমার দানিয়েল আহম্মদনগর আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। আবুল ফজল সম্রাটের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার সহিত আসির গড় অধি-কার করিলেন। আবুল ফজল যখন আসির গড় অবরোধ করিয়াছিলেন: তখন দুর্গাধিপতি বাহাদুরশাহ তাঁহার নিকট বহু মূল্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া-ছিলেন। এই সময় তিনি চারি সহস্র সৈন্যের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। তৎপর তিনি নাসিক, জালনহপুর এবং নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ জয় করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন।

সংসার স্বার্থপরতায় পূর্ণ! এখানে স্বার্থের জন্য মানুষ কিনা করিতে পারে? আবুল ফজলের খ্যাতিপ্রতিপত্তি তাঁহার অনেক শত্রু উৎপাদন করিয়াছিল। যুবরাজ সেলিম তন্মধ্যে প্রধান। সম্রাট যখন আসিরগড় যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; তখন যুবরাজ একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। আকবর আগ্রায় প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সদ্ভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। সেলিম অল্পদিন পরে এলাহাবাদে গমন করিয়া পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। সুচতুর সম্রাট দেখিলেন, গতিক বড় ভাল নহে, রাজকর্ম্মচারিগণের অনেকেই গোপনে গোপনে সেলিমের পক্ষপাতী, একমাত্র আবুল ফজল প্রকৃত বিশ্বাসী, তখন তিনি দাক্ষিণাপথ বিজয়ে নিযুক্ত; আকবর তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। সেলিম তাহা অবগত হইয়া চিন্তিত হইলেন। আবুল ফজল সম্রাটের অকপট বিশ্বাসী ভৃত্য। কোনরূপ প্রলোভন দ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করা সম্ভবপর নহে। সেলিম ভাবিতে লাগিলেন, আবুল ফজলের প্রাণনাশ ভিন্ন অন্য উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না; অগত্যা তাহাই স্থির হইল।

আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন কালে বুন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত উচণ্ডা (১) নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিতে হইবে। বীর সিংহ (২) নামক ক্ষত্রিয় রাজা তখন উচণ্ডার সিংহাসনে অধিরূঢ়। সম্রাট আকবরের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। সেলিম তাঁহাকে হস্তগত করিয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সেলিম দিল্লী

---

(১) কেহ কেহ বলেন, বোচ্ছন

(২) জাহাঙ্গীর স্বরচিত জীবন বৃত্তে এই রাজার নাম নরসিংহ লিখিয়াছেন।

সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, বীরসিংহ তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন না। ওদিকে আবুল ফজল স্বীয় পুত্র আব্দুররহমাণের প্রতি সমস্ত সৈন্যের ভার অর্পণ করিয়া আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সামান্য সংখ্যক অনুচর, তিনি নিঃসন্দেহ চিত্তে অগ্রসর হইতেছিলেন। যখন উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন; তখন তথাকার লোকেরা তাঁহাকে যুবরাজের দুরভিসন্ধির কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সরাইবার নামক স্থানের নিকটে বীরসিংহের লোকেরা অকস্মাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী অন্ত্রী নামক স্থানে সম্রাটের তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। অনুচর গদাই খাঁ তাঁহাকে সেই স্থানে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিল। কারণ অল্প কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া বহু সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া বাতুলতা, মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু শত্রুর ভয়ে পলায়ন করা কাপুরুষের কাজ, আবুল ফজলের বীর হৃদয়ে ঈদৃশ ঘৃণ্য প্রবৃত্তি ক্ষণকালের জন্যও স্থান পাইল না। জীবন অনিত্য, যশ চিরস্থায়ী। কাপুরুষতার কলঙ্ক মস্তকে লইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সম্মুখ সমরে জীবনাহুতি প্রদান করা তিনি গৌরবের বিষয় জ্ঞান করিলেন। অতএব পলায়ন করা হইল না। দেখিতে দেখিতে শত্রুগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিলেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট আকবরের সভার উজ্জ্বলতম রত্ন, অদ্বিতীয় পণ্ডিত আবুল ফজলের প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিল। শত্রুগণ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া এলাহাবাদে সেলিমের নিকট পাঠাইয়া দিল।

এ দিকে আকবর আবুলফজলের আগমন প্রতীক্ষায় উৎগ্রীব

ছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ তিনি প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত মন্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে সদাশয় সম্রাটের হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি পুত্র শোকেও এত কাতর হন নাই। কয়েকদিন পর্য্যন্ত তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ অথবা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন নাই। যখন তিনি শুনিলেন, সেলিম এই অনর্থের মূল কারণ, তখন আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন, "সেলিমের যদি রাজ্যলাভেরই বাসনা ছিল, তবে আমাকে কেন হত্যা করিল না? আবুলফজল জীবিত থাকিলে আমি সুখী হইতাম।" সম্রাট আবুলফজলকে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা এই উক্তিতে বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক, আকবর দুরাত্মা বীরসিংহকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি আবুলফজলের পুত্র, রাজা পাত্রসিংহ, রাজা রাজসিংহ প্রভৃতি সেনাপতিকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কয়েকটি যুদ্ধে বীরসিংহ পরাজিত হইলেন। সম্রাটের প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধে তিনি কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারেন? তাঁহার জ্বলন্ত ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইবার ভয়ে বীরসিংহ একস্থান হইতে অন্যস্থানে পলায়ন করিয়া অবশেষে একটি দুর্গে আশ্রয় লইলেন, অচিরে সম্রাটসৈন্য কর্ত্তৃক সেই দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। বীরসিংহ রজনীর অন্ধকারে গভীর অরণ্যে পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিলেন। অল্পদিন মধ্যে আকবর মানবলীলা সম্বরণ না করিলে বীরসিংহ কিছুতেই তাঁহার ভীষণ কোপানল হইতে নিস্তার পাইতেন না। আবুলফজলের পুত্র আব্দুররহমান পিতার মৃত্যুর পর একাদশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

আবুলফজল অতি বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা বর্ণনাতীত। তিনি শত্রুর প্রতিও কটুবাক্য প্রয়োগ করি-

তেন না। তঁহার উদার প্রকৃতির নিকট হিন্দু মুসলমানে ভেদজ্ঞান ছিল না। যাহা সত্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহাই তাঁহার নিকট আদরণীয় ছিল। তাঁহার এইরূপ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তুল্য ব্যবহার ও উদার প্রকৃতির জন্য অনেক গোঁড়া মুসলমান তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; কেহ কেহ তাঁহাকে অমুসলমান, কেহ কেহ বা নাস্তিক পর্য্যন্ত বলিতেন। কিন্তু আবুলফজল তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মত অতি উদার ছিল। তিনি ন্যায় ও বিবেকের বশীভূত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতেন এবং সকলের সহিত সদ্ভাব ও প্রণয় রক্ষা করিয়া চলিতেন। দাসদাসিগণের প্রতিও সদয় ব্যবহার করিতে ত্রুটী করিতেন না। তিনি নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার সময় বিশেষরূপে তাহার পরীক্ষা লইতেন। কিন্তু যাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; অতি গুরুতর অপরাধ না পাইলে তাহাকে আর কর্ম্মচ্যুত করিতেন না। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একবার চাকর নিযুক্ত করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করিলে লোকে সেই প্রভুকে লোকচরিত্রে অজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করে। আবুল-ফজলের আহার করিবার শক্তি যথেষ্ট ছিল; তিনি প্রত্যহ ২২ সের পরিমিত খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতেন। বিবিধ উপাদেয় খাদ্য না হইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। আহারের সময় পুত্র আব্দুররহমান পরিবেশকের কার্য্য করিতেন এবং প্রধান পাচককে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইত।

তিনি রাজনীতি ও সমরনীতির চর্চ্চায় অনেকদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার দক্ষতা নিতান্ত কম ছিল না। কি বিদ্বৎ সমাজে, কি মন্ত্রণা-কক্ষে, কি রণক্ষেত্রে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিভা বিকসিত হইয়াছিল। কতিপয় যুদ্ধে তিনি রণকৌশলেরও

বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে আকবরের প্রধান সচিবের পদলাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রধানকীর্ত্তি সাহিত্য-জগতে; ভারতীয় মুসলমান গদ্য লেখকের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি গভীর পাণ্ডিত্য, প্রাঞ্জল ও সতেজ রচনার জন্য সাহিত্যিক সমাজে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে (১) আকবরনামা ও তদন্তর্গত আইন-আকবরী (২) মোক্তবাতে আল্লামী (৩) আইয়ার-ই-দানিস (৪) রেসালাহ্-ই-মোনাজাত (৫) জামে-উল-লোগাত এবং (৬) কশ্কোল প্রসিদ্ধ। বোখারার অধিপতি আব্দুল্লা একবার বলিয়াছিলেন,—আকবরের তীর অপেক্ষা আবুলফজলের লেখনীকে তিনি অধিকতর ভয় করেন।

আবুলফজলের পাণ্ডিত্য ও বাল্য প্রতিভার বিষয়ে একটি গল্প আছে। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর, তখন একখানি প্রয়োজনীয় পারসি পুস্তকের অর্দ্ধাংশ অগ্নিতে পুড়িয়া যায়; প্রত্যেক পৃষ্ঠার লম্বালম্বি অর্দ্ধাংশ দগ্ধ হইয়াছিল, আবুলফজল সেই পুস্তক পূর্ব্বে কখন পাঠ করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রত্যেক পৃষ্ঠার সঙ্গে জোড়া দিয়া প্রত্যেক পংক্তির অর্দ্ধাংশ রচনা করিলেন। পরে এক খানি আসল পুস্তক পাইলে মিল করিয়া দেখা গেল, তাঁহার লিখিত পুস্তকে দুই এক স্থলে নূতন শব্দ ও পাঠ সন্নিবেশিত হইলেও ভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বালকের ঈদৃশ অসাধারণ ক্ষমতা দর্শনে সকলে আশ্চর্য্য হইলেন।

এতদ্দেশীয় সমালোচকগণ একবাক্যে আবুলফজলের রচনার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। কিন্তু এলফিনষ্টোন প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে অতিশয় স্তুতিবাদক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে প্রাচ্য ভাষাবিদ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব প্রতিবাদ করিয়া উক্ত মতের ভ্রম দর্শাইয়াছেন এবং ডৌসন সাহেবও ব্লকম্যানের মতের পোষকতা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক আসাদবেগ লিখিয়াছেন—"আবুলফজল সমসাময়িক প্রতিভান্বিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন; তিনি তৎকালের একটি দুর্ল্লভ রত্ন।"

গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী অন্ত্রি নামক স্থানে মহাপুরুষ আবুল-ফজলকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। তাঁহার সমাধির ভগ্নাবশেষ এক্ষণ পর্য্যন্ত কালের অত্যাচার সহ্য করিয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

খাঁ বাহাদুর খোদাবক্স।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ছাপড়া জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে খোদাবক্স জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কিন্তু তাঁহারা জ্ঞানালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাজী হায়বৎ উল্লার নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য; তিনি "ফতওয়াই আলমগিরী" নামক বিখ্যাত হাদিসের সঙ্কলন কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। খোদাবক্সের পিতার নাম মোহাম্মদ বক্স, তিনি পাটনায় ওকালতি করিতেন। অর্থ সঞ্চয় অপেক্ষা জ্ঞানা-লোচনার প্রতি তাঁহার অধিক টান ছিল। সুতরাং তিনি সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন নাই। পুত্র খোদাবক্স প্রাচীন হস্তলিপি সংগ্রহের জন্য যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, পিতা মোহম্মদ বক্স

তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে পঞ্চদশ শত আরবি ও পারসি হস্তলিখিত পুথি রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং পুত্রকে মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে ডাকিয়া আদেশ করিয়াছিলেন, "বৎস, জীবনে যথাসাধ্য আরবি ও পারসি হস্তলিপি সংগ্রহের চেষ্টা করিও এবং পুস্তকালয়ের জন্য একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণকে দান করিও।" পিতৃভক্ত খোদা-বক্স জীবনের অন্তিম সময় পর্য্যন্ত কখন পিতৃ আজ্ঞা পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সেই জ্বলন্ত সাধনার ফল বাঁকিপুরের প্রসিদ্ধ খোদাবক্স লাইব্রেরী।

খোদাবক্স বাল্যকালে আরবি ও পারসি ভাষা অধ্যয়ন করিয়া পাটনায় ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; তৎপর কলিকাতায় প্রেরিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যে মোহাম্মদ বক্স পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। সংসারের অবস্থাও ভাল নহে। সুতরাং খোদাবক্সকে বাধ্য হইয়া পড়া বন্ধ করিতে হইল। তিনি তখন বাঁকিপুরে ফিরিয়া গিয়া চাকুরির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে এক মুন্সেফি আফিসে কাজের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে অনেক চেষ্টায় তিনি পাটনার জজের পেস্কার হইলেন। কিন্তু অধিক দিন তথায় কাজ করিতে পারিলেন না। জজের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সে কাজ পরিত্যাগ করিলেন। তৎপর তিনি স্কুল ডিপুটী ইন-স্পেক্টর নিযুক্ত হন, কিন্তু পরাধীন চাকুরি অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসায় ওকালতির প্রতি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল; পোনর মাস কাজ করার পর সে পদও পরিত্যাগ করিলেন এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ওকালতি পাশ করিয়া বাঁকিপুরে ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন।

অল্পদিন মধ্যে ওকালতিতে তাঁহার যথেষ্ট পসার হইল। শুনা যায়, ওকালতি আরম্ভ করিবার প্রথম দিনই তিনি ১০১ খানা ওকালত নামা

দস্তখত করিয়াছিলেন। ক্রমে চতুর্দ্দিকে তাঁহার সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আয় ও যথেষ্ট বৃদ্ধি হইল। তিনি সরকারী উকিল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। তিনি প্রত্যহ বহু সংখ্যক মোকর্দ্দমা করিতেন কিন্তু তজ্জন্য বাটীতে খাটিবার আবশ্যক হইত না। একবার মাত্র নথি দেখিয়াই তিনি প্রস্তুত হইতে পারিতেন। তাঁহার কার্য্যে বিচারকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন একবার হাইকোর্টের জনৈক জজ বাঁকিপুরে বেড়াইতে গিয়া আদালতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সবজজী দিতে চাহিয়াছিলেন, এবং ষ্টাটুটারি সিবিলিয়ান করিবার ও আশ্বাস দিয়াছিলেন কিন্তু খোদা বক্স তৎকালে বাঁকিপুরের প্রসিদ্ধ উকীল, তাঁহার বিপুল আয় সুতরাং তিনি চাকুরি স্বীকার করেন নাই। ইহার অনেক দিন পরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যে যুবক একদিন মুন্সেফি আদালতে সামান্য কেরাণীগিরি কার্য্যের জন্য লালায়িত, আজ তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রধান মিত্ররাজ্যের চিফজষ্টিস! অধ্যবসায়ের জলন্ত পুরস্কার!! উন্নতি মার্গের ক্লান্ত পথিক, নিরাশার ভীষণ ভ্রূকুটি দর্শনে ভীত হইও না, অন্ধ অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিও না। ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া অধ্যবসায়ের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, করুণাময় ভগবান সাহায্যের হস্ত বিস্তার করিবেন, অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইতে না পার, অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিবে।

খোদাবক্স মান সম্ভ্রম পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ওকালতির কাজের ভিড়ে অথবা জজিয়তির গুরুতর দায়িত্বের মধ্যে তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন

না। তিনি স্কুল কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হইয়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে তাঁহাকে সম্মানের সাটিফিকেট প্রদান করিয়াছিলেন। যখন এতদ্দেশে প্রথম স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি পাটনা মিউনিসিপালিটী এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রথম ভাইসচেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি খাঁ বাহাদুর এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হায়দরাবাদ হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস পদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় পাটনায় ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মতিভ্রমও ঘটিয়াছিল। অবশেষে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট সোমবার খোদাবক্স আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং পাটনাবাসী সর্ব্বসাধারণকে অকূল শোক সাগরে নিক্ষেপ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছেন। খোদাবক্স তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ আবুল হোসেন, (বারিষ্টার) কলিকাতা ছোট আদালতের বিচারপতির কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ সালেহ উদ্দীন, এম, এ, বি, সি, এল (অক্সফোর্ড) পাটনার প্রসিদ্ধ বারিষ্টার, তিনি আরবি পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র মিঃ শিহাব উদ্দীন পুলিশের ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আরবি ও পারসি প্রাচীন হস্তলিপি সম্বন্ধে তাঁহারও বেশ জ্ঞান আছে। তৃতীয় পুত্র মাহি উদ্দীন এফ, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, কনিষ্ঠ পুত্র ওয়ালি উদ্দীন পিতার মৃত্যুকালে স্কুলে পড়িতেন।

এক্ষণ আমরা খোদাবক্সের পুথি সংগ্রহ এবং লাইব্রেরী স্থাপনের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই লাইব্রেরী বাঁকিপুরে অবস্থিত।

খোদাবক্স আশি হাজার টাকা ব্যয়ে পুস্তকের জন্য একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ঘরটি রাজবাড়ীর মত সাজান, চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত বারান্দা, মেজেগুলি মার্ব্বল প্রস্তরে আবৃত এবং নানা কারুকার্য্যখচিত। তিনি ভারতের নানা স্থান, এমন কি সুদূর আরব, সিরিয়া, মিসর, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে পুরাতন আরবি ও পারসি হস্তলিপি এবং চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজধানী ভিন্ন এমন সংগৃহীত পুথি অন্য কোথায় নাই। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ হাজার হস্তলিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য প্রায় চারি লক্ষ টাকা। তদ্ভিন্ন এই পুস্তকালয়ে প্রায় এক লক্ষ টাকার ইংরাজী পুস্তক ও চিত্র আছে। তিনি বিলাতের একটী সম্পূর্ণ লাইব্রেরী নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সমস্ত হস্তলিপি, পুস্তক, ছবি, অট্টালিকা এবং জমি তিনি সাধারণের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার পুথি সংগ্রহের বিবরণ কৌতূহলপূর্ণ। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান করিতেন এবং তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। মুসলমান রাজত্ব কালে নানাস্থান হইতে উৎকৃষ্ট পুথি সকল বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইত, বাদশাহগণ তাহা শত শত মুদ্রায় ক্রয় করিতেন। কতক বা আমীর ওমরাহগণের হস্তগত হইত। এইরূপে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীর বাদশাহি কোতবখানা (পুস্তকালয়) এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং মুল্যবান গ্রন্থে পূর্ণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার কিয়দংশ লক্ষ্ণৌয়ের নওয়াবগণ হস্তগত করেন। যখন সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত হইয়াছিল; তখন সেই সকল গ্রন্থ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। খোদাবক্স অসাধারণ চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিতে থাকেন। তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে মোহাম্মদ মকি নামক একজন সুচতুর আরবকে এই কার্য্যে নিযুক্ত

করেন এবং অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদ্বারা নানাস্থান হইতে পুথি সংগ্রহ করেন। মোহাম্মদ মকি আরব, পারস্য, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া অনেক দুস্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন।

খোদাবক্সের পুথি সংগ্রহের বিষম নেশা ছিল। প্রসিদ্ধ প্রাচ্য ভাষাবিদ প্রফেসার ব্লকম্যান সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার সংগৃহীত পুথি নিলাম হয়। খোদাবক্স তাহা শ্রবণ মাত্র কলিকাতা গিয়া সেই সকল পুথি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী ঐ সকল পুথি ক্রয় জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু দামের আড়াআড়ি করিয়া তিনি খোদাবক্সের সহিত জিতিতে পারেন নাই। একবার খোদাবক্স হায়দরাবাদ হাইকোর্ট হইতে বাসায় প্রত্যাগমন কালে এক মুদির দোকানে ময়দার বস্তার উপর কতকগুলি জীর্ণ পুথি দেখিতে পান। মুদি উহা পুরাতন অকেজো কাগজ মনে করিয়াছিল কিন্তু যখন তিনি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন সে ২০৲ টাকা মূল্য চাহিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই মূল্যে তাহা ক্রয় করিলেন। তন্মধ্যে একখানি অপ্রাপ্য আরবি জীবনী ছিল। নিজাম বাহাদুর তাহা অবগত হইয়া চারি শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু খোদাবক্স বিক্রয় করেন নাই।

তিনি যে সকল আরবি, পারসি হস্তলিপি এবং পুরাতন ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এতদ্দেশে দুস্প্রাপ্য। ইউরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় ভিন্ন তদ্রুপ সংগ্রহ আর কোথায়ও নাই। তন্মধ্যে অনেকগুলি পুথি ইউরোপেও পাওয়া যায় না। তাঁহার এই অসাধারণ চেষ্টার ফলে ভারতের অনেক রত্নরাজি, মুসলমানের জ্ঞান গৌরবের নিদর্শন ভারতে রহিয়াছে। তাহা না হইলে হয় ত সেগুলি এতদিন অযত্নে বিনষ্ট হইত অথবা সুদূর ইউরোপের লাইব্রেরী সমুহে সংগৃহীত হইয়া

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিত। আমরা এখনও খোদাবক্সের দানের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তাই একজন ইংরাজ পণ্ডিত তাঁহার লাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়া আক্ষেপ করতঃ বলিয়াছিলেন,—"খোদাবক্স পুস্তকের জন্য কি সুন্দর গোর প্রস্তুত করিয়াছেন, ইউরোপে হইলে এই লাইব্রেরীতে প্রত্যহ শত শত লেখক তত্ত্বান্বেষণে নিযুক্ত থাকিতেন কিন্তু এখানে একটিও পাঠক দেখিতেছি না।" দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের এমন দিনের কি পরিবর্ত্তন হইবে না? যখন জ্ঞানালোচনার প্রতি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, যখন তাঁহারা প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা আরম্ভ করিবেন, তখন এই অমূল্য দানের গৌরব উপলব্ধি হইবে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর দিল্লীর দরবার হইতে প্রত্যাগমনকালে খোদাবক্স লাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়া পারস্য কবির ভাষায় বলিয়াছিলেন :—

"আগর্ ফের্ দৌস্ বরুয়ে জমিনস্ত
হামিনস্ত ও হামিনস্ত ও হামিনস্ত।"

অর্থাৎ ধরাতলে যদি স্বর্গলোক থাকে ; তাহা এখানে, তাহা এখানে তাহা এখানে।

এই পুস্তকালয়ে যে সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। বাদশাহ জাহাঙ্গীর অদৃষ্ট গণনার জন্য হাফেজের এক খণ্ড পদ্যাবলী ব্যবহার করিতেন। আবশ্যক মত পুস্তকখানি হঠাৎ খুলিয়া প্রথম যে পংক্তিতে দৃষ্টি পড়িত, তাহার মর্ম্মানু-সারে ভবিষ্যৎ গণনা করিতেন এবং গণনার তারিখ ও ফলাফল স্বহস্তে সেই স্থানে লিখিয়া রাখিতেন। গোরক্ষপুরের মৌলবী সোবহান উল্লা খাঁ সেই গ্রন্থখানি এই লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়,

বাঁধিবার সময় দপ্তরির অনবধানতায় মার্জ্জিনে বাদশাহের হস্তাক্ষর এক ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে।

আওরঙ্গজেবের মুন্‌শী এনায়েত উল্লা খাঁর প্রণীত "আহকামে আলমগিরী" একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। পাটনার নওয়াব তাহা খোদাবক্স লাইব্রেরীতে উপহার দিয়াছেন। এইরূপে অনেক অমূল্য গ্রন্থ এখানে সংগৃহীত হইতেছে।

তুরস্কের সোলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ কর্ত্তৃক কনষ্টাণ্টিনোপল ও অন্যান্য দেশবিজয়ের বিবরণ লইয়া এক মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার তাহা ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে সোলতান তৃতীয় মোহাম্মদকে উপহার দিয়াছিলেন। একখানি ব্যতীত এই গ্রন্থের আর দ্বিতীয় খণ্ড ছিল না। ঘটনাক্রমে তাহা অপহৃত হইয়া ভারতে আসে এবং এক্ষণে খোদাবক্স লাইব্রেরীতে স্থান পাইয়াছে। প্রসিদ্ধ পারসি লেখক নূর আলীর লিখিত জামির কাব্য "ইউছফ্ জেলেখা", শাহ্ জাহানের স্বাক্ষরযুক্ত দুইখানি পুথি, দারা শিকোর স্বহস্ত লিখিত "সফিনৎ উল আউলিয়া" (সাধুচরিত), রণজিৎ সিংহের সৈনিক বিভাগের হিসাবের বই, আকবরজননী হামিদাবানুর মোহরযুক্ত হাতিফির কাব্য "শীরীন্ ও খস্রু", জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, সচিত্র তাইমুর বংশের ইতিহাস প্রভৃতি বহুসংখ্যক দুষ্প্রাপ্য ও আশ্চর্য্য গ্রন্থ খোদাবক্স সংগ্রহ করিয়াছেন। হস্তলিপি সকল নানা দেশের, নানা সময়ের এবং নানা প্রকার কাগজে লেখা। এক কথায় বলিতে গেলে ভারতবর্ষের মধ্যে জ্ঞানালোচনার এমন সুন্দর আলয় আর দ্বিতীয় নাই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়া বড্‌লি সাহেব জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাত্মা খোদাবক্স ভারতের বড্‌লি। পুস্তকালয়ের জন্য তাঁহার নাম ও ভারতে চিরস্মরণীয় রহিবে।



খলিফা হারুণ অর্‌রশিদ।

আসুন পাঠক পাঠিকা, আমরা নৃপ-কুল-তিলক, আব্বাস বংশের উজ্জ্বলরত্ন; বোগদাদের খলিফা শ্রেষ্ঠ হারুণ অর্‌ রশিদের মহৎ জীবনের দুই চারিটি বিষয় আলোচনা করিয়া ধন্য হই।

হারুণ অর রশিদ খলিফা মেহদির দ্বিতীয় পুত্র। তিনি পিতার মৃত্যুকালে নিকটে ছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মুসা অন্যত্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। হারুণ যেরূপ বিবিধগুণের আধার ও সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন, তাহাতে ইচ্ছা করিলে তিনিই পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল মহদন্তঃকরণে পার্থিব রাজসিংহাসনের জন্য ক্ষণকালের নিমিত্ত ও তাদৃশী নীচাশয়তার কালিমা স্পর্শ করে নাই। তিনি পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনুপস্থিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মূসা অল্‌ হাদিকে খলিফা ঘোষনা করিয়া স্বয়ং প্রথমে তাঁহার প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শনের শপথ করিলেন এবং তাঁহার নিকট রাজ নামাঙ্কিত মোহর, পয়গম্বরের যষ্টি ও জামা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু হারুণ অর্‌ রশিদ জ্যেষ্ঠের প্রতি এই ভক্তি ও সদাশয়তার উপযুক্ত প্রতিদান প্রাপ্ত হন নাই। হাদি তদীয় পুত্র জাফরকে স্বীয় উত্তরাধিকারী করিতে ইচ্ছাকরিয়াছিলেন। তিনি হারুণ ও তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ইয়াহিয়া বিন্‌ খালেদ বারমেকিকে প্রধান অন্তরায় জ্ঞান করিতেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি হারুণ ভ্রাতার দুরভিসন্ধি হইতে আত্মরক্ষার

মানসে রাজসভার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় হাদির সুমতি হইয়াছিল। তিনি হারুণকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর হারুণ ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বোগদাদের খলিফীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। জাফর স্বেচ্ছায় স্বীয় দাবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা হারুণের রাজত্ব এসিয়ায় আরব শাসনকালের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও সুখসচ্ছন্দতা পূর্ণ। পৃথিবীর আদর্শ নরপতিগণের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে চিরস্মরণীয় আছে তিনি যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ, মিতাচারী, পবিত্র স্বভাব ও দানশীল ছিলেন তদ্রূপ রাজোচিত গুণগ্রাম ও শৌর্য্যবীর্য্যের আধারস্বরূপ ছিলেন। সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে মহাপুরুষের ন্যায় ভক্তি করিত এবং তাঁহার পবিত্র স্বভাব ও উন্নত চরিত্র সকলের আদর্শ স্থানীয় ছিল। তিনি একজন স্বভাববীর ছিলেন এবং শিক্ষাদ্বারা সেই বীরত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ, প্রজাসাধারণ ও দেশের আভ্যান্তরিক অবস্থা, সীমান্ত প্রদেশ ও গিরিশঙ্কট সকল পরিদর্শন করিতেন। রাজকার্য্য নির্ব্বাহে তাঁহার আলস্য ও শৈথিল্য মাত্র ছিল না। কথিত আছে, রজনীর অন্ধকারে যখন জগৎ আচ্ছন্ন হইত, যখন আপামর সাধারণ বিশ্রামদায়িনী নিদ্রারক্রোড়ে শান্তিলাভ করিত, তখন তিনি অন্য কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশাল বোগদাদনগরীর রাজপথে ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিতেন এবং যেথান হইতে প্রপীড়িতের আর্ত্তনাদ ও বিপন্নের করুণধ্বনি উত্থিত হইত; সেখানে স্বর্গীয় দূতের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া, অত্যাচারীর অত্যাচার দমন ও বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিতেন। তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের এক

প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পথিক, বণিক ও তীর্থযাত্রিগণ নিরাপদে ভ্রমণ করিত, কেহ তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিতে সাহসী হইত না। তাঁহার সাম্রাজ্য মস্‌জেদ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পান্থশালা, রাজপথ, সেতু ও খাল দ্বারা পরিবৃত হইয়া প্রজাসাধারণের সুখ স্বচ্ছ-ন্দতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। তিনি সাহিত্য ও বিবিধকলা শাস্ত্রের উন্নতি জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ চরিত্র ও স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

উপযুক্ত কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; এবং তাদৃশ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি ও শাসন দক্ষতা তাঁহার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ইয়াহিয়া বিন খালেদ-বারমেকি তাঁহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হারুণ-অর্‌রশিদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। তিনি যেমন একজন আদর্শ নরপতি, তদীয় মন্ত্রীও তেমনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ও রাজ্যশাসননিপুণ মহাপুরুষ। হারুণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। বৃদ্ধবয়সে ইয়াহিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তদীয় উপযুক্ত পুত্র জাফর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া পিতার ন্যায় দক্ষতাসহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া-ছিলেন।

মরিটানিয়া প্রদেশ অনেকদিন পূর্ব্বে আব্বাসবংশীয়গণের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। আফ্রিকার শাসনকর্ত্তৃগণ অনেকবার পশ্চিম আফ্রিকা পুনরধিকারের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৭০ হিজরী পর্য্যন্ত এজিদবিন্‌হাতেমমুহাল্লিবি আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা রুহ, হারুণঅররশিদ কর্ত্তৃক ১৭১ হিজরী অব্দে শাসন কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু সৈন্যগণ রুহের পুত্রের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, শাসনকর্ত্তা সেই বিদ্রোহদমনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। খলিফা তখন প্রসিদ্ধ সেনাপতি হারসামাকে বিদ্রোহদমনে প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহদমন হইল। হারসামা আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তিন বৎসর কার্য্য করিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় কার্য্য পরিত্যাগ করিলে অপর একজন শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হইলেন। কিন্তু তিনি সেই অশান্ত প্রদেশ শাসন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না। এতদিন আফ্রিকা প্রদেশের দ্বারা সাম্রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, আফ্রিকার ব্যয়ভার নির্ব্বাহ জন্য মিসরের রাজস্ব হইতে বার্ষিক এক লক্ষ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা বিশেষ) প্রদত্ত হইত। আবেলাখের পুত্র ইব্রাহিম হারুণঅর্‌রশিদের নিকট প্রস্তাব করিলেন, যদি আফ্রিকার শাসনভার বংশানুক্রমে তাঁহাকে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত প্রদেশের শাসন ও শান্তিরক্ষা জন্য কোনরূপ আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। বরং প্রতি বৎসর রাজকোষে চল্লিশ সহস্র দিনার কর স্বরূপ প্রদান করিবেন। ভূতপুর্ব্ব শাসনকর্ত্তা আফ্রিকার আভ্যান্তরিক অবস্থা ও শাসন সমস্যা অবগত ছিলেন, তিনি খলিফাকে ইব্রাহিমের প্রার্থনায় সম্মত হইতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে ইব্রাহিম স্থায়ীরূপে উক্ত প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। কেবল উত্তরাধিকারিত্ব খলিফার অনুমোদন সাপেক্ষ রহিল।

এশিয়ার অন্তর্গত দেশসমূহের শাসনভার এক একটি নির্দ্দিষ্ট বংশের প্রতি অর্পিত ছিল এবং শাসনকার্য্য নিরাপদে ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছিল। ১৭১ হিজরী অব্দে কাবুল ও সানহার প্রদেশ অধিকৃত হইল এবং খলিফীয় সাম্রাজ্যের সীমা পূর্ব্বে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। এই সময় এশিয়া মাইনরের সীমান্ত প্রদেশগুলি পৃথক করিয়া খলিফা তাহাতে একজন সৈনিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত

করিলেন। সিলিসিয়া প্রদেশের অন্তর্গত টারসাস্‌নগরে বিখ্যাত দুর্গ নির্ম্মিত হইল।

হারুণঅর্‌রশিদের মাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। তাঁহার মাতা; সম্রাজ্ঞী খায়জুরাণ অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও রাজকার্য্য নিপুণা রমণী ছিলেন। স্বামীর রাজত্বকালে শাসন বিষয়ে তাঁহার অনেক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র হাদি তাঁহাকে সকল ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মাতৃভক্ত হারুণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জননীকে পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী খায়জুরান পুত্রকে শাসন-কার্য্যে সাহায্য করিতেন। এমন কি বিচক্ষণ মন্ত্রী ইয়াহিয়া জটিল রাজকার্য্য তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত নির্ব্বাহ করিতেন না। তিনি ৭৮৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পরম মাতৃভক্ত রশিদ তাঁহার বিয়োগে অনেকদিন শোকে অভিভূত ছিলেন।

খলিফা হারুণঅর্‌রশিদের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজকুমারদিগের সুশিক্ষার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন; এবং বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগকে রাজ্যশাসনে অভিজ্ঞ করিবার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম অল্‌আমিন। হিজরী ১৭৫ অব্দে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর; তখন সম্রাজ্ঞী জোবেদার অনুরোধে খলিফা তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লা-আমিনের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হন এবং খলিফা তাঁহাকে অল্‌মামুন উপাধি প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্ববিভাগের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। জাফরবিনইয়াহিয়া নামক বিচক্ষণ ব্যক্তি এই যুবরাজের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। মামুনের তীক্ষ্নবুদ্ধি ও সদ্‌-গুণে খলিফা এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ইচ্ছা করিলে খলিফার পরে

সিংহাসনে আরোহণের অনুমতি পাইতে পারিতেন। তৃতীয় পুত্র কাসেম মোতামিন উপাধিলাভ করিয়া মামুনের পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। খলিফার নিকট সম্পর্কীয় ভ্রাতা আব্দুল-মালেকবিন্‌সালেহ্ তাঁহার শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; এবং মেসোপটোমিয়া ও তৎসীমান্ত প্রদেশগুলি কনিষ্ঠ যুবরাজের শাসনাধীন হইয়াছিল। ১৮৬ হিজরী অব্দে খলিফা, রাজকুমার আমিন ও মামুনকে সঙ্গে লইয়া পবিত্র মক্কাশরীফে হজ্জব্রত উদ্‌যাপন জন্য গমন করিয়াছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ কুমার আমিনের চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও অস্থির প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য পুত্রদ্বয়কে, পবিত্র কাবা-মন্দিরে লইয়া দুইখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইলেন; এবং তাঁহারা পিতৃ আদেশের বিরুদ্ধে সিংহাসন লইয়া কোনরূপ বিবাদ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে, তাঁহাদিগের শপথের নিদর্শনস্বরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র দুইখানি কাবা মন্দিরে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। এই সময়ে হারুণ-মহিষী সম্রাজ্ঞী জোবেদা ও স্বামীসহ মক্কাশরীফে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে মক্কায় পানীয় জলের নিতান্ত অভাব ছিল। সদাশয়া জোবেদা এই অভাব দূরীকরণ জন্য প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ দিনার ব্যয়ে একটি খাল খনন করিয়া দিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা "নহ্‌রে জোবেদা" নামে প্রসিদ্ধ থাকিয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

৭৯৯ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১৮৩ অব্দে) অসভ্য খাজার জাতি উত্তরদিক হইতে প্রবলপরাক্রমে আর্ম্মেনিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদিগের পাশব অত্যাচারে ধনধান্যপূর্ণদেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল; প্রজা সাধারণের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা ছিল না। খলিফা দুইজন

প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। খাজারগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

এই বৎসর ইমাম মুসাঅল্‌কাজেম নশ্বর মানব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিলেন। তিনি মদিনা শরীফে বাস করিতেন, এবং সর্ব্বসাধারণের অত্যন্ত ভক্তির পাত্র ছিলেন। হারুণ অর্‌রশিদ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকপ্রিয়-ইমাম পাছে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করেন, তাঁহার অন্তঃকরণে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি হেজাজপ্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে ইমামকে সঙ্গে লইয়া বোগদাদে আসিয়াছিলেন। তথায় একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার-গৃহে ইমামের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই সদাশয়া মহিলার যত্নে ইমামের কোন অসুবিধাভোগ করিতে হয় নাই। পরে তিনি বোগদাদ নগরেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তদীয় পুত্র আলি অর্ রেজা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

৮০৩ খৃষ্টাব্দ (হিজরী ১৮৭ অব্দ) হারুণ অর্‌ রশিদের রাজত্বের একটি শোচনীয় দুর্বৎসর। মন্ত্রীবর বারমেকের প্রতি তাঁহার বিষদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। এই প্রসিদ্ধবংশ সপ্তদশ বৎসর যাবত তাঁহার সাম্রাজ্যের অশেষবিধ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সুশাসন দ্বারা প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাইয়াছিল। সমস্ত উচ্চ রাজ কার্য্যে সেই বংশের অথবা তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তি-গণ নিয়োজিত হইতেন। প্রধান মন্ত্রীর পদ তাঁহাদের একচেটিয়া স্বরূপ হইয়াছিল। এমন কি অনেক বিষয়ে স্বয়ং খলিফাকে পর্য্যন্ত বারমেক বংশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। অতিবৃদ্ধি পতনের

কারণ, এই প্রবাদ বচন সার্থক হইল। কোষাধ্যক্ষ ফজল বিন্‌রবি বারমেক বংশের চির শত্রু, তিনি খলিফার অন্তঃকরণে সন্দেহ-বীজ বপন করিলেন। খলিফা দেখিলেন, বারমেকদিগের আধিপত্য উত্তরো-ত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহাদিগের পতন না হইলে রাজ্যের ভাবী অমঙ্গল সম্ভাবনা। অতএব তিনি তাঁহাদিগের নির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর হইলেন; এবং একদা রাত্রিকালে অকস্মাৎ প্রধান মন্ত্রী জাফরের হত্যার আদেশ প্রদান করিলেন। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী বৃদ্ধ ইয়াহিয়া অপর পুত্রদ্বয়সহ কারা-রুদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের বংশের অন্যান্য ব্যক্তিগণ রাকাদুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। বৃদ্ধ ইয়াহিয়া কারাগৃহেই জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন। খলিফা মামুনের রাজত্বকালে এই বংশের ব্যক্তিগণ উদ্ধারলাভ করিয়া স্বস্ব পদ ও সম্মান পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শোচনীয় ঘটনা দ্বারা হারুণ অর্ রশিদের উন্নত জীবনে কলঙ্ক-কালিমা স্পর্শ করিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বারমেকগণ খলিফা পদের বিলোপ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার কোপানলে পতিত হইয়াছিলেন।

হারুণ অর্ রশিদের রাজত্বকালে খারিজীগণ * অনেকবার বিদ্রোহী হইয়াছিল; কিন্তু প্রায়ই সামান্য চেষ্টায় তাহাদিগের বিদ্রোহ-দমন হইত। একবার এই বিদ্রোহে এক অপরূপ লাবণ্যবতী যুবতীর অপুর্ব্ব বীরত্ব মহিমা প্রকাশ পাইয়াছিল। তারিফের পুত্র বীরযুবক ওয়ালিদ প্রথমে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। খলিফার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। তখন ওয়ালিদের যুবতী ভগ্নী বীর্য্যবতী

---

* মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ; ইহারা প্রথমতঃ হজরত আলীর সৈন্যদলভুক্ত ছিল। তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়া নাহর্‌ওয়ান নামক স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করে এবং খারিজী নামে পরিচিত হইয়া উঠে।

লায়লা প্রাণাধিক সহোদরের জীবননাশের ভীষণ প্রতিশোধ লইতে উন্মত্তা হইলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগের নেত্রীপদ গ্রহণ করিয়া রণ-রঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহার বিদ্যুদ্বর্ণ কমনীয়দেহ কঠিন বর্ম্মে আবৃত হইল। এই বীর রমণীর ভীষণ পরাক্রমে রাজচক্রবর্ত্তী হারুণ অর্ রশিদের সুশিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিল। পরিশেষে খলিফা লায়লার আত্মীয় এজিদবিন্ মাজেদকে তাঁহার দমনে প্রেরণ করিলেন। তিনি কৌশলক্রমে বীরাঙ্গনাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত করাইলেন। এই বীর রমণী কেবলমাত্র অলোক-সাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি কবিত্ব ও অসাধারণ সৌন্দর্য্যের জন্যও বিখ্যাতা ছিলেন।

মসুলের অধিবাসিগণ পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহিতাচরণ করিয়া খলিফার বিরাগ ভাজন হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগের শাস্তি স্বরূপ নগর প্রাচীর ধ্বংশের আদেশ দিয়াছিলেন। দামস্কস্ নগরে মধারাই ও হিমারাই দলের মধ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত বিরোধ চলিতেছিল; খলিফা সেই বিবাদানল নির্ব্বাপিত করিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাইজান্‌টাইন্ সমর রশিদের রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। খলিফা মেহ্‌দির সময়ে তাহাদিগের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; তাহারা সেই সন্ধি ভঙ্গকরতঃ ১৮১ হিজরী অব্দে মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিল। আবার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বাইজান্‌টাইন্‌গণ পরাজিত হইল। তাহাদিগের বহুসংখ্যক সৈন্য জীবনলীলা সম্বরণ করিল। মাটারা ও এন্সিরানগরদ্বয় মুসলমানরাজ্যভুক্ত হইল। সাইপ্রাস দ্বীপ আরবদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল; তাহা পুনরধিকৃত হইল। গ্রীকগণ আবার পুর্ব্বসন্ধির নির্দ্ধারিত বার্ষিক কর নিয়মিতরূপে দিতে অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করিল। উভয় পক্ষের বন্দীগণ মুক্তি পাইল।

৭৯২ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১৮২ অব্দে) নির্ম্মম হৃদয়া গ্রীকরাজ্ঞী ইরেন তাঁহার পুত্র বালক ষষ্ঠ কনষ্টান্টাইনকে অন্ধকরতঃ অগষ্টা উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং পাঁচ বৎসর যাবত তদীয় প্রিয় খোজা ইটিয়াসের সাহায্যে রাজ্যশাসন করেন। পরে গ্রীকগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার মন্ত্রী নিসিফোরাস্‌কে সিংহাসন প্রদান করিল। নিসিফোরাস অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির লোক, তিনি আরবদিগের সহিত সন্ধিভঙ্গ করিয়া খলিফাকে অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক এক পত্র লিখিলেন। * হারুণঅররশিদ যখন সেই পত্র পাঠ করিলেন, তখন ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল; সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সভাসদগণ ভয়ে বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক, তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইলেন না।

হারুণঅররশিদ কালবিলম্ব ব্যতিরেকে সেই দিবসেই নিসিফোরাসের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। যাবৎ তিনি গ্রীক অধিকৃত হিরাক্লিয়া নগরে উপস্থিত না হইয়াছিলেন; তাবৎকাল পথিমধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। বাইজান্‌টিয়ানদিগের সহিত সেইস্থানে ভীষণ সংগ্রাম হইল। গর্ব্বিত নিসিফোরাস্ পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার দর্প ও অহঙ্কার চূর্ণ হইল, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক

---

* "From Nicephorus, the Roman Emperor, to Harun Sovereign of the Arabs,—verily the Empress who preceded me gave thee the rank of a rook and put herself in that of a pawn, and conveyed to thee many loads of her wealth, and this through the weakness of women and their folly. Now when thou hast read this letter of mine, return what thou hast received of her substance, otherwise the sword shall decide between me and thee" (History of the Saracens by syed Ameerali, page 247.)

কর দিতে স্বীকার করিলেন। সন্ধি স্থাপিত হইলে, খলিফা রাক্কা নগরে গমন করিলেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে নিসিফোরাস্ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন শীতকাল, তুষারপাতে পার্ব্বত্য পথ সকল দুর্গম হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন খলিফা এই ভীষণ শীতে শীঘ্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না। নিসিফোরাস্ ভ্রান্ত, তিনি খলিফাকে চিনিতে পারেন নাই। কারণ খলিফা এই সংবাদ অবগত হইয়া অতি দ্রুতগতিতে শত্রুর বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। গভীর শীতে তরাস পর্ব্বত তুষারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি তাহা তুচ্ছজ্ঞান করতঃ অল্প সময় মধ্যে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। নিসিফোরাস তাঁহাকে এত শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। নিসিফোরাস শরীরের তিন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার চল্লিশ সহস্র হত সৈন্যের শব রাশিতে যুদ্ধক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইল। নিসিফোরাস্ আবার বিনীতভাবে সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। সদাশয় উদার প্রকৃতি খলিফা তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। হিজরী ১৮৮ অব্দে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু পাছে বিশ্বাসঘাতক নিসিফোরাস সন্ধিভঙ্গ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি ক্রিজিয়া পরিত্যাগের পূর্ব্বে তথায় উপযুক্ত সৈন্য স্থাপন করিলেন। তথাপি নিসিফোরাস্ পুনরায় সন্ধিভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং খলিফার সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। হিজরী ১৮৯ অব্দে জনৈক শাসন কর্ত্তার অবাধ্যকতার শাস্তিপ্রদান জন্য খলিফা রায়নগরে গমন করিলেন। গ্রীকগণ এই সুযোগে আবার সন্ধিভঙ্গ করিয়া মুসলমান অধিকার আক্রমণ করিল। কিন্তু খলিফার পুত্র কাসেমের নিকট তাহারা পরাজিত হইয়া আবার সন্ধির প্রার্থনা করিল। এবারও সদাশয় খলিফা তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন।

রাক্কানগরে অবস্থানকালে দিলেম ও তাবারিস্তান প্রদেশদ্বয় খলিফার করদ রাজ্যে পরিণত হইল। তখন তিনি বোগদাদ হইয়া রাক্কায় গমন করিলেন; অতঃপর সেই নগরে স্থায়ীরূপে বাস করিতে লাগিলেন। কারণ তথা হইতে গ্রীক, সিরিয়ান ও উত্তরপ্রদেশের ভ্রমণকারী জাতিদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজসাধ্য। তিনি দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর রাক্কায় বিশ্রামলাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময় ট্রান্সঅক্সিয়ানাপ্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। নিসিফোরাস ঈদৃশ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আবার সন্ধিভঙ্গ করতঃ মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করিলেন। দুর্দান্ত গ্রীকগণের অত্যাচারে সীমান্তপ্রদেশ শ্মশানে পরিণত হইল। খলিফা নিসিফোরাসের পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। এবার মামুনকে প্রতিনিধি স্বরূপ রাক্কানগরে রাখিয়া তিনি গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। জেহাদ ঘোষিত হইল। তাঁহার পতাকামূলে ১৩৫০০০ বেতনভুক সৈন্য ও অসংখ্য অবৈতনিক সৈন্য গমন করিল। উত্তরে বিথিনিয়া, পশ্চিমে মিসিয়া ও কারিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত এশিয়া মাইনরপ্রদেশ ছিন্ন ভিন্ন হইল। নগরের পর নগর খলিফার অধিকৃত হইতে লাগিল। তাঁহার সেনাপতি এজিদবিন মাখলাদ লিডিয়ার অন্তর্গত কুনিয়ে ও ইফিসাস্ অধিকার করিলেন, সোরাবিল সাকাল্যা, থিবাসা, মালিকোপিয়া, সিডারোপলিস্, এণ্ড্রাসাস্ ওনিসিয়া অধিকার করিলেন। বিজয়ী মুসলমান সৈন্য কৃষ্ণসাগরের তীরস্থ প্রসিদ্ধ হিরাক্লিয়া পণ্টিকা নগর অবরোধ করিল। নিসিফোরাসের প্রেরিত সৈন্যগণ পরাজিত হইল। আরবগণ হিরাক্লিয়া অধিকার করিলেন। নির্লজ্জ গ্রীকেরা আবার সন্ধির প্রার্থনা করিল। হারুণ অর্ রশিদ এবারও তাহাদিগের অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। ঐতিহাসিকগণ পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন-

কারীর সহিত সন্ধি করা খলিফার অবিবেচনার কার্য্য বলিয়াছেন। এই সন্ধি পত্রে নিসিফোরাস, তাঁহার বংশের রাজকুমারগণ এবং দেশের সম্ভ্রান্তবর্গ স্বাক্ষর করিলেন। নিসিফোরাস পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বার্ষিক কর দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু হিজরী ১৯২ অব্দে যখন খোরাসানে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন বিশ্বাসঘাতক গ্রীকগণ পুনরায় সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছিল। কিন্তু খলিকা অভিজ্ঞ সেনাপতি খোজেমা বিন্ খাজেম সহ রাজপুত্র কাসেমকে রাক্কায় এবং যুবরাজ আমিনকে বোগদাদে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া খোরাসানে অভিযান করিলেন। এবার গ্রীকগণকে প্রতিশোধ প্রদান করিতে বিলম্ব ঘটিল। মধ্যম পুত্র মামুন পিতার সঙ্গে গমন করিলেন। পর্ব্বতমালা অতিক্রম পূর্ব্বক খলিফা যখন পারস্যদেশে উপনীত হইলেন, তখন তিনি একদল দ্রুতগামী সৈন্যসহ মামুনকে অগ্রে মার্ভনগরে প্রেরণ করিলেন। প্রধান সৈন্যদলসহ খলিফা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাক্কা পরিত্যাগ করার পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। যখন তিনি মহাকবি ফেরদৌসির জন্মস্থান তুষনগরের নিকটবর্ত্তী সানাবাদ নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া তিনি স্ববংশীয় ব্যক্তিগণকে নিজ সন্নিধানে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন,—"এক্ষণ যাহারা বালক, কালে তাহারা বৃদ্ধ হইবে যাহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমি তোমাদিগকে তিনটি উপদেশ দিতেছি, "(১) তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা পালন করিও, (২) ইমামগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইও এবং একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিও (৩) আমিন ও মামুনের প্রতি দৃষ্টি রাখিও, তাহারা কেহ কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিও" তৎপর তিনি সহচর

ও সৈন্যগণের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করিলেন, এবং দুই দিবস পরে নশ্বর মানবলীলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরলোকে প্রস্থান করিলেন। তেত্রিশ বৎসর ছয় মাসকাল গৌরবের সহিত রাজত্ব করিয়া ১৯৩ হিজরীর (৮০৯ খৃষ্টাব্দ) ৪ঠা জমাদিওস্‌সানি শনিবার জগদ্বিখ্যাত খলিফা হারুণ অর্ রশিদের প্রাণবায়ু দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল।

যে কোন সমালোচক যে কোনভাবে হারুণ অর্ রশিদের জীবনী সমালোচনা করুন না কেন, পৃথিবীর প্রধান প্রধান নরপতিগণের মধ্যে তাঁহাকে উচ্চ আসন প্রদান করিতে হইবে। তাঁহার চরিত্রে দোষের মধ্যে সময় সময় সন্দিগ্ধতা ও ক্রোধের আধিক্য প্রকাশ পাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের সহিত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের শিক্ষা সভ্যতা প্রভৃতির তুলনা করিলে, তাহা নিতান্ত দূষণীয় প্রতিপন্ন হইবে না। তিনি প্রকৃতি পুঞ্জের কুশল কামনায় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন; বিস্তৃত সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ত অভাব অসুবিধা দূর করিতেন, তাঁহার সময়ে রাজ্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা অতুলনীয়। পৃথিবীর সকল দেশের পণ্ডিত ও জ্ঞানী বৃন্দ দ্বারা তাঁহার সভা অলঙ্কৃত ছিল। তাঁহার প্রধান কাজী আবু ইউছফের চেষ্টায় হানিফি মতের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। খলিফা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ আরবি ভাষায় অনুবাদিত করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে যে সকল পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তন্মধ্যে বৈয়াকরণ আসমাই, সাফেয়ি, আব্দুল্লাবিন্‌ইদ্রিস্, ইসাবিন্ ইউনুস্, সুফিয়ান বিন্ সুরি, সঙ্গীতাচার্য্য মসুলি ও বৈদ্যরাজ গাব্রাইল প্রসিদ্ধ।

খলিফা মামুন।

মামুনের প্রকৃত নাম আব্দুল্লা, অল মামুন (বিশ্বাসী) তাঁহার উপাধি। তিনি খলিফা হারুণ অর রশিদের দ্বিতীয় পুত্র। হিজরী ১৭০ অব্দে যে দিবস খলিফা হারুণ সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই দিবস মামুনের জন্ম হয়। যখন খলিফা হারুণ অর্ রশিদ জ্যেষ্ঠ পুত্র আমিনকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তখন তিনি মামুনকে আমিনের পরবর্ত্তী খলিফা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মামুনের সচ্চরিত্র ও রাজোচিত গুণে তিনি এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মামুন ইচ্ছা করিলে খলিফা আমিনের পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই সিংহাসন প্রদান করিতেন। খলিফা আমিনের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন না; তজ্জন্য পবিত্র কাবা মন্দিরে কিরূপে উভয় ভ্রাতাকে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করণোদ্দেশে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন, তাহা তদীয় জীবনচরিতে বর্ণিত হইয়াছে।

মামুনের মাতা পারস্য দেশীয়া মহিলা, তিনি মামুনের শৈশবাবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। পিতা তাঁহার যত্ন ও লালনপালনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে প্রসিদ্ধ মন্ত্রী জাফরের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, আইন ও দর্শন শাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি বিশাল পিতৃ সাম্রাজ্যের পূর্ব্ববিভাগ পারস্য, খোরাসান, কাবুল প্রভৃতি দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খলিফা হারুণঅররশিদ মৃত্যুকালে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে সকল সৈন্য ও অর্থ খোরাসান অভিযানের জন্য আনীত হইয়াছে, তাহা মামুনের অধীনে থাকিবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মামুন পিতার সঙ্গে

পূর্ব্বদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর সময় মার্ভ নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মন্ত্রীবর জাফরের পর হইতে কোষাধ্যক্ষ ফজলবিন্‌রবি প্রকৃত পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি দুর্ব্বল প্রকৃতি আমিনের পক্ষ হইয়া স্বয়ং রাজক্ষমতা পরিচালনের অভিলাষ করিয়াছিলেন, সৈন্যগণকে বাধ্য করিয়া সৈন্য ও ধনসম্পত্তি-সহ আমিনের নিকট উপস্থিত হইলেন। আমিনখলিফীয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন।

মামুন সৈন্যও অর্থাভাবে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় সামন্তগণ অসন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না, সর্দ্দার ও প্রজাগণকে বাধ্য করিলেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি সদয় ও সম্মানসূচক ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং প্রজাগণের করভার হ্রাস করিলেন। এই সকল কারণে অল্পদিন মধ্যে তিনি সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ফজলবিন্‌সল নামক পারস্যবাসী জনৈক তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিকুশল ব্যক্তি, প্রসিদ্ধবীর হারসামা ও তরুণবীর তাহেরবিনহোসেন এই সময় তাঁহার পক্ষে থাকিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

মামুন যখন তাঁহার অধীনস্থ পূর্ব্বদেশসমূহে এইরূপ সুশাসন প্রবর্ত্তন করিনেছিলেন; তখন আমিন বোগদাদে বিলাসিতায় মত্ত ছিলেন। স্বার্থপর মন্ত্রী ফজল নানা প্রকারে খলিফা আমিনকে মামুনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিলেন। মামুনকে উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য; কারণ তিনি জানিতেন, রাজনীতিজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি মামুন উত্তরাধিকারী হইলে তাঁহার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না। আমিন প্রথমতঃ তাঁহার কুমন্ত্রণায় কর্ণপাত করিতেন না। পরে তিনি মামুনকে বোগ্‌দাদে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। নিজ শাসনা-

ধীন প্রদেশ পরিত্যাগ করা তৎকালে নিরাপদ ছিল না, অতএব মামুন বোগদাদে গমন করিতে আপত্তি করিলেন। আমিন তখন তাঁহাকে শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে পদচ্যুত করিলেন; এবং পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া স্বীয় পুত্র মুসাকে ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন।

মামুন ভ্রাতার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি অধীনস্থ প্রদেশের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া কোন ব্যক্তিকে বিনা পরীক্ষায় রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। আমিন পবিত্র কাবামন্দিরে রক্ষিত উভয় ভ্রাতার স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র আনয়ন করিয়া নষ্ট করিলেন। এই সকল কারণে দুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। আমিন আলীবিন্‌ইসার অধীনে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য রায় অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই সৈন্য মামুনের সেনাপতি তাহের কর্ত্তৃক ভীষণরূপে পরাজিত হইল। ফজলবিনরবি মামুনের যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত একলক্ষ দিরহাম (১) বাজেয়াপ্ত করিলেন। এই সম্পত্তি মামুনের দুই শিশু পুত্রসহ বোগদাদে নফল নামক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ছিল। কোন কোন পাপিষ্ঠ পারিষদ শিশুদ্বয়কে আবদ্ধ রাখিতে এবং তাহাদিগের পিতা বশ্যতাস্বীকার না করিলে তাহাদের জীবননাশ করিতে খলিফাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি দুর্ব্বৃত্তগণের পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মামুনের বিরুদ্ধে বোগদাদ হইতে পুনঃ পুনঃ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম সৈন্যদলের ন্যায় সকলেই অকৃতকার্য্য হইতে লাগিল; মহাবীর তাহের পার্ব্বত্যপ্রদেশ শত্রুশূন্য করিয়া কাজউইন অধিকার করিলেন এবং হলওয়ানে উপস্থিত হইয়া শিবির

---

(১) রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ।

স্থাপন করিলেন। তথা হইতে তিনি আহওয়াজে এবং সেনাপতি হারসামা উত্তরাভিমুখে প্রেরিত হইলেন। সমস্ত পারস্যদেশ মামুনকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তিনি "আমিরোল্‌মোমেনিন্‌" উপাধি ধারণ করিলেন। তিব্বত হইতে হামাদান, ভারত মহাসাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতদেশ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। মন্ত্রীবর ফজলবিনসলের প্রতি এই রাজ্যের অপ্রতিহত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। তিনি একাধারে সমর ও রাজস্বমন্ত্রীর কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধীনে আলীবিন্‌হিসাম সমরবিভাগের এবং নুয়াইমবিন্‌খাজিম রাজস্ববিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

মামুনের সেনাপতি আহওয়াজ, ইয়েমাম, বাহ্‌রেইণ, ও ওমান অধিকার করতঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ওয়াসিত্‌ অবরোধ করিলেন। সেনাপতি অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং পূর্ব্ব আরবের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমুহ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। তদ্দর্শনে আমিনের নিয়োজিত কুফার শাসনকর্ত্তা আব্বাস, বস্রার শাসনকর্ত্তা মনসুর এবং হেজাজের শাসনকর্ত্তা দাউদ বশ্যতাস্বীকার করিলেন। মামুন তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করতঃ তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে অনুমতিদিলেন। তাহের অতঃপর উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া মাদাইন অধিকার করিলেন এবং রাজধানী বোগদাদের উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন। অপর দুই সেনাপতি হারসামা ও জুহাইর তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের সম্মিলিত সৈন্য রাজধানী অবরোধ করিল। তাহের আম্বর ফটকের নিকটস্থ উদ্যানে এবং হারসামা নদী তীরস্থ নুরবিনে শিবির স্থাপন করিলেন। দিনের পরদিন, মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল। সৈন্য ও অনুচরগণের ব্যয়

নির্ব্বাহ করিতে আমিনের কোষাগার শূন্য হইল, তিনি স্বর্ণ রৌপ্যের তৈজস পত্রাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় পক্ষের ভীষণ আক্রমণ প্রত্যাক্রমণে সুন্দর সুন্দর রাজ-অট্টালিকা ও সৌধরাজি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। অধিবাসিগণের কষ্টের সীমা রহিল না। অনেক সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া মামুনের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। আমিন অবশেষে পরিজনবর্গসহকারে মদিনাতুলমনসুর নামক প্রসিদ্ধ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেখানে ও তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। কেহ কেহ তাঁহাকে সিরিয়া অভিমুখে পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু মামুনের উন্নত স্বভাবের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনেক কথোপকথনের পর, তিনি পিতার পুরাতন ও বিশ্বাসী ভৃত্য হারসামার নিকট আত্ম সমর্পন করিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর, রাজপরিচ্ছদ ও তরবারি তাহেরের নিকট প্রদত্ত হইল। হিজরী ১৯৮ অব্দের ২৩শে মোহাররম রবিবার রাত্রি-কালে খলিফা আমিন স্ত্রীপুত্র ও পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া হারসামার নৌকায় উঠিলেন। সেনাপতি যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। নৌকা সেনাপতির শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইল। কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত পারসিক সৈন্য প্রস্তর নিক্ষেপ করতঃ নৌকাজলমগ্ন করিল। হারসামা অতিকষ্টে রক্ষা পাইলেন। আমিন সন্তরণ পুর্ব্বক তীরে উঠিলেন। এই সময় আবার দুর্দ্দান্ত পারসিক সৈন্যগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া এক দুর্গমস্থানে অবরোধ করিল এবং রজনীর নিস্তব্ধতায় তাঁহার প্রাণবধ করিল।

মামুন ভ্রাতার শোচনীয় পরিণাম শ্রবণ করিয়া শোকে একান্ত অভি-ভূত হইলেন। তিনি ঘাতকদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং

ভ্রাতার সন্তানগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় কন্যাদিগের সহিত পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ করিলেন।

বোগদাদ অধিকারের পর মামুন সমগ্র মুসলমানাধিকৃত সাম্রাজ্যের খলিফাপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তিনি তখনও মার্ভ নগরে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতগণের সহিত দার্শনিক আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে ছিলেন। মন্ত্রী ফজলবিন্‌সল সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া বোগদাদে অবস্থিতি করতঃ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। স্বার্থপরতা ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। কোন বিষয় তিনি খলিফার কর্ণগোচর করিতেন না, এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় প্রভু স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। মেসোপটামিয়ায় উম্মিয়া বংশীয় নছর নামক ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত খলিফার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। মন্ত্রী তদীয় ভ্রাতা হাসানবিন্‌সলকে ইরাকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু বেদুইনগণ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল। এই গোলযোগের সুযোগে হজরত আলীর বংশের ব্যক্তিরাও মস্তকোত্তলন করিলেন। তদ্বংশীয় ইবন্‌ তাবা তাবা নামক ব্যক্তি হিজরী ১৯৯ অব্দের জমাদিওল্‌ আউয়াল্‌ মাসে কুফানগর বাসীদিগকে আহ্বান করিয়া পয়গম্বর-বংশের বশ্যতা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অনেক অনুচর সংগ্রহ করিয়া আবুসারাইয়া নামক দস্যুদলপতির সহিত মিলিত হইলেন এবং হাসানবিনসলকে পরাজয় করিয়া সমস্ত দক্ষিণ ইরাক অধিকার ভুক্ত করিলেন। দস্যুপতি বিষ প্রয়োগে ইবন্‌ তাবা তাবার প্রাণনাশ করিয়া সেই বংশীয় একটি বালককে তাঁহার স্থানে নির্ব্বাচন করিলেন।

টাইগ্রিস্‌ তটে যখন এইরূপ গোলযোগ চলিতেছিল, তখন ইমাম-

জাফর-অস্‌-সাদেকের এক পুত্র হেজাজে খলিফা মনোনীত হইলেন। পারস্যের সীমা হইতে ইমেন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অরাজকতা, বিপ্লব, হত্যা প্রভৃতির অভিনয় ক্ষেত্র হইল। ইরাকের বিদ্রোহ ভীষণাকার ধারণ করিল। মন্ত্রী অবশেষে প্রবীন সেনাপতি হারসামাকে প্রেরণ করিলেন। আবুসারাইয়া পরাজিত ও নিহত হইল। যে বালককে সে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল; তিনি মার্ভে প্রেরিত হইলেন এবং মামুনের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী বীরবর হারসামাকে মিসর গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। কিন্তু প্রভূ ভক্ত বৃদ্ধ বীর রাজ্যের ঘোরতর অরাজকতা ও বিপদাশঙ্কা মামুনকে অবগত করাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া দ্রুতগতিতে মার্ভে গমন করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় খলিফার নিকট বিবৃত করিলেন। তিনি সমস্ত অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন। বৃদ্ধবীর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে মন্ত্রী প্রেরিত কতিপয় ঘাতক অকস্মাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিল, সেই গুরুতর আঘাতে কয়েক দিবস মধ্যেই তাঁহার জীবন লীলার অবসান হইল। অসাধারণ বীর প্রভূভক্ত হারসামার শোচনীয় মৃত্যুতে খলিফা ও পারিষদবর্গ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বোগদাদের সৈন্যগণ বৃদ্ধ সেনাপতির অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল; তাহারা তাঁহার হত্যার বিবরণ অবগত হইয়া ঘৃণা ও ক্রোধে জর্জ্জরিত হইল এবং ফজল ও তদীয় ভ্রাতা হাসানবিন সলের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া হাসানের পরিবর্ত্তে মনসুর বিন মেহ্‌দিকে ইরাকের শাসন কর্ত্তা মনোনীত করিল। খলিফার আগমন অথবা অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

ধার্ম্মিক প্রবর মামুন অনেকদিন হইতে পয়গম্বরের বংশের কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভাবী খলিফা মনোনীত করিবার বাসনা করিয়াছিলেন।

হিজরী ২০০ অব্দে (৮১৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি প্রকাশ্য সভায় প্রচার করিলেন, উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর জন্য নিজ বংশে এবং হজরত আলীর বংশে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু মুসা অল্ কাজিমের পুত্র ফাতেমা বংশীয় ইমাম তৃতীয় আলী ব্যতীত অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই। তিনি তাঁহাকে অর্-রেজা-মিন-অল-মোহাম্মদ উপাধি প্রদানপূর্ব্বক ভাবী উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিলেন। মদিনা হইতে তাঁহাকে আনয়ন জন্য দূত প্রেরিত হইল, এবং তিনি স্বীয় বংশের কৃষ্ণ বর্ণ রাজ-পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে ফাতেমা বংশের হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ ধারণের আদেশ দিলেন। আলী অর্রেজাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বোগদাদের আব্বাস বংশীয়েরা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা শাসনকর্ত্তা হাসানের কর্ম্মচারিগণকে রাজধানী হইতে বিদূরিত করিয়া ইব্রাহিম বিন্ মেহদিকে সিংহাসনে আরোহণ করাইলেন। বোগদাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ঘোর অরাজকতা ও বিপ্লব উপস্থিত হইল। দস্যু তস্করের অত্যাচারে লোকের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠিল। দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে লুণ্ঠন ও নর-হত্যার অভিনয় হইতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া যথাসাধ্য নিজ নিজ ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। দক্ষিণ ইরাক ও হেজাজ-প্রদেশে তুল্যরূপ অরাজকতা ও অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম ও হাসান বিন সলের ক্ষমতা লুপ্ত প্রায় হইল। "কুমন্ত্রী রাজ্য-নাশায়" স্বার্থপর মন্ত্রীর কুশাসনে মামুনের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন সময় ইমাম আলী অর্রেজা খলিফার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি আমিনের মৃত্যু অবধি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক খলিফাকে নিবেদন করিলেন। কিরূপে স্বার্থপর

মন্ত্রী তাঁহাকে সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ রাখিয়া রাজ্যমধ্যে ঘোর রাষ্ট্র-বিপ্লব ও অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, কিরূপে আব্বাস বংশীয়েরা তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনয়নে বিদ্রোহী হইয়া ইব্রাহিমকে খলিফা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, সমস্ত বিষয় তিনি একে একে বিবৃত করিলেন। খলিফা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এই সমস্ত ভীষণ সংবাদ সহসা বিশ্বাস করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিলেন; কতিপয় প্রধান সৈনিক পুরুষকে আহ্বান করিয়া অভয় প্রদানপূর্ব্বক প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করিতে বলিলেন। তাঁহারা ইমামের বর্ণিত প্রত্যেক বিষয় বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া নিবেদন করিলেন। খলিফার অন্তঃকরণ হইতে একটা মোহের আবরণ উন্মোচিত হইল। তিনি যাহার প্রতি অকপট বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহারই এই কাণ্ড! যাহাকে বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত বলিয়া তাঁহার অটল ধারণা ছিল, সে এইরূপ নরকের কীট, ঘোর অবিশ্বাসী, প্রভুদ্রোহী! তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্য সামন্তদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন এবং পর দিন সভাসদ ও পারিষদবর্গ সহকারে বোগদাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুরাচার মন্ত্রী গুপ্তচর মুখে খলিফার আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন।

সমস্ত কপটতা, সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়িয়াছে। মন্ত্রী বুঝিলেন,—তাঁহার বিপদ আসন্ন। তিনি প্রতিহিংসানলে জ্বলিতে লাগিলেন, কিন্তু খলিফার আশ্রিত ইমাম আলী অর্ রেজার কোন অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইলেন না। কেবল কতিপয় অধীনস্থ ব্যক্তির প্রতি সন্দিহান হইয়া তাহাদিগকে কারারুদ্ধ ও শাস্তি প্রদান করিলেন। ইমাম পুনরায় খলিফার নিকট মন্ত্রীর নিষ্ঠুরতা নিবেদন করিলেন। কিন্তু তিনি মন্ত্রীকে হঠাৎ পদচ্যুত না করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার ক্ষমতা লোপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে দুর্বৃত্ত মন্ত্রীর কতিপয় শত্রু

সারাথ্‌স নামক স্থানে তাঁহার স্নানাগারে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিল। ন্যায়পরায়ণ খলিফা হত্যাকারীদিগকে ধৃত করতঃ প্রাণদণ্ডে দাণ্ডিত করিয়াছিলেন।

মামুন পথিমধ্যে যখন তুষ নগরে পিতার সমাধি মন্দির জেয়ারত করিতে গমন করিলেন; তখন অকস্মাৎ ইমাম আলী অর্‌ রেজা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মামুন তাঁহার সমাধির উপর একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। অতঃপর এই স্থান মেশেদ * নামে অভিহিত হইয়া শিয়াসম্প্রদায়ের একটি তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ ইমামপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। খলিফা মৃত ইমামের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া আবার অগ্রসর হইলেন।

প্রত্যেক প্রসিদ্ধনগরে তিনি কিছুদিন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যখন তিনি নহর্‌ওয়ানে উপস্থিত হইলেন; তখন বোগদাদের প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষগণ ও সম্ভ্রান্তবর্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এতদিন সকলে হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবীর তাহের ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের অনুরোধে খলিফা পুনরায় আব্বাস বংশের জাতীয় চিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অনুমতি দিলেন।

হিজরী ২০৪ অব্দে (৮১৯ খৃষ্টাব্দে) খলিফা মহাসমারোহের সহিত বোগদাদনগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনে আনন্দ ও উৎ-সবের তরঙ্গ উঠিল। ঘোর বিপদের অবসান দেখিয়া অধিবাসিগণ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। আবার সর্ব্বত্র শান্তি ও সুখ দেখা দিল। মামুন অল্পদিন মধ্যে সমস্ত অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ধ্বংস

---

* পবিত্র সমাধি।

সাধন করিলেন; এবং অবরোধকালে নগরের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্মশান প্রায় বোগদাদনগরী আবার হাস্যময়ী হইয়া উঠিল। খলিফা হেজাজ-প্রদেশের শাসনভার হজরত আলীর বংশীয় এক ব্যক্তিকে প্রদান করিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা কুফা ও বস্রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। বিশ্বাসী বীর তাহের প্রথমতঃ খলিফার দেহরক্ষক সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার অনুরোধক্রমে পূর্ব্বপ্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি দুই বৎসর উক্ত প্রদেশ শাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র তল্হা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া সাত বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন।

তাহেরের অপর পুত্র আব্দুল্লাও একজন বিখ্যাত সেনাপতি ও সদাশয় ব্যক্তি। তিনি সিরিয়া ও মিসরের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া বিদ্রোহী নসরওকালিকে দমন করিতে আদিষ্ট হইলেন। আব্দুল্লা বিদ্রোহী নসরের দুর্গ ধ্বংসকরতঃ তাহাকে বন্দীরূপে বোগদাদে প্রেরণ করিলেন। সদাশয় খলিফা বিদ্রোহী দলপতিকে ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মিসরেও বিদ্রোহের সূচনা হইল; আব্দুল্লা মেসোপটামিয়াতে শান্তিস্থাপন করিয়া মিসরে গমন করিলেন। একটি যুদ্ধেই বিদ্রোহিগণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইল। হিজরী ২১০ অব্দে স্পেন হইতে বিতাড়িত একদল মুসলমান আব্দুল্লার সাহায্যে ক্রীটদ্বীপ অধিকারকরতঃ তথায় বাস করিতে লাগিল। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে হিজরী ২০৮ অব্দে জিয়াদতুল্লা নামক সেনাপতি সিসিলি জয় করিয়া খলিফার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় আব্বাস বংশের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি মামুনের প্রাণবধের ষড়যন্ত্র করেন। সৌভাগ্যক্রমে তাহা প্রকাশ হওয়ায় মামুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিগণকে কঠোরদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন।

হিজরী ২১০ অব্দে খলিফা মামুন তদীয় মন্ত্রী হাসান বিন সহের অপূর্ব্ব রূপলাবন্যবতী ও গুণবতী কন্যা খদিজা ওরফে বুরানকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। স্রোতস্বতী টাইগ্রীসের তীরস্থ হাসান বিন সহের ফালআস্‌সিলহ্‌ নামক মনোরম ভবনে মহা সমারোহের সহিত সেই উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। (১) রাজ্ঞী বুরান ইসলাম জগতের এক অতুলনীয়া রমণী; তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যের সহিত দেবদুর্লভ গুণের সমাবেশ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; স্বামী তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি প্রজার

(১) At the ceremony her (bride's) grandmother showered upon the Caliph and his bride from a tray of gold a thousand pearls of unique size and splendour, they were collected under his orders, made into a necklace and given to the young queen. The hymenial apartment was lighted by a candle of ambergres weighing eighty pounds fixed in a candle stick of gold. When the emperial party was departing, the vizir presented the chief-officers of state with robes of honour and showered balls of musk upon the princes and chiefs who accompanied the Caliph. Each of these balls contained a ticket on which was inscribed the name of an estate or a slave or a team of horses or some such gift, the recepeint then took it to an agent who delivered to him the property which had fallen to his lot. Among the common people he scattered gold and silver coins, balls of musk and eggs of amber. In order to recoup Hassan for his expenses, Mamun granted to him a year's revenue of Fars and Ahwaz.

(Syed Ameer Ali.)

মঙ্গলের জন্য সতত যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বোগ্দাদে স্ত্রী-লোকের জন্য অনেক ঔষধালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মামুনের রাজত্বের প্রথমাংশে যখন আভ্যন্তরিক গোলযোগে রাজ্য-মধ্যে অশান্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। তখন বাবেক নামক দস্যুদলপতি মাজেন্দ্রান প্রদেশের একটি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ অত্যাচারস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। তাহার মত বর্ত্তমান নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের অনুরূপ। সে অগ্নি উপাসক সম্প্র-দায় ভুক্ত ছিল এবং জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করিত। খৃষ্টান, ইহুদি ও মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত নৈতিক নিয়মের প্রতি তাহার বিশ্বাস ছিল না। সে সময় সময় দলবলসহ গিরিদুর্গ হইতে প্রবলবেগে বহির্গত হইয়া লুণ্ঠন ও নরহত্যার দ্বারা দেশ উৎসন্ন করিত এবং খৃষ্টান ও মুসলমান নরনারী যাহাকে পাইত, বন্দীরূপে লইয়া যাইত। খলিফার সৈন্য অনেকবার তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে যখন রাজসৈন্য প্রবল পরাক্রমে তাহাকে আক্রমণ করিল, তখন সে গ্রীকরাজ থিওফিলাসকে উত্তেজিত করিয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল। গ্রীক-রাজ দস্যুদলপতির সহিত মিলিত হইয়া মুসলমান রাজ্য আক্রমণ করি-লেন এবং বহু সংখ্যক মুসলমানের প্রাণনাশ করিলেন। মামুন এবার স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ক্রমাগত তিনটি ভীষণ সমরে জয়লাভ করতঃ গ্রীকদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিলেন। গ্রীকরাজ সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন।

গ্রীকদিগকে পরাজয় করিয়া মামুন মিসরে গমন করিলেন। তাঁহার জনৈক তুর্কি সেনাপতি আফ্শিন উচ্চ মিশরের শেষ প্রান্তবর্ত্তী অল্ফারমা অধিকার করিয়াছিলেন। মামুন গ্রীকদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের

গতিরোধ করিবার উদ্দেশে তারসাস নগরের ৭০ মাইল উত্তরে তিয়ানা নামক স্থানে সুদৃঢ় দুর্গ পরিবেষ্টিত একটি সৈনিক উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জীবন লীলার অবসান হইল। তিনি যখন বিদানদুন নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন একদা শরৎকালে তাঁহার ভ্রাতার সহিত নিকটবর্ত্তী স্রোতস্বিনীর তটে তুষার-শীতল-জলরাশি মধ্যে পদরক্ষা করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, সেই রাত্রে উভয়েই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। খলিফার ভ্রাতা মুতাসিম্ অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া আরোগ্যলাভ করিলেন; কিন্তু মামুন সেই দুরন্ত জ্বরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন না। হিজরী ২১৮ অব্দের ১৮ই রজব (৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট) তাঁহার প্রাণ পাখী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করতঃ অনন্তধামে প্রস্থান করিল। তিনি সার্দ্ধ বিংশতি বৎসর গৌরবের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের গঠন সুঠাম, মুখাকৃতি সুন্দর ও প্রীতিপূর্ণ ছিল। তিনি আব্বাস বংশের অদ্বিতীয় নরপতি। (১)

মামুনের রাজত্বকাল আরব-ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত যুগ, অনেক ঐতিহাসিক তাহা অগষ্টাসের রাজত্বের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মামুন শিক্ষা ও সভ্যতাকে সকল সুখের আকর জ্ঞান করিতেন। তাঁহার

(১) He was the most distinguished of the House of Abbas for his prudence, his determination his clemency and judjment, his sagacity and awe inspering aspeck, his entrepidity, majesty and liberality. He had many eminent qualities a long series of memorable actions are recorded of him. Of the House of Abbas none wiser than he ever ruled the Caliphate. (Syed Ameer Ali.)

বিংশতিবর্ষ ব্যাপী রাজত্ব কালে মোস্‌লেম চিন্তার সর্ব্বতোমুখী বিকাস ও উৎকর্ষ হইয়াছিল। এতদিন আরবগণ কেবল সাহিত্যও বিজ্ঞানের আলোচনাতে পরিতুষ্ট ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা মানব-জ্ঞানের-আলোচ্য সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভের জন্য ব্যগ্র হইলেন। সর্ব্বত্র স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত এবং তৎসমুদয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রচুর সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল * উদার হৃদয় মামুন জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল প্রজাকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ধর্ম্মগত পার্থক্য তিরোহিত হইয়াছিল। তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমান উদারতা প্রদর্শন করিতেন। মোস্‌লেম সাধারণ-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী উচ্ছেদ হইবার পর হইতে মন্ত্রিগণই রাজার এক মাত্র উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু মামুন মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি, অগ্নি উপাসক ও জড়োপাসক সকল সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া একটি মন্ত্রনাসভা গঠন করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রতিনিধির মতামত লইয়া গুরুতর রাজকার্য্য সমুহ নির্ব্বাহিত হইত। মুসলমান শাসনাধীনে পরাজিত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ সর্ব্বত্র ধর্ম্ম মত ও উপাসনা সম্বন্ধে স্বাধীনতা ভোগ করিত। কখন কখন কোন কোন ক্ষুদ্র চেতা শাসন কর্ত্তা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইতে দেখা যাইত মাত্র। কিন্তু মামুনের সময় সকলে যেরূপ ধর্ম্ম ও মত গত স্বাধীনতা উপভোগ করিত, তাহা আদর্শ স্থানীয়। তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্যে খৃষ্টানদিগের একাদশ সহস্র গির্জ্জা ছিল। এতদ্ভিন্ন অগ্নিউপাসক ও জড়োপাসকদিগের শত শত

* "We see for the first time, perhaps in the history of the world, a religious and despotic Government alied to philosophy preparing and partaking in its triumphs."

Osburn.

মন্দির ও উপাসনালয় বিদ্যমান ছিল। খলিফা সকল শ্রেণীর উপাসনা-লয়ের জন্য বিস্তর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ শরীফ ও অন্যান্য মুসলমান ধর্ম্ম শাস্ত্রে খলিফা মামুনের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার গুরু প্রসিদ্ধ ইমাম-অর্‌রেজার নিকট তিনি দর্শন, বিজ্ঞান ও উদার ধর্ম্মমত শিক্ষা করেন। এই সময় বিখ্যাত ইমাম জাফর-অস্‌-সাদেকের শিষ্য ওয়াসিল্‌-বিন আতা মানব জ্ঞানের মূল্য উপলব্ধি করিয়া উদারনীতিক ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় মোতাজালা নামে অভিহিত। তাঁহাদিগের মতে মানব সদসদ নির্ব্বাচনে স্বাধীনজীব, শেষ বিচারে (কেয়ামতে) শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না; শরীরী চক্ষুদ্বারা আল্লাহ দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে তাঁহারও আকার স্বীকার হইতে হয়; তাঁহার বিশেষণ বিশেষ্য হইতে পৃথক নহে, কোরাণশরীফ রচনা করা হইয়াছে; মানুষের কার্য্য সম্বন্ধে কোন চিরস্থায়ী নিয়ম নাই; সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্ট জগৎকে যেরূপ পরিবর্ত্তন শীল নিয়মের অধীন করিয়াছেন, মানব চরিত্রও সেইরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানের বিকাসাধীন। মামুন স্বয়ং এই মত গ্রহণ করিয়া রাজ্য মধ্যে তাহা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মামুনের রাজ সভা নানা দেশীয় ও নানা সম্প্রদায়ের বিবিধ শাস্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা পূর্ণ থাকিত; তিনি তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ড্রিয়া পুস্তকালয় ও এথেন্স হইতে বহু সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা অনূদিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর কস্তার তত্ত্বাবধানে গ্রীক, সিরিয়াও চালডিয়া ভাষার গ্রন্থ, ইয়াহিয়া বিন্‌ হারুণের অধীনে প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ এবং ডুবাল নামক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অধীনে সংস্কৃত পুস্তক সকলের অনুবাদ কার্য্য নির্ব্বাহ

হইত। তদ্ভিন্ন মৌলিক রচনা ও আবিষ্কার জন্য প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণের অধীনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মামুনের রাজত্ব কালে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কতিপয় প্রসিদ্ধ আবিষ্কার হইয়াছিল। লোহিত সাগরের তীর ভূমি পরিমাপ দ্বারা পৃথিবীর আকৃতি নির্নীত হইয়াছিল; আবুল হাসান নামক পণ্ডিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দর্শন. গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, কলকারখানা প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের বহুল পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সভায় কতিপয় বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের অশেষবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মামুন টাডমোর প্রদেশের উপত্যকায় সামাসিয়া নামক স্থানে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ইহাই মুসলমানদিগের প্রথম মানমন্দির। তদ্ভিন্ন তিনি ওয়াসিট, আপামিয়া প্রভৃতি স্থানে আরও কয়েকটি মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

সম্রাট আকবর।

(আবুল ফতেহ্‌ জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ আকবর বাদশাহ গাজী।)

অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, রাজ্যভ্রষ্ট হুমায়ুন বাত্যাতাড়িত শুষ্ক তৃণের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছেন কিন্তু কোনস্থলে আশ্রয় মিলিতেছে না। দিল্লীর বাদশাহ আজ ভিখারীর বেশে সামান্য সাহায্যের জন্য লালায়িত, সঙ্গে কতিপয় মাত্র অনুচর,

দুঃখ কষ্টের অবধি নাই। সে করুণ কাহিনী শ্রবণ করিলে পাষাণ বিগলিত হয়। অবশেষে তিনি রাজপুতানার ভীষণ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া অমরকোটে উপস্থিত হইলেন। সহৃদয় অমরকোট-রাজ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান সহকারে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

হুমায়ূনের মহিষী সোলতানা হামিদাবানু এই সময় পূর্ণগর্ভা; ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর রবিবার অমরকোটে আকবর ভূমিষ্ঠ হইলেন। যে বালক ভবিষ্যতে ভারত-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, এইরূপ দুঃখ কষ্টের মধ্যে তিনি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বিপদের সময় আত্মীয় স্বজন ও শত্রু রূপে পরিগণিত হয়। হুমায়ূনের সহোদর ভ্রাতা কামরাণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শিশু আকবর কামরাণের হস্তে পতিত হন এবং সার্দ্ধ এক বৎসর বহু ক্লেশ ও দুর্গতির মধ্যে কর্ত্তন করেন। ফলতঃ তাঁহার শৈশবকাল সুখসৌভাগ্যের মধ্যে অতিবাহিত হয় নাই। তিনি বাদশাহের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু জন্মের পর হইতে সাত বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন বিবিধ প্রতিকূল ঘটনা স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল।

হুমায়ূন নানা স্থান ঘুরিয়া অবশেষে পারস্যরাজ শাহ তমাস্পের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার দুর্ভাগ্যনিশার অবশান হইতে আরম্ভ হইল। শের শাহের পরলোক গমনের পর অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া পাঠানশক্তি দুর্ব্বল হইয়াছিল। হুমায়ুন সে সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি ষোড়শ সহস্র সৈন্যসহ ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। শের শাহের বংশধর সেকেন্দর শূর অশীতি সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। লাহোরের ভীষণ সমরে

হুমায়ুন বিজয়শ্রী অধিকার করিয়া পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই যুদ্ধে বালক আকবর অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হুমায়ুনের ভাগ্যে অধিকদিন রাজ্য-সুখ-সম্ভোগ ঘটে নাই। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঠগৃহের সোপান হইতে পতিত হইয়া জীবনলীলা সম্বরণ করেন। আকবর পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র। হুমায়ুনের বিশ্বাসী মন্ত্রী রাজনীতি কুশল বৈরাম খাঁ তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। দিল্লী সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে বিপদের করাল মূর্ত্তি লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়াছে। পাঠান রাজ সেকেন্দর শাহ হৃত সাম্রাজ্য উদ্ধার জন্য পাঞ্জাবে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত করিলেন। বদাক্‌সানের শাসনকর্ত্তা সোলমান কাবুল আক্রমণ করিয়াছিলেন। সকলে মনে করিলেন, এই প্রবল ঝটিকায় ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের রাজ মুকুট উড়িয়া যাইবে। কিন্তু আকবর ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত হইলেন না; তিনি বৈরাম খাঁর সাহায্যে সেকেন্দর ও সোলেমান উভয়কে পরাজয় করিলেন।

এই বিপদের অবসান না হইতেই, পুনরায় এক প্রবল বাত্যায় চতুর্দ্দিক আলোড়িত করিয়া তুলিল। মোহাম্মদ আদিলের সেনাপতি হিমু ত্রিশ সহস্র সেনাসহ দিল্লী অধিকার করিলেন। কেবল মাত্র পাঞ্জাবের কিয়দংশ ব্যতীত সমস্ত প্রদেশ আকবরের হস্তচ্যুত হইল। এই ঘোর বিপদের সময় সেনানায়কগণ তাঁহাকে কাবুলে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। কেবলমাত্র বৈরামখাঁ যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। আকবর যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। পাণিপথে ভীষণ সমর সংঘটিত হইল, হিমু পরাজিত ও নিহত হইলেন।

বৈরামখাঁ প্রথমতঃ নির্ম্মল চরিত্র ও লোক প্রিয় ছিলেন। তিনি

যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন, মন্ত্রণাগৃহে সেইরূপ তীক্ষ্ণ রাজনীতির পরিচয় দিতেন। আকবর তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া খাঁন বাবা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বৈরামখাঁ ক্রমে সর্ব্বময় প্রভূত্ব লাভ করেন; অসীম ক্ষমতা তাঁহাকে উদ্ধত স্বভাব ও যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিল; তজ্জন্য ক্রমে রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। আকবর ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বহস্তে সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। পরে বৈরমখাঁ মক্কা শরীফ গমনের ইচ্ছা করিলে আকবর তাহার আয়োজন করিয়াদিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে একজন পাঠান শত্রু কর্ত্তৃক বৈরাম খাঁ নিহত হন।

তরুণ বয়স্ক একজন যুবককে সিংহাসনে আরূঢ় দেখিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ রাজপুরুষগণ নানাস্থানে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিলেন। আদিল-শাহের পুত্র দ্বিতীয় শেরশাহ্ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আকবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সম্রাটের সেনাপতি জমানখাঁ তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু জমানখাঁ স্বয়ং স্বাধীন হইবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আকবর তাহা টের পাইয়া অচিরে তাঁহার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিলেন।

সেনাপতি আদমখাঁ মালব দেশ হইতে পাঠানগণকে বিদূরিত করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং স্বাধীন হইয়া উঠেন। আকবর মালবদেশে গমন করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিলেন। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে উজবেগ বংশীয় আব্দুল্লা মালববিজয় সম্পন্ন করেন কিন্তু তিনিও পরে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। আকবর দ্বিতীয়বার মালবে গমন করিয়া উজবেগদিগকে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন।

এই সময় আব্দুলআলী ও শরফউদ্দীন নামক ভ্রাতৃযুগল নাগরে

বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু তাঁহারা আকবরের হস্তে পরাজিত হইয়া কাবুলে পলায়ন করিলেন।

নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী গড়মণ্ডল রাজ্যে তেজস্বিনী রাণী দুর্গাবতী রাজত্ব করিতেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আকবর সেনাপতি আসফখাঁকে গড়মণ্ডল অধিকার জন্য প্রেরণ করিলেন। দুর্গাবতী অসাধারণ বীরাঙ্গনা, তিনি বিপুল বিক্রমে মোগল সৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন; অবশেষে এক সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের যুদ্ধে আহত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। আসফখাঁ বিপুল ধনরত্ন লাভ করিয়া বিদ্রোহী উজবেগদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার বিদ্রোহিতা ক্রমে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। আকবর দুই বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় সেই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাকিম পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর সহজেই তাঁহাকে দমন করিলেন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা দাউদখাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। সম্রাট তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া যুবরাজ সলিমের প্রতি বাঙ্গালার শাসনভার অর্পণ করেন। উড়িষ্যা তখন পর্য্যন্ত পাঠানদিগের অধিকৃত ছিল, তাঁহারা উড়িষ্যা হইতে সময় সময় মোগলরাজ্য আক্রমণ করিতেন। সেনাপতি মানসিংহ পাঠানদিগকে পরাজয় করিয়া উক্ত-প্রদেশ অধিকার করিলেন।

দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পরে বীরপ্রসূ রাজপুতানার প্রতি আকবরের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। রাজপুতগণ স্বাধীনতার চির উপাসক, এ পর্য্যন্ত কোন মুসলমান-শক্তি তথায় স্থায়ীরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। আকবর বাহুবল অপেক্ষা হৃদয়ের গুণে এই বীরজাতিকে বশীভূত করিতে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। জয়পুরাধিপতি রাজা বিহারী মল্ল তাঁহার গুণে মুগ্ধ

হইয়া তদীয় হস্তে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যোধপুরের রাজা কিছুদিন যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবর বিহারীমল্লের দুহিতা যোধাবাইকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মহিষী যোধপুরী বেগম নামে খ্যাত এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের গর্ভধারিণী। বিহারীমল্লের পুত্র রাজা ভগবানদাস এবং পৌত্র মহারাজ মানসিংহ উচ্চ পদে নিযুক্ত থাকিয়া সাম্রাজ্যের উন্নতি-সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন।

এইরূপে কোনস্থলে রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া, কোনস্থলে সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া রাজপুত রাজগণ তাঁহার অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। একমাত্র মিবারাধিপতি রাণা প্রতাপসিংহ মস্তক অবনত করেন নাই; তজ্জন্য সুদীর্ঘকালব্যাপী সমরানলে মিবার লণ্ডভণ্ড হইয়াছিল। প্রতাপসিংহ পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেন নাই।

১৫৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণাপথ আকবরের অধিকৃত হয়। সাহিত্য-জগতে অমর পণ্ডিত আবুলফজল এই বিজয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রভুভক্তি ও বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে খান্দেশ বিজিত হয়।

এইরূপে উত্তরে তুষারাচ্ছন্ন হিমাচলের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের তরঙ্গায়িত উপকূল, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের তীরদেশ হইতে পশ্চিমে অক্সাসনদীবিধৌতপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যে তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আকবর অতিশয় বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সহিত এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সভা রণবিশারদ সেনাপতি, রাজনীতিকুশল মন্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গে অলঙ্কৃত ছিল। এতদ্ভিন্ন তথায় শিয়া,

সুন্নি, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রচারকগণ সমবেত হইয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত উদার ছিল। তাহা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ নহে। সেই মতের নাম—"তৌহিদ-ই-এলাহি" (একেশ্বর বাদিতা) কেহ কেহ তাঁহার এই ধর্ম্মমতকে ইস্‌লামের বিরোধী মনে করেন, তাহা কিন্তু ভুল, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মত ইস্‌লামের মুলভিত্তির উপর স্থাপিত। ইস্‌লাম খাঁটি একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম। তবে ধর্ম্মসম্বন্ধে আকবরের মত সমীচীন নহে। কোন ধর্ম্মের উপরই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। তিনি কখন হিন্দু কখন মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিতেন; স্বয়ং যে ধর্ম্মমত প্রচাব করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় জীবনের সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

আকবর সমাজসংস্কারের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। নিজে না বুঝিয়া প্রথম জীবনে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুতাপ করিতেন। তখন হিন্দুদিগের মধ্যে সহমরণ প্রথার বিশেষ প্রাদুর্ভাব, আকবর তাহা নিবারণ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের জন্য কখন বলপ্রয়োগ কয়েন নাই, কেবল মাত্র যুক্তি তর্ক দ্বারা ঐ সকল কুসংস্কারের অসারতা ও অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করিয়া প্রজাবর্গকে নববিধানের অনুরাগী করিতে চেষ্টা করিতেন।

আকবর ভালরূপ লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার বিরাট পুস্তকাগারে আরবি, পারসি, সংস্কৃত, হিন্দি, তুর্কি প্রভৃতি বিবিধ ভাষার গ্রন্থ সমূহ পৃথক পৃথকভাবে

সজ্জিত থাকিত। বেতনভোগী পাঠকগণ পুস্তক পাঠ করিতেন সম্রাট মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। তাঁহার উৎসাহ ও চেষ্টায়, মুসলমানদিগের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, তাঁহার সভাসদ ফৈজী মুসলমানদিগের মধ্যে প্রথম সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেন, কিন্তু তাহা ভুল। আকবরের বহুপূর্ব্বে বোগ্‌দাদের আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের চেষ্টায় মুসলমান-সমাজে সংস্কৃতের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছিল। পঞ্চতন্ত্র ও অন্যান্য সংস্কৃতগ্রন্থের আরবি অনুবাদ অনেক দিন হইতে প্রচলিত ছিল। খলিফা অল্ মামুনের রাজত্বকালে মোহম্মদ-বিন-মুসা, বীজগণিত, শিকা ও ইবনদহন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আরবিতে প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন অনেক পূর্ব্বে চরক ও সুশ্রুত আরবিতে অনুবাদিত হইয়াছিল। কিন্তু আকবরের সময় মুসলমান পণ্ডিতগণের মধ্যে সংস্কৃতচর্চ্চার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। তৎকালিন সংস্কৃতজ্ঞ মুসলমান পণ্ডিতগণের মধ্যে ফৈজী, নকিবখাঁ, মোল্লামোহাম্মদ, মোল্লা-সাবরি, সোলতানহাজী, আবুলফজল, হাজীএব্রাহিম এবং আব্দুলকাদের বদায়ুনি প্রধান।

বদায়ুনি রামায়ণ ও সিংহাসন দ্বাত্রিংশি নামক হিন্দী গ্রন্থদ্বয় পারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। ৯৯০ হিজরী অব্দে বাদশাহের আদেশে মূল সংস্কৃত মহাভারতের পারসি অনুবাদ আরম্ভ হয়; এই কার্য্যে বদায়ুনি, নকিবখাঁ, সোলতান হাজীথানেশ্বরী, আবুলফজল ও হাজী-এব্রাহিম সিরহিন্দী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণজ্যোতিষ, গঙ্গাধর, মহেশমহানন্দ, কথাসরিৎসাগর, হরিবংশ, অথর্ব্ববেদ, লীলাবতী, রাজতরঙ্গিনী, কাশ্মীর ইতিহাস প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পারস্যানুবাদ প্রচারিত হয়। আকবরের যত্নে চিত্র বিদ্যারও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ শিল্পী, স্বহস্তে একথানি সুন্দর

গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার গঠনকৌশল অতি চমৎকার। তিনি জল তুলিবার চাকাকল, ঐন্দ্রজালিক দর্পণ, বন্দুক ও কামান পরিষ্কারের অদ্ভুত চাকা আবিষ্কার করেন।

তিনি সঙ্গীত-বিদ্যার যথেষ্ট আদর করিতেন। তাঁহার সভার জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য মিয়া তানসেনের নাম কে না জানেন? তদ্ভিন্ন হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী ও কাশ্মীরী বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ স্ত্রী পুরুষ তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মলবরের অদ্বি-তীয় গায়ক রাজবাহাদুর, তানপুরা বাদক ওস্তাইউছফ, সোলতান হাশেম, ওস্তামোহাম্মদ আমিন, ওস্তামোহম্মদহোসেন, গোয়ালিয়রের বীর মণ্ডলখাঁ, সিহাবখাঁ, শেখ দাওয়ান, মীরসৈয়দআলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

আকবরের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখিনী ছিল। তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। বরং রাজস্ব বিষয়ক সংস্কারই তদীয় জীবনের প্রধান তম কীর্ত্তি। রাজস্বনীতিকুশল মন্ত্রীবর তোডর মল্ল এই কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। আকবর প্রথমতঃ এক জাতীয় নলের প্রবর্ত্তন করিয়া সমস্ত জমির বিশুদ্ধ পরিমাপ এবং কোন জমিতে কিরূপ শস্যোৎপন্ন হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করেন। উর্ব্বরতা অনু-সারে সমস্ত জমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক জমির গড় উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ রাজস্বের সর্ব্বোচ্চ হার নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। শস্যের পরিবর্ত্তে প্রচলিত মুদ্রায় রাজকর গৃহীত হইত। ভূমির উর্ব্বরতার ইতর বিশেষ, আবাদের ব্যয়বৃদ্ধি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে রাজকরের হ্রাস বৃদ্ধির নিয়ম ছিল। গ্রাম্য রাজস্ব কর্ম্মচারীর সেরেস্তায় ভূমির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত এবং প্রজার আপত্তি বিশেষ রূপে বিবেচনা করা হইত। আকবর নানাবিধ রাজকর ও আমলান প্রাপ্য রহিত করিয়াছিলেন। বাণিজ্য শুল্ক এবং জলকরের পরিমাণ হ্রাস

হওয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। প্রজার মঙ্গল সাধনই প্রকৃত রাজধর্ম্ম, মহাত্মা আকবর তাহা সুচারু রূপে প্রতিপালন করিয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন। প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাঁহার আদেশ লিপি সকল ন্যায়পরতা ও প্রজা বাৎসল্যে পরিপূর্ণ। প্রবল রাজদ্রোহী ভিন্ন কাহার ও প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল না এবং তাহাও বাদশাহের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল।

আকবর তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য পঞ্চদশ সুবায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সুবার শাসন কার্য্য ও সৈনিক বিভাগ পরিচালনের ভার এক একজন সুবেদার বা নাজিমের প্রতি অর্পিত ছিল। রাজস্ব বিষয়ক কার্য্যের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন, বাদশাহ স্বয়ং তাঁহাকে মনোনীত করিতেন এবং তিনি সুবেদারের অধীন ছিলেন না। কাজী ও মুফ্‌তিগণ বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পল্লীগ্রামের বিচার প্রায় পঞ্চায়তি প্রথায় নির্ব্বাহ হইত। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে হিন্দু হইলে ব্রাহ্মণ বিচারক তাহাদিগের বিবাদ মিমাংসা করিতেন। প্রত্যেক সুবা কতিপয় সরকারে এবং প্রত্যেক সরকার কতিপয় পরগণায় বিভক্ত ছিল। এই সকল বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন কর্ম্মচারিগণ কার্য্য করিতেন।

মুসলমান রাজত্বের প্রথম হইতে সৈন্যাধ্যক্ষগণকে বেতনের পরিবর্ত্তে ভূসম্পত্তি জায়গীর দানের রীতি প্রচলিত ছিল। তাহার আয় দ্বারা সেনা নায়কগণকে নিজ নিজ বেতন ও নিয়মিত সংখ্যক সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। তাহাতে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত, জায়গীরদার কর্ত্তৃক সময় সময় নিরীহ প্রজাগণ উৎপীড়িত হইত এবং নিয়মিত রূপে সৈন্যাদি রক্ষিত হইত না। আকবর এই সকল বিবেচনা করিয়া জায়গীর উঠাইয়া দেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণকে নগদ বেতন দিবার ব্যবস্থা করেন। সেনা-

নায়কগণের উপাধি মনসবদার; অধীনস্থ সৈন্যের সংখ্যানুসারে তাঁহারা দশ হাজারী, আট হাজারী, সাতহাজারী, পাঁচ হাজারী ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন। আইন আকবরী গ্রন্থে দশহাজারী মনসবদারের মাসিক বেতন ৬০০০০৲ ষাট হাজার, আট হাজারীর বেতন ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার, ইত্যাদি ক্রমানুসারে এক হাজারীর বেতন ৮২০০৲ টাকা উল্লেখ আছে।

আকবর হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। তোডর মল্ল রাজস্ব সচিব এবং মানসিংহ সাত হাজারী সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। * বীরবল আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজা বিহারী মল, রাজা ভগবান দাস পাঁচহাজারী, রাজা তোডর মল্ল (রাজস্বসচিব) চারি হাজারী, রাজা জগন্নাথ আড়াই হাজারী, রাজা বীরবল, রাজা রামচন্দ্র বগলা, রায় কল্যাণমল, রায় সুরজন দুই হাজারী, রায় দুর্গা, মধু সিংহ দেড় হাজারী সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু সেনানায়কগণের সংখ্যাও কম ছিল না। আকবরের মোট সেনাপতির সংখ্যা ৪১৫ তন্মধ্যে হিন্দু ৫২ জন। তিনি উপযুক্ত হিন্দুদিগকে সচিব, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, দেওয়ান ও উচ্চ পদস্থ সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার সুশাসন গুণে প্রকৃতি পুঞ্জ পরম সুখে কাল যাপন করিত। ‡

* রাজকুমার ও বাদশাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভিন্ন আর কেহ কখন পাঁচ হাজারের অধিক সেনার অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন নাই। মহারাজা মানসিংহ এই গৌরবান্বিত পদ লাভ করেন।

‡ ঐতিহাসিক ম্যালিসন সাহেব লিখিয়াছেন,—"We are bound to recognize in Akbar one of those illustrious men whom Providence sends in the hour of a nation's troubles to reconduct it into those paths of peace and toleration which alone can assure the happiness of millions"

প্রিয় পুত্র দানিয়েলের অকাল মৃত্যুতে আকবরের হৃদয়ে নিদারুণ শোকশেল বিদ্ধ হইল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সেলিম বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে আরও কষ্ট দিতে লাগিলেন। এই শোকতাপের মধ্যে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দুরন্ত উদরাময় রোগ তাঁহাকে প্রবল রূপে আক্রমণ করিল। রাজবৈদ্যগণের অক্লান্ত চেষ্টায় আশার চিহ্ন দেখা গেল না। সকলে বুঝিলেন,—বাদশাহের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী। পীড়ার আক্রমণ প্রবল হইলে, আকবর, প্রধান মন্ত্রী খান-ই-আজমের প্রতি সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বিদ্রোহী পুত্র সেলিম এবং রাজসভার ওমরাহগণকে ডাকাইলে, সেলিম মুমূর্ষু পিতার পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। বাদশাহ তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিলেন। তৎপর ওমরাহবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইলেন। জীবননাটকের অভিনয় শেষে মৃত্যুর যবনিকা পতিত হইল। সকলে দেখিলেন,—দিল্লীশ্বর আকবর আর নাই, তাঁহার প্রাণ শূন্য দেহ পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে।

তিন শত বৎসরের অধিক হইল, আকবর নশ্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য, অমরা তুল্য প্রাসাদ, অতুল বিভবরাশি ধ্বংস মুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার যশোরাশি আজিও অবিকৃত রহিয়াছে। আকবর কি শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া ভারতের নরনারীর ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন? তাহা নহে। তিনি যে মহাশক্তিবলে অসংখ্য মানবের হৃদয়ের উপর প্রেমের রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, হিন্দুমুসলমানকে ভালবাসাও প্রীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহারই জন্য তিনি অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন, তাহারই জন্য চন্দ্র ও সূর্য্য

বংশীয় রাজপুত হিন্দু রাজগণ জাতি বিদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার হস্তে কন্যা ও ভগ্নী সম্প্রদান করিয়াছেন। হিন্দুরা ভক্তি ভরে তাঁহাকে দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বলিয়া পূজা করিয়াছেন। মানুষের পক্ষে ইহ' সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। আকবর জানিতেন, হিন্দু মুসলমান ভারতের প্রধান অধিবাসী, তাহাদিগকে প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে না পারিলে ভারতের মঙ্গল নাই। তিনি সেই শুভ সম্মিলন সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল—ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করা, ভারতবাসীকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে সেই মহালক্ষ্যের মূল মন্ত্র করিয়া তিনি সাধনাপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

"আকবর প্রত্যহ তিন ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন"। (১) "তিনি শীত গ্রীষ্মের প্রতি দৃকপাত না করিয়া অন্য লোকে যে সময় নিদ্রায় অতিবাহিত করে, সেই সময় জন সাধারণের মঙ্গল সাধনে ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি বিশ্রামাপেক্ষা পরিশ্রম অধিক ভাল বাসেন।" (২)

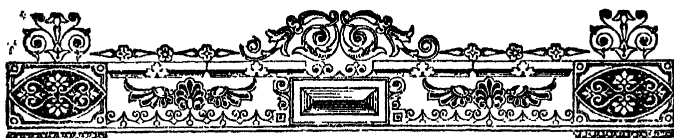
"আকবর স্বীয় ক্ষমতা অক্ষত রাখিবার জন্যই বিংশতি বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শান্তভাব অবলম্বন করিলে আক্রান্ত হইতেন। অতীত বহু দর্শিতা ও দৈনন্দিন ঘটনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতে আভ্যন্তরিক শান্তি বিস্তার করিতে হইলে, সমগ্র ভারতে একটি মাত্র সর্ব্ব প্রধান শক্তি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। সম্রাটের জীবনের লক্ষ্য ছিল—এক রাজশক্তির অধীনে সমগ্র ভারতের সম্মিলন ও একতা স্থাপন।" (৩)

"যে কেহ আকবরের নিকট উপস্থিত হইতেন, তিনি তাঁহাকে মধুর আলাপ ও ব্যবহার দ্বারা মুগ্ধ করিতেন।"

---

(১) Elphinstone's History Page 549

(২) আইন ই আকবরী। (৩) Malleson



সোলতান সালেহ্ উদ্দিন।

সুপ্রসিদ্ধ নরপতি মহাবীর সোলতান সালেহ উদ্দীন ‡ ৫৩২ হিজরী অব্দে (১১৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নজম উদ্দীন আয়ুব-বীরবর জঙ্গি ও আব্বাস বংশীয় খলিফা নুর উদ্দীন মোহম্মদের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। সালেহ্ উদ্দীনের পিতৃব্য প্রসিদ্ধ বীর আসাদ উদ্দীন শের কোহ্ (পার্ব্বত্য সিংহ) খৃষ্টান ধর্ম্ম যোদ্ধাদিগের ভীষণ আক্রমণ হইতে মিসর দেশ উদ্ধার করিয়া ফাতেমা বংশীয় শেষ খলিফা আজিদলিদিন ইল্লার মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। তিনি দুইমাস মাত্র কার্য্য করিয়া পরলোক গমন করিলে, ৫৬৪ হিজরীর ২২ শে জমাদিওস্ সানি (১১৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ) তারিখে সালেহ্ উদ্দীন উক্ত পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম, সালেহ্ উদ্দীন ইউছফ। মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি অল্ মালিকান নসির (বিজয়ী ভূপতি) উপাধিলাভ করেন। সালেহ্ উদ্দীন ইতিপূর্ব্বে নুর উদ্দীন মোহাম্মদের অধীনে অনেক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। পরে পিতৃব্যের সঙ্গে মিসর দেশে গমন করেন। তথাকার প্রধান মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও তিনি নিজকে নুর উদ্দীনের একজন সহকারী জ্ঞান করিতেন।

৫৬৯ হিজরী অব্দে স্বীয় প্রভুর অনুমতি লইয়া সালেহ্ উদ্দীন তদীয়

‡ ইউরোপীয় লেখকগণ তাঁহাকে সালাদিন নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

সহোদর তুরাণ শাহ্‌কে ইমেন অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইমেন রাজ্য অল্প দিন মধ্যে অধিকৃত হইল। এই সময় নুর উদ্দীন মোহাম্মদ পরলোকগমন করিলেন। তখন সালেহ্‌ উদ্দীন সমস্ত মিসর, হেজাজ, ইমেন এবং নিউবিয়ার কিয়দংশে প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। নুর উদ্দীনের এক মাত্র পুত্র ইসমাইল তৎকালে একাদশ বর্ষীয় বালক; তিনি অল্‌ মালিকান সালেহ (উত্তম রাজা) উপাধিধারণ করিয়া পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সালেহ্‌ উদ্দীন নবীন ভূপতির বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক উপযুক্ত উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কতিপয় স্বার্থপর নীচ প্রকৃতি পারিষদ বালক ভূপতিকে কুপথে পরিচালিত করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সালেহ্‌ উদ্দীন স্বীয় প্রভু পুত্রের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করতঃ পত্র লিখিলেন এবং শীঘ্র সংশোধন না হইলে, রাজ্যচ্যুত করিবার ভয়প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে ভীত হইয়া গুমুস্তাগিন নামক জনৈক আমীর, মালিক সালেহ্‌কে আলেপ্পোনগরে লইয়া গেলেন। তখন দামস্কস্‌ অরাজকতা পূর্ণ, খৃষ্টান ধর্ম্ম যোদ্ধৃগণ সুযোগ বুঝিয়া নগর অবরোধ করিলেন, পরিশেষে বিপুল অর্থ লইয়া অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। কতিপয় প্রধান ব্যক্তি সালেহ্‌ উদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি সমস্ত অবগত হইয়া সাত শত মাত্র সৈন্যসহ দামস্কসে উপস্থিত হইলেন এবং নগর অবরোধ করিলেন। তিনি প্রভু নুর উদ্দীনের প্রাসাদে অবস্থিতি না করিয়া নিজগৃহে বাস করিতে লাগিলেন, এবং বিনয় ও সম্মানসহকারে নবীন ভূপতিকে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, তিনি কেবল মাত্র তাঁহার সাহায্যার্থ সিরিয়াতে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত পারিষদবর্গের প্ররোচনায় মালিক সালেহ্‌ এই প্রভুভক্ত

বীরের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাকুক, তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ প্রভুদ্রোহী প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিলেন। সালেহ্ উদ্দীন তখন নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে নিজ সদুদ্দেশ্য ও প্রভুভক্তি প্রমাণ জন্য মালিক সালেহের সাক্ষাৎ আশায় আলেপ্পো অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি নগর বহির্ভাগে উপস্থিত হইবামাত্র বালক মালিকের উত্তেজনায় নগরবাসিগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সালেহ্ উদ্দীন দেখিলেন, যুদ্ধ ব্যতীত আত্মরক্ষার উপায় নাই। তিনি সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে আলেপ্পোবাসিগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। নিরুপায় ক্রুরমতি গুমুস্তাগিন তখন খৃষ্টানধর্ম্মযোদ্ধা ও মালিক সালেহের পিতৃব্য মন্সুরের আতাবেক সয়েফ উদ্দীন গাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। খৃষ্টান-গণ ইমেসানগর অবরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু সালেহ্ উদ্দীন তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি আর একবার অত্যন্ত বিনীতভাবে নুর উদ্দীন-তনয়কে সুপথে আনয়ন করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। কিন্তু এবারও তাঁহার অনুরোধ ও বিনীত ব্যবহার ঘৃণার সহিত উপেক্ষিত হইল। মালিক সালেহ্ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া আলেপ্পোর তোরণ দ্বারের নিকট পরাজিত হইয়া নগর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, নগর অবরুদ্ধ হইল। গুমুস্তাগিন ও সয়েফ উদ্দীন গাজী সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া নুর উদ্দীনের বালিকা দুহিতাকে সালেহ্ উদ্দীনের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর সালেহ্ উদ্দীন প্রভু কন্যাকে যথোপযুক্ত সম্মান ও ভক্তিসহকারে অভ্যর্থনা করিয়া বিবিধ রত্নরাজী উপহার দিলেন এবং বালিকার অনুরোধে আলেপ্পো প্রদেশের অধিকৃত সমস্ত নগর মালিক সালেহ্‌কে প্রত্যর্পণ করিলেন; এই সন্ধি অনুসারে সালেহ্ উদ্দীন দামস্কস প্রাপ্ত হইলেন। সিরিয়া, হেজাজ ও মিসরের খোতবা

হইতে মালিক সালেহের নাম তিরোহিত হইল। খলিফা সালেহ উদ্দীনকে সোলতান উপাধি ভূষণে ভূষিত করিলেন।

৫৭৯ হিজরী অব্দে ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিঃসন্তান অবস্থায় মালিকসালেহ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র ইমাদউদ্দীন আলেপ্পো সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি কতিপয় মূল্যবান জায়গীরের পরিবর্ত্তে সালেহউদ্দীনকে আলেপ্পো সমর্পণ করিলেন। মোসালও সালেহ্‌উদ্দীনের অধিকৃত হইল। ইউফ্রেটিস্‌ ও টাইগ্রিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড আতাবেকের অধিকারে রহিল। ১১৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার সমুদয় নরপতি সালেহউদ্দীনকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই সময় জেরুসালেমের অধিপতি প্রথম বাল্‌ডিন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন; এবং তাঁহার ভগ্নী সিবিলা তদীয় স্বামী গুইডিলুসিগ্‌নানের সঙ্গে ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদিগের রাজ্যান্তর্গত মরুসাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কারক প্রদেশের সামন্ত রাজা রেণাল্ড ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানও খৃষ্টানদিগের মধ্যে স্থাপিত সন্ধির নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কতিপয় হজ্জযাত্রীকে আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। সালেহ্‌উদ্দীন জেরুসালেমের রাজা ও রাণীর নিকট তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। তৎপর তিনি কারকরাজ্য আক্রমণ করিলেন। ফ্রাঙ্কগণ তাঁহার সমান সংখ্যক সৈন্যসহ সাফুরিয়ার সমতল ক্ষেত্রে সমবেত হইল। সালেহ্‌উদ্দীন কৌশলক্রমে তাহাদিগকে তিবেরিয়াসের নিকটবর্ত্তী হিটিন পর্ব্বতের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন।

তিবেরিয়াস্‌ হ্রদের তীরে সালেহ্‌উদ্দীন শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; তৎসম্মুখে ফ্রাঙ্কগণের শিবির স্থাপিত হইল। বৃহস্পতিবার

সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক সালেহ্ উদ্দীন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই শুক্রবার প্রভাত হইবা মাত্র ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দশ সহস্র ধর্ম্মযোদ্ধা এই যুদ্ধে জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান নেতৃগণ হত ও বন্দীকৃত হইলেন। বন্দীদিগের মধ্যে গুইডিলুসিগনান, তাঁহার ভ্রাতা জিওফ্রি, রেণাণ্ড, থরা-নের হাম্‌ফ্রির পুত্র, তাবাইলের কাউণ্টহাথ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ ছিলেন। যাঁহারা পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ত্রিপলির কাউণ্টরেমণ্ড, টিবেরিয়াডেরলর্ড, রেণাণ্ড, সিডনের লর্ড, এবং এণ্টিওকের রাজকুমার প্রধান। তাঁহারা অতিকষ্টে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সালেহ্ উদ্দীন গুইডিলুসিগ্‌নানের প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু চাটিলনের রেণাণ্ড এবং তদীয় সহকারিগণ, যাঁহারা সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মুসলমানদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সালেহ্ উদ্দীনের আদেশে নিহত হইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সালেহ্ উদ্দীন হাটিনের ভীষণ সমরে জয়লাভ করিয়া শত্রুকে সুযোগ প্রদান করিতে আর ক্ষণকাল মাত্র সময় দিলেন না, তিনি সত্বর তিবেরিয়াড্ দুর্গ অধিকার করিলেন। ত্রিপলির রেমণ্ড পত্নী তাঁহার হস্তে বন্দী হইলেন। তিনি তাঁহাকে সম্মানসহকারে তদীয় স্বামীর নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আদেশে রমণী ও বালকগণের প্রতি কেহ অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহার করিতে সাহস করিত না। দুর্ভেদ্য একারনগর যাহা দুই বৎসর যাবত সমগ্র খৃষ্টান শক্তির বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষা করিয়াছিল, তাহা দুই দিবস মধ্যে সালেহ্ উদ্দীনের হস্তগত হইল। তনি বিনা বাধায় নেপলাস্, জেরিকো, রামলাহ্ সিসারিয়া, আরসাফ্, জাফা, বৈরুত প্রভৃতি অসংখ্য নগর অধিকার করিলেন। কেবলমাত্র সমুদ্র তীরবর্ত্তী টায়ার, ত্রিপলি ও আস্‌কালন খৃষ্টান ধর্ম্মযোদ্ধাদিগের

হস্তগত হইল। পরে সালেহ্‌উদ্দীন আস্‌কালন নগর সামান্য অবরোধের পর অধিকার করিয়া সুবিধাজনক নিয়মে সন্ধিস্থাপন করিলেন।

অতঃপর বিজয়ী সালেহ্‌উদ্দীন জেরুসালেম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই নগরে তৎকালে ষাট সহস্র সৈনিকপুরুষ ও বহুসংখ্যক নাগরিক বাস করিত। সোলতান নগরের সন্নিকটে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান নাগরিকদিগকে আহ্বানকরতঃ বলিলেন,—"এই নগর যেমন আপনাদিগের নিকট পবিত্র, তেমন আমার নিকটও পবিত্র বলিয়া সম্মানিত, নরশোণিত-পাতের দ্বারা ইহার পবিত্রতা বিনষ্ট করা আমার অভিপ্রেত নহে। যদি আপনারা দুর্গ সমর্পণ করেন, আমি আপনাদিগকে প্রচুর অর্থ এবং যথেচ্ছা কর্ষণযোগ্য ভূমি প্রদান করিব।" ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টানগণ ঘৃণার সহিত তাঁহার এই উদার ও সদয় প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। সোলতান গড্‌ফ্রিডি বনিলনের অনুষ্ঠিত ভীষণ নরহত্যার প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞাকরতঃ নগর অবরোধ করিলেন। কিছুদিন মধ্যে খৃষ্টানগণ হতাশ অন্তঃকরণে তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। পরম দয়ালু সালেহ্‌ উদ্দীন পতিত শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইলেন না; তাঁহার অন্তঃকরণ তদীয় ভীষণ প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিতে দিল না। গ্রীক ও সিরিয়ান খৃষ্টানগণ তাঁহার রাজ্যমধ্যে অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায় অবাধে বাস করিবার অনুমতি পাইলেন, ফ্রাঙ্ক ও লাটিনগণের মধ্যে যাঁহারা পালেষ্টাইনে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে বাসের অনুমতি দিলেন। নগরের অস্ত্রধারী ব্যক্তিগণ চল্লিশ দিবসের মধ্যে স্ত্রী পুত্রাদিসহ টায়ার অথবা ত্রিপলি গমন করিতে আদিষ্ট হইলেন। সালেহ্‌ উদ্দীনের সৈন্য তাঁহাদিগকে নিরাপদে পৌছাইয়া দিল। বন্দিগণের মুক্তির জন্য প্রত্যেক পুরুষের ১০, স্ত্রীর ৫, এবং সন্তানের ১ সিরিয়ানদিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) অর্থদণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইল। এই মুক্তি-পণ দিতে

অক্ষম ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত না কিন্তু সদাশয় সালেহ্ উদ্দীন স্বয়ং দশ সহস্র এবং তাঁহার ভ্রাতা সয়েফ উদ্দীন সাত সহস্র বন্দীর মুক্তি-পণ প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজক ও সাধারণ নিরস্ত্র ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের যাবতীয় সম্পত্তি যথেচ্ছা লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিগণের গমন জন্য সোলতান গর্দ্দভ ও যানের বন্দোবস্ত করিলেন। যখন জেরুসালেমের রাণী প্রধান প্রধান নাগরিক ও বীর-বৃন্দের সহিত তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন; তিনি তাঁহার সহিত অত্যন্ত সদয় ও শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন। রাণীর সহিত অনেক মহিলা রোদন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পিতা, স্বামী ও পুত্রগণ বন্দীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের করুণ আর্ত্তনাদে সালেহ্ উদ্দীনের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইল, তিনি সেই সকল পুরুষকে মুক্তিপ্রদান করিলেন। তিনি বিধবা ও পিতৃমাতৃ হীন বালক বালিকাগণকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট পরাজিত খৃষ্টানগণ যেরূপ সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট ও তাঁহারা তদ্রূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হন নাই। *

খৃষ্টানগণ নগর পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত সালেহ্ উদ্দীন জেরুসালেমে প্রবেশ করেন নাই। হিজরী ৫৮৩ আব্দের ২৭শে রজব শুক্র-বার তিনি পাত্র মিত্র ও পারিষদবর্গ সহ নগরে প্রবেশ করিলেন। খৃষ্টানগণ যে সকল মস্‌জেদ ও বিদ্যালয় বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি তাহা পুনঃ নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। দেশে সুসাশন প্রবর্ত্তিত হইল।

সালেহ্ উদ্দীন টায়ার নগর অবরোধ করিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অধিকাংশ ধর্ম্মযোদ্ধা টায়ার রক্ষায় সমবেত হইয়া-ছিলেন। কনরাড্-টায়ারের অধিপতি, তিনি সালেহ্ উদ্দীনের আদেশ

* Mills and Michaud.

মত নগর সমর্পণ করিলেন না, বরং বিপুল বিক্রমে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। শীঘ্র টায়ার পতনের সম্ভাবনা না দেখিয়া সালেহ্‌ উদ্দীন অন্যদিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং সমুদ্রতীর দিয়া অভিযান করতঃ ফ্রাঙ্কদিগের অধিকৃত লেওডিসিয়া, জাবালা, সৈহুন, বেকাস, বজাইর, দারবার সাক্‌ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। বন্দী রাজা গুইডিলু-সিগ্‌নান প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ইউরোপ গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে সালেহ্‌ উদ্দীন তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতঃ বহু সংখ্যক খৃষ্টান ধর্ম্মযোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া টলে-মেইস্‌ নগর অবরোধ করিলেন।

জেরুসালেম পতনের পর সমগ্র খৃষ্টান জগৎ প্রতিহিংসানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ধর্ম্মযাজকগণ যথাসাধ্য সেই অনলে বাতাস দিতে লাগিলেন। জেরুসালেমের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতি সালেহ্‌ উদ্দীন যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, তিনিই এক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় খৃষ্টানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সমগ্র ইউরোপ ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য ক্ষিপ্ত প্রায় হইল। জার্ম্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক্‌ বার্ব্বারোসা, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাষ্টাস্‌ এবং ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড সম্মিলিত হইয়া মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন। পিসা, জেনোয়া ও ভিনিসের অধিবাসিগণ প্রতিদিন সমুদ্রপথে বিপুল রসদ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রেরণ করিতে লাগিল। টায়ার নগরে পরাজিত খৃষ্টান ধর্ম্ম যোদ্ধৃগণ একত্র হইয়াছিলেন। সেই স্থানে অগণিত খৃষ্টান সমবেত হইলেন। তথা হইতে তাঁহারা জল ও স্থল পথ আচ্ছন্ন করিয়া একার নগরে গমন করিলেন। ৫৮৫ হিজরীর ১৫ই রজব (১১৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট) তারিখে খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক একার অবরুদ্ধ হইল।

সালেহ্‌ উদ্দীন সত্বর মন্ত্রণা সভা আহ্বান করিয়া খৃষ্টানদিগকে

পথিমধ্যে আক্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেনানায়কগণ সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা একার নগরের সম্মুখস্থ প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে শত্রুকে আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে সালেহ্ উদ্দীন একারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—খৃষ্টানগণ নগরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছে, তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, রসদের পথ সম্পূর্ণ রূপে অবরুদ্ধ। তিনি তখন কায়সান পর্ব্বতোপরি শিবির স্থাপন করিলেন, তাঁহার সৈন্যের দক্ষিণাংশ টেল আয়াজিয়াতে এবং বাম অংশ বেলুস্ নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। এই সময় মসুল, দিয়ার বকর, সনৃজার, ও হারান হইতে সাহায্যকারী মুসলমানগণ উপস্থিত হইলেন।

৫৮৫ হিজরীর সাবান মাসের প্রথমাংশে সালেহ্ উদ্দীন খৃষ্টান-দিগকে আক্রমণ করিলেন; তাঁহার ভ্রাতস্পুত্র তকি উদ্দীন ভীম পরাক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া একারের সহিত সংবাদ আদান প্রদানের পথ উন্মুক্ত করিলেন। ঐতিহাসিক ইব্‌নল আসির বলেন,—"মুসলমানগণ রাত্রি পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সাধিত হইত কিন্তু ফ্রাঙ্কদিগের শিবিরের অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়া তাঁহারা রাত্রির জন্য যুদ্ধ স্থগিত করতঃ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সালেহ্ উদ্দীন অবরুদ্ধ নগরে আমীর হাসাম উদ্দীনের দ্বারা উপযুক্ত রসদ প্রেরণ করিলেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর আবার বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফ্রাঙ্কগণ অমিত তেজে আরবদিগকে আক্রমণ করিল কিন্তু পরাজিত হইয়া পরিখার পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

এই সময় সালেহ উদ্দীনের সৈন্যগণ নানাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। একদল আন্টিওকের প্রিন্স বোহিমণ্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল; একদল ত্রিপলির সম্মুখস্থ সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্য এমেসার

স্থাপিত হইল, তৃতীয় দল টায়ারের প্রতি দৃষ্টি রাখিল, চতুর্থদল দামিয়েটা, আলেক্ জাণ্ড্রিয়া প্রভৃতি স্থানে থাকিয়া জল পথে শত্রুর আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। সালেহ্ উদ্দীন যে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও তাঁহার সৈন্য অপেক্ষা খৃষ্টানদিগের সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। শত্রুর মনে আশঙ্কা হইয়াছিল,—আরও অধিক সৈন্য সালেহ উদ্দীনের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে পারে সুতরাং তাঁহারা বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে প্রথমতঃ খৃষ্টানগণের জয়লাভের আশা ছিল কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পরাজিত হইলেন। তাঁহাদিগের দশসহস্র বীর অনন্তশয্যায় শয়ন করিলেন। সালেহ্ উদ্দীন সাধ্যমত শব রাশী নিকটস্থ সাগর গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া রণক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে লাগিলেন,—তথাপি অগণিত মৃত দেহের পূতিগন্ধে বায়ু দূষিত হইয়া উঠিল। ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইল। সালেহ্ উদ্দীনের নিজের স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইল। তখন তিনি ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ অলখারুবা দুর্গে শিবির স্থানান্তরিত করিলেন। এই সুযোগে ফ্রাঙ্কগণ আবার দ্বিগুণ উৎসাহে একার অবরোধ করিল এবং চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন ও প্রাচীর নির্ম্মাণ দ্বারা নিজ শিবির দৃঢ়ীকৃত করিল।

অল্‌খারুবাতে শীতকাল অতিবাহিত হইল। বসন্তের প্রারম্ভে সালেহ উদ্দীন আবার সসৈন্য একার নগরে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বস্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। ফ্রাঙ্কগণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত উচ্চমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি সৈন্য সমবেত করতঃ নগর মধ্যে গোলা নিক্ষেপ করিত। অবরুদ্ধ নগরবাসিগণ দামস্কসের জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশে গ্রীক ফায়ার্ ওনাফ্‌তা নামক দাহ্য পদার্থ পূর্ণ গোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই সকল মঞ্চ ভস্মীভুত করিতে লাগিল। এই সময় মেসোপটোমিয়া

হইতে সোলতানের সাহায্যার্থ সৈন্য আসিয়া পৌছিল এবং যুদ্ধসম্ভারপূর্ণ মিসরের রণতরি সকল জলযুদ্ধে একারবন্দরস্থিত ফ্রাঙ্কদিগকে পরাজয় করিল কিন্তু আরবগণ যখন শুনিলেন,—জার্ম্মানসম্রাট ফ্রেডারিক বার্ব্বারাসা অগণিত সৈন্যসহ অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাঁহারা চিন্তাকুল হইলেন। পথিমধ্যে তুর্কমানেরা সম্রাটের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সম্রাট প্রবলবেগে উত্তর গ্যালেসিয়াতে প্রবেশ করিলেন। সালেহ উদ্দীন সাহায্যের আশায় চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন,—এমন কি সুদূর মরোক্কোর সোলতান ইয়াকুব অল মনসুরের নিকটও দূত প্রেরিত হইল। কিন্তু সালেহ উদ্দীন কাহারও নিকট সাহায্য পাইলেন না। তথাপি তিনি নির্ভীকচিত্তে ইউরোপের সমবেতশক্তির সম্মুখীন হইলেন। জার্ম্মানসম্রাট সাল্‌ফ নামক স্রোতস্বিনী উত্তীর্ণ হইবার কালে প্রবল তরঙ্গমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট সৈন্য রাজকুমার ডিউক অব সার্ভেরিয়ার অধীনে এণ্টিওকনগরে সমবেত হইয়া সমুদ্রপথে স্বদেশযাত্রা করিল। দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় অধিকাংশ আরোহীর জীবনলীলার অবসান হইল। অত্যল্পসংখ্যক ব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

১১৯০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই (৫৮৬ হিজরীর ২০শে জমাদিওস্‌সানি) ফ্রাঙ্কগণের সহিত আবার যুদ্ধ হইল। এবারও আরবগণ জয়লাভ করিলেন। হতাহত খৃষ্টানগণের দ্বারা রণভূমি আচ্ছন্ন হইল। খৃষ্টান ধর্ম্মযোদ্ধৃগণের অন্তঃকরণ হইতে আশার আলোক ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। দুই দিবস পরে চাম্পেনের কাউণ্ট হেনরির অধীনে একদল প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্য তাহাদিগের সাহায্যার্থ জলপথে উপস্থিত হইল।

এই তরুণবীর ইংলণ্ডেশ্বরের বৈপিত্রেয় ভগ্নীর পুত্র এবং ফ্রাঙ্ক রাজের আত্মীয়। তিনি অনেক অন্তরায় অতিক্রম করতঃ একারনগরে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মযোদ্ধাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং দৃঢ়রূপে শিবির স্থাপন করিলেন। অগণিতজনসমাগমে বায়ু দূষিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সালেহ উদ্দীন অল খারুবাতে শিবির উঠাইয়া লইলেন। তখন খৃষ্টানগণ প্রবলবেগে নগর অবরোধ করিল। কিন্তু অবরুদ্ধ মুসলমানগণ ভীত হইল না তাহারা সুযোগ পাইলেই খণ্ডযুদ্ধে খৃষ্টানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিত। আমীর কারাকুস ও হিসাম উদ্দীন অবিচলিত ভাবে সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিপক্ষের বিস্তর সরঞ্জাম অগ্নি দ্বারা বিনষ্ট করিলেন। খৃষ্টানগণ অবরুদ্ধ নাগরিকদিগের রসদ সংগ্রহের পথরোধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু সুচতুর সালেহ উদ্দীন বৈরুত হইতে সমুদ্রপথে রসদ জোগাইতে লাগিলেন।

ফ্রাঙ্কগণ খৃষ্টান ধর্ম্মগুরু পোপের নিকট আপনাদিগের দুর্দ্দশার কাহিনী নিবেদন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। পোপের আদেশে সমস্ত খৃষ্টান সমাজের নিকট হইতে সাহায্য আসিতে লাগিল। এই বিপুল সৈন্যবল সহ কাউন্ট হেন্‌রি আবার সালেহ উদ্দীনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মুসলমানসৈন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে শিবির স্থাপন করিল। সালেহ উদ্দীনের পুত্র আলী, খিজর ও গাজী মধ্যভাগ পরিচালনের ভার পাইলেন; ভ্রাতা সয়েক উদ্দীন মিসরের সৈন্যসহ দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত হইলেন, হামাহ ও সঞ্জারের অধিপতিগণ এবং অন্যান্য সামন্তবর্গ বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সালেহ উদ্দীন তৎকালে পীড়িত ছিলেন; তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি থাকিয়া যুদ্ধ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবস

পর্য্যন্ত ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ চলিল। অবশেষে ফ্রাঙ্কগণ পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেল। তাহাদিগের শিবিরে দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি দেখা দিল এবং শীত ঋতুর প্রারম্ভে তাহারা গ্রীসের নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। সয়েফ্ উদ্দীন নগরের শাসন ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি এই সুযোগে নগরের দুর্ব্বল সৈন্যগণকে পরিবর্ত্তন অথবা প্রচুর রসদ সংগ্রহ করিলেন না।

ঋতুরাজ বসন্ত দেখা দিল। ফ্রাঙ্কগণের বিস্তর রণতরি উপস্থিত হইয়া একারের সহিত মুসলমানদিগের সংবাদ আদানপ্রদান সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিল। ১১৯১ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল (৫৮৭ হিজরীর ১২ই রবিওল আউয়াল) ফ্রাঙ্করাজ ফিলিপ অগষ্টাস অসংখ্য সৈন্যসহ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সালেহ উদ্দীন একারের তিন মাইল দূরে সফরাআম নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অধীনস্থ রাজন্যবর্গের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে ১১৯১ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন (৫৮৭ হিজরীর ১৩ই জমাদিওল আউয়াল) ইংলণ্ডরাজ বিংশতি রণতরিসহ খৃষ্টানগণের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইলেন। সালেহ উদ্দীন এই সংবাদ অবগত হইয়া একটি রসদপূর্ণ জাহাজ বৈরুত হইতে একারে প্রেরণ করিলেন; সেই জাহাজ পথিমধ্যে বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। জাহাজের অধ্যক্ষ ইয়াকুব-অল-হালেবি যখন দেখিলেন, জাহাজ নিশ্চয় শত্রুহস্তে পতিত হইবে; তখন তিনি জাহাজের তলদেশে ছিদ্র করিয়া দিলেন। দ্রব্যজাত সহ জাহাজ গভীর সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হইল।

ভীষণরূপে একার অবরুদ্ধ হইল। দুর্গস্থিত সৈন্যগণ প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। মুসলমান সামন্তগণের প্রতিশ্রুত সাহায্য তখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল না। যুদ্ধের পর যুদ্ধ হইতে লাগিল;

অদম্য অধ্যবসায়ী মহাবীর সালেহ উদ্দীন পুনঃ পুনঃ শত্রুকে পরাজয় করিয়াও অবরোধ উঠাইতে সক্ষম হইলেন না। ক্রমে নিরাশার কুজ্‌-ঝটিকায় মুসলমানগণের হৃদয় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। দুই বৎসরব্যাপী অবরোধের কষ্ট, রোগ ও দুর্ভিক্ষের তাড়নায় দুর্গবাসিগণ একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। দুর্গাধ্যক্ষ মাস্তব এই ঘোর বিপদে নিরুপায় হইয়া ফিলিপ অগষ্টাসকে বলিয়া পাঠাইলেন—"চারি বৎসর যাবত আমরা এই নগরে প্রভুত্ব করিয়াছি। যখন আমরা টলেমেইস্‌ অধিকার করিয়া-ছিলাম—আমরা অধিবাসিগণকে আত্মীয় স্বজন ও সম্পত্তিসহ যথেচ্ছা-গমন করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলাম। এক্ষণ আমরা নিরুপায় হইয়া আপনাদিগের হস্তে নগর সমর্পণ করিতেছি। খৃষ্টানদিগকে যেরূপ সুবিধা দিয়াছিলাম, আজ আমরা সেইরূপ সুবিধা পাইবার আশাও প্রার্থনা করি। ফ্রান্‌সরাজ উত্তর দিলেন, পবিত্র নগর জেরুসালেম ও অন্যান্য নগর যাহা টিবেরিয়াস যুদ্ধের পর মুসলমানদিগের হস্তগত হই-য়াছে; তৎসমুদয় প্রত্যার্পণ না করিলে একারের একটি প্রাণীকেও রক্ষা করিবেন না। এই নিষ্ঠুর উত্তর শ্রবণে গর্ব্বিত আরবআমীরের নির্ব্বাপিত প্রায় ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া একারের ধ্বংসস্তূপমধ্যে অনন্তশয্যায় শয়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আবার যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে মুসলমানগণের সমস্ত আশাভরসা বিলীন হইল; সাহায্য অভাবে সোলতান পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য খৃষ্টানকে বিতাড়িত করিতে পারি-লেন না। অবশেষে খৃষ্টানেরা কাহারও প্রাণবধ করিবে না, এইরূপ আশ্বাস দিলে, নাগরিকগণ আত্মসমর্পণ করিল। মুসলমানেরা ১৬০০ বন্দীসহ যিশুখৃষ্টের ক্রুসের কাষ্ঠখণ্ড এবং দুইলক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা খৃষ্টান দিগকে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এই সুবর্ণ-

রাশি প্রদান করিতে সামান্য বিলম্ব ঘটায় ইংলণ্ডের সিংহ-প্রকৃতি-রাজা (Lion hearted King) রিচার্ড দুর্গস্থিত সমস্ত মুসলমানকে আত্মীয়-স্বজনের চক্ষের উপর নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়াছিলেন। টলে মেইস অবরোধে খৃষ্টানগণের ষাট সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক মিকড বলেন, "ধর্ম্মযোদ্ধৃগণ কিছুকাল টলেমেইস্ নগরে অবস্থান করতঃ আমোদ প্রমোদের তরঙ্গে নিমজ্জিত হইয়া বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হইতে লাগিল। উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী, প্রসিদ্ধ সাইপ্রাস মদিরা এবং নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জের অনিন্দ্যসুন্দরীযুবতীগণের বিলোল কটাক্ষ তাহাদিগকে তন্ময় করিয়া তুলিল।" অবশেষে রিচার্ড আস্কালন অভিমুখে অভিযান করিলেন। সালেহ্ উদ্দীন ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত শত্রুর পাশাপাশি অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে সাতটি বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হইল। আরসুফ্ সমরে তাঁহার আট সহস্র সৈন্য জীবনলীলা সম্বরণ করিল। তিনি বুঝিলেন, পালেষ্টাইন প্রদেশের প্রসিদ্ধ দুর্গ আস্কালন শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করা অসম্ভব; অতএব অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া অধিবাসী বৃন্দকে স্থানান্তরিত এবং নগর ভূমিসাৎ করিলেন। রিচার্ড উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যেখানে অগণিত সৌধপূর্ণ সুন্দর আসকালন্ নগর বিরাজ করিত, সেখানে ধ্বংসরাশি বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন করিতেছে। তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়ী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বীরবর সালেহ্ উদ্দীনকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোর সমরে একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বরাজ্যেও বিপদ রাশি ঘনীভূত হইতেছিল। সুতরাং তিনি সন্ধি স্থাপনের মানসে সোলতানের ভ্রাতা সয়েফ্ উদ্দীনের সহিত সাক্ষাতের বাসনায় দূত প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু রিচার্ড সন্ধির যে সকল সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিলেন; সয়েফ্ উদ্দীন তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না।

সুতরাং কোন ফলোদয় হইল না! মাকুইস্‌ অব মণ্টফেরাট রিচার্ডের প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বয়ং সোলতানের নিকট দূত প্রেরণ পূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তিনি কেবলমাত্র সিডন ও বৈরুত গ্রহণ করিয়া সন্ধি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু রিচার্ড প্রথমে সন্ধির নিয়ম পালন করিলে, সোলতান তাহাতে স্বীকৃত হইবেন, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রিচার্ড পুনরায় সন্ধির জন্য সোলতানের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। এবার সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর সমূহ এবং ক্রুসকাষ্ঠ সহ জেরুসালেম খৃষ্টান দিগকে প্রত্যর্পণের প্রস্তাব হইল। কিন্তু সোলতান জেরুসালেম ছাড়িয়াদিতে স্বীকার করিলেন না; তিনি ক্রুস কাষ্ঠ খৃষ্টানদিগকে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। রিচার্ড পুনরায় সয়েফ্‌ উদ্দীনের নিকটও সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এবার তাঁহার ও সোলতানের মন্ত্রী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সন্ধির এইরূপ নিয়ম স্থিরীকৃত হইল যে, রিচার্ড তাঁহার ভগ্নী সিসিলির বিধবা রাণীকে সয়েফ্‌ উদ্দীনের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবেন, নব দম্পতি পবিত্রনগর জেরুসালেম উভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে শাসন করিবেন, সোলতান কর্ত্তৃক বিজিত নগর সমূহ তাঁহার ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে; রিচার্ড তদীয় অধিকৃত সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান সকল ভগ্নীকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিবেন। উভয় পক্ষের বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। ক্রুস কাষ্ঠ খৃষ্টানগণ পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। তীর্থযাত্রী ও পীড়িত ব্যক্তি দিগের সেবাব্রতধারী খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ব্রত পালন করিতে পারিবেন। সোলতান দেখিলেন, ইহা দ্বারা উভয় দলের দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদানল নির্ব্বাপিত হইবে, সুতরাং তিনি এই সকল নিয়মে সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু রিচার্ডের পক্ষের ধর্ম্মযাজকগণ খৃষ্টান রাজকুমারীর মুসল-মানের সহিত পরিণয়ের প্রস্তাব শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। তাঁহারা রিচার্ডকে সমাজচ্যুতির ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রিচার্ড

ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। এই সময় কনরাডের সহিত রিচার্ডের বিরোধ উপস্থিত হইল। ১১৯২ খৃষ্টাব্দের ১লা মে দুই জন ঘাতকের হস্তে কনরাডের জীবন লীলার অবসান হইল।

রিচার্ড স্বয়ং আর একবার জেরুসালেম উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন কিন্তু এবারও তিনি বিজয়লক্ষ্মীর অধিকারী হইতে পারিলেন না। এক্ষণ তিনি পালেষ্টাইন পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং সোলতানের নিকট আবার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তিনি আস্কালন্, ডারুম ও গাজা নগর গ্রহণ করিয়া জেরুসালেমের প্রতি দাবি পরিত্যাগ করিলেন। সোলতান কেবল মাত্র লিডা নগর রিচার্ডকে দিতে সম্মত হইলেন। এবার ও সন্ধি হইল না।

খৃষ্টান ধর্ম্ম যোদ্ধৃগণ বৈরুত অভিমুখে অভিযান করিল। সালেহ উদ্দীন সত্বর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতঃ জাফা অধিকার করিলেন। রিচার্ড পুনরায় প্রধান আমীর দ্বারা সোলতানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সোলতান তাঁহাকে টায়ার হইত সিসেরিয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রতীর ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। রিচার্ড জাফা ও আস্কালন নগরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। সোলতান কেবল মাত্র জাফা নগর দিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে রিচার্ড তাহাতেই সম্মত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর (৫৮৮ হিজরীর ২২শে শাবান) সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। তৎপর খৃষ্টান ও মুসলমানগণের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ঘোষণা প্রচারিত হইল। এক ধর্ম্মাবলম্বিগণ অপর ধর্ম্মাবলম্বীর রাজ্যে অবাধে গতিবিধি করিতে লাগিল। সৈন্যগণ নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রিচার্ড স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

এইরূপে তৃতীয় ধর্ম্মযুদ্ধের অবসান হইল। সেই কালসমরে সহস্র সহস্র বীর পুরুষের জীবনাহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

দেশে শত শত গৃহ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। জার্ম্মানীর সম্রাট, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বহু সম্ভ্রান্ত যুবক অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।

সালেহ্ উদ্দীন কিছু দিন জেরুসালেমে অবস্থিতিকরিয়া বিশ্রামলাভ করিলেন। তৎপর সমুদ্র তীরবর্ত্তী দূর্গ সমূহ পরিদর্শন ও সংস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে জেরুসালেম নগরে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর তিনি সপরিবারে দামস্কস নগরে গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ (৫৮৯ হিজরীর ২৭শে সফর) বুধবারে ইউরোত্রা-পস মহাবীর সালেহ্ উদ্দীন অমর লোকে গমন করিলেন। জনৈক মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, "প্রথম খলিফা চতুষ্ঠয়ের ভিন্ন সালেহ্ উদ্দীনের মৃত্যু দিবসের ন্যায় মুসলমান ও ইস্লামের পক্ষে দুঃখ ও পরিতাপের দিন আর কখন ঘটে নাই। তাঁহার প্রাসাদ, সাম্রাজ্য ও পৃথিবী শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সমগ্র নগরবাসী বিলাপ ও হাহাকার করিতে করিতে তদীয় শব সমাধি স্থানে লইয়া গিয়াছিল।"

সালেহ উদ্দীন মৃত্যুর পূর্ব্বে কোষাগারের বিপুল অর্থরাশি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহার একটি বর্ম্ম, অশ্ব, একটি স্বুবর্ণ মুদ্রা ও ৩৬টি রৌপ মুদ্রা অবশিষ্ট ছিল। তিনি সদয়াস্তঃকরণ ধীরপ্রকৃতি ও মহানুভব পুরুষ ছিলেন, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তাঁহার যথোচিত সম্মান করিতেন। তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে বিস্তর দাতব্য ঔষধালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তদীয় সভার একদিকে যেমন কারাকুস, হুসাম-উদ্দীন, মাস্তুব প্রভৃতি বিখ্যাত বীরগণ বিরাজ করিতেন, তেমন অপর-দিকে মন্ত্রীবর অলকাজী অলফাজিল, খতিব ইমাম উদ্দীন প্রভৃতি বিদ্বমণ্ডলী

শোভা পাইতেন। বিখ্যাত পর্য্যটক আব্দুল লতিফ রিচার্ডের সহিত সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর সালেহ্ উদ্দীনের দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তাঁহার প্রশান্তবদনমণ্ডল প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তঃকরণে ভালবাসা ও ভক্তির উদ্রেক করিত। প্রথমতঃ একদা সন্ধ্যাকাল আমি তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে অনেক পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিয়াছিলাম। তাঁহারা বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনায় নিমগ্ন ছিলেন; সোলতান মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন এবং প্রায়ই স্বয়ং আলোচনায় যোগ দিতেন। তৎকালে তিনি জেরুসালেম নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ ও পরিখা খনন করাইতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং সেই সকল কার্য্য পরিদর্শন করিতেন এবং অনেক সময় নিজ স্কন্ধে প্রস্তর খণ্ড সকল বহন করিতেন। তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তথায় গমন করিতেন। দিবা দুই প্রহরের সময় প্রাসাদে যাইয়া আহারের পর কিয়ৎকাল বিশ্রামলাভ করিতেন। আছর নামাজের পর পুনরায় কার্য্যস্থলে যাইতেন এবং সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিতেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহে অতি বাহিত হইত।" তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

ইমাম উদ্দীন জঙ্গি।

সেলজুকবংশীয় সোলতান মোহাম্মদের অধীনে অকৃস্থঙ্কার একজন শক্তিশালী সামন্ত ছিলেন। তিনি ইমামউদ্দীনজঙ্গির পিতা; অক্‌-স্থঙ্কার যখন পরলোক গমন করেন, তখন জঙ্গির বাল্যকাল উত্তীর্ণ হয় নাই, তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। কিন্তু এই বাল্যজীবনেই জঙ্গির অতুল সাহস, উন্নত চরিত্র, উচ্চাঙ্গের রাজনীতিক জ্ঞান ও রণকৌশলের প্রতিভা বিকসিত হইয়াছিল। প্রজা ও সৈনিক-বৃন্দ এই তেজস্বী বীরবালককে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ৫১৬ হিজরী অব্দে সোলতান মোহাম্মদ, জঙ্গিকে ওয়াসিত নগরের শাসনকর্ত্তা ও বস্রার খাদ্য রক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। চারি বৎসর পরে তিনি মস্থল ও উত্তর মেসোপটোমিয়ার শাসনভার এবং আতাবেক (যুবরাজ শাসনকর্ত্তা) উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মস্থলের দীর্ঘকালস্থায়ী আতাবেক বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

এই সময় ফ্রাঙ্ক গণের দৌরাত্ম্যে মেসোপটোমিয়া প্রদেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। জঙ্গি স্বীয় রাজ্য ও সৈন্যের সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং ফ্রাঙ্কদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যে মেম্‌বিজ ও বাজা অধিকার করিয়া বিস্তৃত মস্থল রাজ্য স্বীয় অধিকারে আনয়ন করিলেন। আলেপ্পোর অধি-বাসিগণ খৃষ্টান ধর্ম্মযোদ্ধাদিগের (Crusaders) অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তদনুসারে তিনি ১১২৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগর হইতে ধর্ম্মযোদ্ধাদিগকে বিতাড়িত করতঃ উহা নিজ অধিকারভুক্ত করেন। পরে হামা নগর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। পর বৎসর তাঁহার অমিত বিক্রমে ধর্ম্মযোদ্ধৃগণ অলআসারিব নগর মধ্যে

আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রবল আক্রমণের পর জঙ্গি উক্ত নগর অধিকার কবিলেন। ইডেসার কাউন্ট পিশাচপ্রকৃতি দুরন্ত জেসে-লিন মহাবীর জঙ্গির সহিত কিছুদিনের জন্য সন্ধি স্থাপন করতঃ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলেন। এই সময় সোলতান মোহাম্মদ পরলোক গমন করায় তাঁহার ভ্রাতা মাসুদ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন কিন্তু তাঁহার অপর ভ্রাতা সেলজুক শাহের সহিত উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। জঙ্গি কিছুদিন এই আত্মকলহ নিবারণ জন্য নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে খৃষ্টান ধর্ম্মযোদ্ধৃগণ ইউরোপ হইতে বিপুল সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সিরিয়াতে মস্তকোত্তলন করিলেন। গ্রীক সম্রাট জন্ কোম্‌নিনাস্ স্বয়ং তাঁহাদিগের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। খৃষ্টানগণ বাজা অধিকার করিয়া সমস্ত পুরুষ অধি-বাসীকে হত্যা করিলেন এবং রমণী ও বালকবৃন্দকে বন্দীরূপে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহারা তখন সেইজার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুরারোহ পর্ব্বতোপরি সেইজার দুর্গ অবস্থিত, তাহা শত্রুর অগম্য বলিয়া চির প্রসিদ্ধ। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে তাহা বানুমন্‌কিজ বংশীয় আরবদিগের অধিকৃত ছিল। এই দুর্গম পার্ব্বত্য দুর্গ ফ্রাঙ্ক ও আরবদিগের তুল্য প্রয়োজনীয়। আবু আসাকির সোলতান তৎকালে সেইজার দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি প্রবল পরাক্রম খৃষ্টানদিগের আক্রমণে ভীত হইরা মহাবীর জঙ্গির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জঙ্গি সেইজারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি ট্রিপলির কাউণ্টের অধিকৃত আর্কা নগর অধিকার করতঃ ভূমিসাৎ করিলেন এবং বালবেক নগর অধিকার করিয়া প্রসিদ্ধ সালেহ উদ্দীনের পিতা নজম উদ্দীন আয়ুবকে তাহার কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিলেন।

৫৩৪ হিজরী অব্দে জঙ্গি প্রসিদ্ধ দুর্গ বারিণ অধিকার করিয়া খৃষ্টান-দিগকে সন্নিহিত প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ৫৩৯ হিজরী অব্দে তিনি জোসেলিনের অধিকৃত এডেসা অধিকার করিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিজয়-গৌরব। এই নগর খৃষ্টানদিগের একটি প্রধান আড্ডা এবং জেরুসালেমের পরেই ইহার স্থান, ইহা মেসো-পোটামিয়ার চক্ষুস্বরূপ ছিল। মহাবীর জঙ্গি এডেসা নগরের নিকট উপস্থিত হইয়া অধিবাসীদিগের জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে অভয় প্রদান পূর্ব্বক নগর সমর্পণ করিতে ঘোষণা প্রচার করিলেন কিন্তু তাহারা ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখান করিল। তখন তিনি প্রবল আক্রমণে সমস্ত বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া নগর অধিকার করিলেন। জেরু-সালেম ও আণ্টিওকে খৃষ্টানগণ নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন, তিনি তাহার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার উদারপ্রকৃতি তদ্রূপ নির্ম্মম বাসনাকে প্রতিনিবৃত্ত করিল। যে সকল ব্যক্তি ফ্রাঙ্কদিগকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল, তিনি কেবল তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। অপর ব্যক্তিগণ নিরাপদে জীবন ও সম্পত্তিসহ মুক্তিলাভ করিল।

এডেসা নগরে উপযুক্ত সৈন্যস্থাপন করিয়া জঙ্গি শত্রুর পশ্চাদানুসরণ করিলেন। সেরুজ, অলবিরা এবং খৃষ্টানদিগের অধিকৃত বহুনগর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। যখন তিনি কালাত জবির অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন; তখন তাঁহার একজন সৈনিক পুরুষ শত্রু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে হত্যা করিল। ১১৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর এইরূপে মহাবীর জঙ্গির জীবনলীলার অবসান হইল।

যখন তিনি মেসোপটোমিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন সিরিয়া ও মেসোপটোমিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগ অনাবাদি ছিল। খৃষ্টানদিগের অত্যাচারে কৃষক ও নাগরিকগণ সর্ব্বশান্ত হইয়াছিল; ব্যবসায় বাণিজ্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। জঙ্গির অসাধারণ চেষ্টা ও যত্নে লুপ্তপ্রায় কৃষিবাণিজ্যের উদ্ধার হইয়াছিল। দেশ পুনরায় সুখ শান্তির আস্বাদ পাইয়াছিল; পরিত্যক্ত নগর ও জনপদগুলি আবার জনকোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। তিনি রমণীর সতীত্ব রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নশীল ছিলেন; তাঁহার দানশীলতার অবধি ছিল না। তিনি প্রতি শুক্রবারে সহস্র দিনার (সুবর্ণ মুদ্রাবিশেষ) দীনদরিদ্র গণকে বিতরণ করিতেন এবং একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী দ্বারা গোপনে কত বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার সভা বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। প্রসিদ্ধ আবু জাকর মোহাম্মদ ওরফে জামাল উদ্দীন তাঁহার মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শিক্ষা ও শাসন কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

মুসা।

মুসার পিতার নাম নুসাইর, তিনি খলিফা মাবিয়ার সময় পুলিশের অধ্যক্ষ (সাহেবস্ সরতা) পদে নিযুক্ত ছিলেন। মুসা খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসন কালে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া সাহস ও রণ কৌশলের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন। হিজরী ৮৯ অব্দে খলিফা তাঁহাকে আফ্রিকার প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মস্থলে গমন করিয়া দেখিলেন, দুরন্ত বার্ব্বারগণ ঘোর অশান্ত হইয়া

উঠিয়াছে, তাহারা শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। গ্রীকগণ সেই অশান্তি-অনলে অবিরত ফুৎকার দিতেছে। কিন্তু মুসা অল্পদিন মধ্যে বার্ব্বার ও গ্রীক বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও সদয় ব্যবহারে দেশীয় দলপতিগণ বশীভূত হইলেন। মুসা অধিবাসীদিগকে ইসলাম ধর্ম্মের বিধান ও রীতি নীতি শিক্ষা দিবার জন্য উপদেষ্টাগণকে নিযুক্ত করিলেন। অল্পদিন মধ্যে সমগ্র বার্ব্বার জাতি ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভূমধ্য সাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে বাইজানটাইনগণ আরব উপনিবেশ সমূহে অত্যাচার করিত। মুসা তাহাদিগের দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেই অভিযানের ফলে মেজার্কা. মিনার্কা ও ইভিকা দ্বীপত্রয় অধিকৃত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত-পতাকা-শোভিত হইল। মুসার সুশাসন গুণে অচিরে সেই সকল দ্বীপ অত্যন্ত সুখসমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়া নগর সমূহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল। ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইল। এই সময় মুসার শাসনাধীন প্রদেশ মিসরের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আট-লান্টিক মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। এই বিশাল ভূখ-ণ্ডের মধ্যে কেবল মাত্র কিউটা রাজ্য রোমান সম্রাটের অধীনস্থ স্পেন নরপতির সামন্ত কাউণ্ট জুলিয়ান শাসন করিতেন।

এইরূপে যখন আফ্রিকা মুসলমান শাসনাধীনে শান্তি ও সুবিচার লাভ করিয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইতেছিল, তখন স্পেন রাজ্য দুরন্তগথ রাজার অত্যাচারে শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছিল। রাজার অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। স্পেনে আর কখন সাধারণ প্রজার অবস্থা তদ্রূপ শোচনীয় আকার ধারণ করে নাই। ধনশালী, সম্ভ্রান্ত ও রাজানুগৃহীত ব্যক্তিগণকে কোন প্রকার করভার বহন করিতে হইত না।

কেবল দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত প্রজার স্কন্ধে সমস্ত করভার অর্পিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস মুখে নিক্ষেপ করিতেছিল। শিল্প বাণিজ্য বিলুপ্ত প্রায় এবং দেশ শত শত ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল; সেই সকল রাজ্যের সামন্ত অধিপতিগণ দরিদ্র কৃষক এবং নিরন্ন ব্যবসায়ীর রুধিরশোষণ করিয়া অহর্নিশি বিলাসিতা ও পাপের তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতেছিলেন বিপন্নের করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহাদিগের প্রমোদাগারে প্রবেশ করিতে পারিত না। কৃষিকার্য্য দাস ও ভৃত্যগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল কিন্তু ভূমি অথবা উৎপন্ন শস্যের প্রতি তাহাদিগের কোন অধিকার ছিল না। তাহারা দিবারাত্রি শরীর খাটাইয়া দু-মুষ্টি অন্ন পাইত, তাহাদিগের নিজের বলিতে কিছু ছিল না; তাহারা প্রভুর গৃহ পালিত পশু পক্ষীর ন্যায় বিবেচিত হইত। ইহুদি অধিবাসিগণের প্রতি অত্যাচারের ইয়ত্তা ছিল না; নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় তাহারা একবার বিদ্রোহী হইয়াছিল। তদবধি তাহাদিগের যাবতীয় সম্পত্তি খৃষ্টানগন হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে কঠোর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিল। সেই সময় কিরূপে বহুসংখ্যক প্রপীড়িত স্পেনবাসী মুসার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল এবং তিনি তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য মহাবীর তারিককে স্পেনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা তারিকের জীবন বৃত্তান্তে বিবৃত হইয়াছে।

৭১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মুসা অষ্টাদশ সহস্র সৈন্যসহ তারিকের সাহায্যার্থ স্পেনে গমন করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর; কিন্তু বীরত্ব ও তেজস্বিতায় তিনি পূর্ণ যুবক। তাঁহার পতাকামূলে ইমেনের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত অধিবাসী এবং পয়গম্বরের সহচরগণের বংশধরগণ গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্পেনে উপস্থিত হইয়া অল্পদিন মধ্যে সেভিল ও মেরিডা অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি রাজধানী

টলেডোনগরে তারিকের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তখন উভয় বীর একত্রে আরাগানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সারাগোসা, টারাগোনা, বার্সিলোওনা অন্যান্য কতিপয় প্রধান নগর অল্পদিনেই অধিকৃত হইল। দুই বৎসরের ন্যূন সময় মধ্যে পিরানিস পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমগ্র স্পেনদেশ মোস্‌লেম অধীনতা স্বীকার করিল। তারিককে গ্যালিসিয়া অধিকার করিবার জন্য রাখিয়া বীরবর মুসা দুরারোহ পিরানিস পর্ব্বত মালা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রবলবাত্যার ন্যায় ফ্রান্স দেশে উপনীত হইলেন, এবং গথ শাসনাধীন লাঙ্গডক স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিলেন। পশ্চিম ফ্রান্স তাঁহার অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। অশীতিপর বৃদ্ধ বীর যখন পিরানিসের অভ্রভেদী শিখরদেশ অতিক্রম করিতেছিলেন, যখন তাঁহার দৃষ্টি দিগন্তের অনন্তসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিল, তখন তিনি আবেগভরে বলিয়াছেন, সমগ্র ইউরোপ বিজয় না করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন না। তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইলে, সেই বাসনা চরিতার্থ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইত না। কারণ খৃষ্টান জগতে তৎকালে এমন কোন বীরপুরুষ ছিলেন না, যিনি মহাবীর মুসার অপ্রতিহত গতিরোধ করিতে সক্ষম, কিন্তু দামস্কস্‌ দরবারের অমিমৃষ্যকারিতাও অর্ব্বাচীনতায় মুসার সে বাসনা চরিতার্থ হয় নাই। যখন তিনি ফ্রান্সের অনেক স্থান অধিকার করিয়া ইটালীতে অভিযানের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন খলিফা ওয়ালিদের নিষেধ ক্রমে তাহা স্থগিত হইল, তিনি ভগ্ন মনোরথে স্পেনের পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকারে মনোনিবেশ করিলেন; সেখানে খৃষ্টানেরা অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি গ্যালিসিয়াতে প্রবেশ পূর্ব্বক দুর্গ সকল অধিকার করিলেন, শত্রুগণ অস্ত্রারিয়াসের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বৃদ্ধ বীরের অতুল বীরত্বে সন্ত্রাসিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সকল অধীনতা স্বীকার করিতে

লাগিল। এই সময় দামস্কস হইতে অকস্মাৎ তাঁহাদিগের প্রত্যাগমনের আদেশ আসিল; মুসা ও তারিক উভয়ে দামস্কস্ যাত্রা করিলেন। ওয়ালি-দের রাজত্বের অবশিষ্টকাল মুসা শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানগণ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু খলিফা সোলেমানের সময় তিনি বিনাকারণে রাজকোপানলে পতিত হইয়া জীবনের শেষাংশ কষ্টে যাপন করিয়াছিলেন।

তারিক।

যখন বীরবর মুসা খলিফা প্রথম ওয়ালিদের প্রতিনিধিস্বরূপ আফ্রি-কার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন খৃষ্টানদিগের অত্যাচারে বহুসংখ্যক ইহুদি স্পেন রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আফ্রিকায় মুসলমান অধি-কারে গমন করিয়াছিল। দিন দিন খৃষ্টানদিগের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদা স্পেনের অধিপতি রডারিক সিউটার শাসন-কর্ত্তা জুলিয়াসের রূপলাবণ্যবতী যুবতী কন্যা ফ্লরিণ্ডাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করতঃ তাঁহার সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিলেন। জুলিয়াস এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য মহাবীর মুসার সাহায্যপ্রার্থনা করি-লেন। বীরবর তারিক তখন মুসার অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেন। ইতিমধ্যে তাঁহার বীরত্বের যশঃ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল।

মুসা খলিফার আদেশানুসারে তাঁহাকে রডারিকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

তারিকের পিতাও একজন প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার নাম জিয়াদ। তারিক হিজরী ৯২ অব্দের রজব মাসে সাত সহস্র যোদ্ধাসহ স্পেনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৭১১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রেল তিনি আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীর উপরিস্থিত পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় মোসলেম বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। তদবধি ঐ পর্ব্বত বিজেতা তারিকের নামানুসারে জিব্রাল্টার * নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি উচ্চ পর্ব্বতোপরি একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া রডারিকের সামন্ত থিয়োডোমিরের শাসনাধীন আলজিসিরাস প্রদেশে অবতরণ করিলেন। যে সকল গথ সৈন্য তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল; তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। তারিক অপ্রতিহত গতিতে টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মুসা আর একদল সৈন্য তারিকের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। এই সময় তাঁহার অধীনে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ছিল। সম্রাট রডারিক স্বীয় রাজ্যের উত্তরাংশে একটি বিদ্রোহ দমনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের আক্রমণ সংবাদ শ্রবণে ভীত হইয়া সমস্ত সামন্ত অধিপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণকে আহ্বান করিলেন। এক লক্ষ সৈন্য তাঁহার পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইল। মেডিনা সিডোনিয়ার উত্তরে গোয়াডিলেট নদীর তটে দুই বিপক্ষ সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইল।

* আরবেরা প্রথমতঃ এই পর্ব্বতের নাম "জবল-তারিক" দিয়াছিলেন। "জবল" অর্থাৎ পাহাড়। অতএব "জবল-তারিক" অর্থে তারিকের পাহাড়। "জবল-তারিক" ক্রমে "জিব্রাল্টার" হইয়াছে।

"রডারিক স্পেনের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি উটিজাকে হত্যাকরতঃ সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রথমেই উটিজার পুত্রগণ রডারিকের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি তাঁহার অধীনে সুশিক্ষিত ও রণদক্ষ সৈন্যবল যথেষ্ট ছিল, রডারিক অনেকদিন পর্য্যন্ত আরবদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বীরবর তারিক স্বয়ং প্রবল পরাক্রমে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। গথগণ সে ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। তখনও রডারিকের অধীনে আরবদিগের পাঁচ গুণ সৈন্য ছিল কিন্তু তথাপি তাহারা এরূপভাবে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল যে, আর কখন আরবদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় নাই।

সিডোনিয়া ও কারমোনা বিনা বাধায় আরবদিগের হস্তগত হইল। ইসিজা নগরে রডারিকের পরাজিতসৈন্যগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত নগর অবরুদ্ধ হইলে তাহারা কিয়ৎ কাল আত্মরক্ষা করিয়া অবশেষে সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর তারিক স্বীয় সৈন্য চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। একদল কার্ডোভা, একদল মালাগা, একদল গ্রাণাডা ও এনভিরা আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইল। তিনি স্বয়ং প্রধান সৈন্যদল লইয়া গথ রাজধানী টলেডো যাত্রা করিলেন। মালাগা, গ্রাণাডা ও কার্ডোভা অল্পায়াসে অধিকৃত হইল। থিয়োডোমিরের অধিকৃত সমগ্র আল্‌জিসিরাস্ প্রদেশে সগর্ব্বে মোসলেম পতাকা উড়িতে লাগিল।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অনেকে আরবদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেন, কেহ কেহ স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রধান ধর্ম্মযাজক রোমে পলায়ন করিলেন। সাধারণ প্রজা, ইহুদি, দাস ও কৃষকগণ রডারিকের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেছিল, তাহারা

মুসলমানদিগকে উদ্ধারকর্ত্তারূপে গ্রহণ করিল। তারিক টলেডো নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্পেনিয়ার্ডগণ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। তখন তিনি মুসলমান ও ইহুদি সৈন্যের প্রতি নগর রক্ষার ভারার্পণ করিয়া ভূতপূর্ব্ব নরপতি উটিজার ভ্রাতা ওপ্পাস্‌কে শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন এবং আস্তরগা পর্য্যন্ত পলায়িত গথদিগের অনুসরণে অগ্রসর হইলেন। এইসময় অশীতিপর বৃদ্ধবীর মুসা অষ্টাদশ সহস্র সৈন্যসহ স্পেন দেশে আগমন করিলেন। তিনি তারিককে গ্যালিসিয়া প্রদেশ অধিকার করিতে নিযুক্ত করিয়া ফ্রান্স দেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দুঃখের বিষয়, এইসময় খলিফা অলিদের আদেশে মুসা ও তারিক উভয়ে দামস্কস গমন করিলেন। তজ্জন্য স্পেন বিজয় কার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। অলিদের রাজত্ব কালে বীরবর তারিক আর কোন প্রসিদ্ধ সমরে অবতীর্ণ হন নাই। মানবের সৌভাগ্য গগণ সতত পরিবর্ত্তন শীল, যে মহাবীরের অসাধারণ বীরত্ব প্রভাবে স্পেন দেশে মোস্‌লেম বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, যাঁহার ভূজ বলে দুরন্ত রডারিকের গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার শেষ জীবন বড়ই শোচনীয়। খলিফা সোলেমানের শাসন কালে মহাবীর তারিক অবিচারে রাজকোপানলে পতিত হইয়া সামান্য ভাবে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

